



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই পর্যন্ত যা কিছু পড়েছে সেই সব ভুলে যাও, একদম শৈশবকালে চলে যাও, তবেই এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াতে পাশ করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - যে সব বাচ্চাদের দিব্য-বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - সেই সব বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়াকে এই চক্ষু দ্বারা দেখেও যেন দেখবে না। তাদের বুদ্ধিতে সর্বদা থাকে যে এই পুরানো দুনিয়া যে কোনো মুহূর্তে শেষ হলো বলে। এই শরীরও পুরানো, তমোপ্রধান, তবে আত্মাও তমোপ্রধান, এর সাথে আর কি প্রীতি রাখব। এই রকম দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চাদের সাথেই বাবারও হৃদয় জুড়ে যায়। এই রকম বাচ্চারাই নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে পারে। সেবাতেও অগ্রসর হতে পারে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন। যেমন জাগতিক (হৃদের) সন্ধ্যাসীরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, কারণ তারা মনে করে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব, সেইজন্য দুনিয়ার আসক্তি ছাড়তে হবে। অভ্যাসও ঐরকম করতে থাকে। কোথাও গিয়ে একান্তে থাকে। তারা হলো হঠযোগী, তত্ত্ব জ্ঞানী। মনে করে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে। সেইজন্য তারা মায়া-মমতা ত্যাগ করবে বলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেয়। বৈরাগ্য এসে যায়। কিন্তু সাথে সাথে মায়া-মমতা যায় না। স্ত্রী - সন্তান ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। এখানে তো তোমাদের জ্ঞানের বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে হয়। কোনো কিছুই তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না। এখন তোমরা এই অসীমের (বেহৃদের) সন্ধ্যাস করো। স্মরণ তো সব সন্ধ্যাসীদেরও থাকে। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে বলে আমাদের ব্রহ্মতে লীন হতে হবে, সেইজন্য আমাদের দেহ বোধ (দেহ ভান) রাখতে নেই। ওটা হলো হঠযোগ মার্গ। মনে করে আমরা এই শরীর ছেড়ে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো। ওদের এটা জানা নেই যে আমরা শান্তিধামে কিভাবে যেতে পারি। তোমরা এখন জানো আমাদের নিজ নিকেতনে যেতে হবে। যেমন বিদেশ থেকে এলে মনে করে আমাদের বস্ত্রে যেতে হবে ভায়া...। এখন তোমরা বাচ্চারা তোমাদেরও দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে। অনেকে বলে এদের পবিত্রতা ভালো, জ্ঞান ভালো, সংস্থা ভালো। মাতা-রা ভালো পরিশ্রম করে, কারণ তারা নিরলসভাবে বোঝায়। নিজের তন-মন-ধন দেয়, সেইজন্য ভালো লাগে। কিন্তু আমরাও এইরকম অভ্যাস করি, সেই খেয়ালও হয় না। সেইরকম বিরলই কেউ আসে। সে তো বাবাও বলেন কোটির মধ্যে কেউ অর্থাৎ যারা তোমাদের কাছে আসবে, তার মধ্যে থেকে কেউ বেরোবে। তাছাড়া এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার সম্মুখে। তোমরা জানো এখন বাবা এসেছেন। সাক্ষাৎকার হোক বা না হোক, বিবেক বলে অসীম জগতের বাবা এসেছেন। এটাও তোমরা জানো বাবা একজনই, সেই পারলৌকিক বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। লৌকিক বাবাকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলবে না। এটাও বাবা এসেই তোমাদের বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন। তোমরা জানো এখন পুরোনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন আমরা পুরুষার্থ করছি ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। শান্তিধাম তো অবশ্যই যেতে হবে। ওখান থেকে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। মানুষ তো এই কথায় বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। কেউ মারা গেলে তো ভাবে বৈকুণ্ঠে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় আছে? এই বৈকুণ্ঠ নামটা তো ভারতবাসীই জানে অন্য ধর্মের কেউ জানেই না। শুধু মাত্র নাম শুনেছে আর চিত্র দেখেছে। দেবতাদের মন্দির ইত্যাদি অনেক দেখেছে। যেমন হলো এই দিলওয়ারা মন্দির। লক্ষ-কোটি টাকা খরচা করে তৈরী হয়েছে, তৈরী হয়েই চলেছে। দেবী-দেবতাদের বৈষ্ণব বলা হয়। তারা হলো বিষ্ণুর বংশাবলী। তারা তো পবিত্রই। সত্যযুগকে বলা হয় পবিত্র দুনিয়া। এটা হল পতিত দুনিয়া। সত্যযুগের বৈভব ইত্যাদি এখানে হয় না। এখানে তো আনাজ ইত্যাদি তমোপ্রধান হয়ে যায়। স্বাদও তমোপ্রধান। বালিকারা ধ্যানে যায়, বলে সুবীরস পান করে এসেছে। খুবই সুস্বাদু ছিল। এখানেও তোমাদের হাতের খাওয়ার হলে বলে খুব সুস্বাদু কারণ তোমরা সুন্দর নিয়ম মেনে কর। সবাই মন ভরে খায়। এমন নয়, তোমরা যোগে থেকে তৈরী করো তবে সুস্বাদু হয়! না, এটাও অভ্যাস বশতঃই হয়। কেউ খুব ভালো খাওয়ার তৈরী করে। ওখানে তো সব জিনিস সতোপ্রধান, সেইজন্য খুব শক্তি সম্পন্ন হয়। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শক্তি কম হয়ে যায়, আবার তার থেকে রোগ-দুঃখ ইত্যাদিও হতে থাকে। নামই হল দুঃখধাম। সুখধামে দুঃখের ব্যাপার নেই। আমরা এতো সুখে যাই, যাকে স্বর্গীয় সুখ বলা হয়। শুধু তোমাদের পবিত্র হতে হবে, তাও এই জন্মের জন্য। পিছনের চিন্তা করো না, এখন তো তোমরা পবিত্র হও। প্রথমে তো ভেবে দেখো - কে বলছে! অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। অসীম জগতের বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লৌকিক বাবাও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। বুদ্ধি উপরে চলে যায়। তোমরা বাচ্চারা যারা নিশ্চয়বুদ্ধি পাক্ষা যারা, তাদের ভিতরে থাকবে যে এই পুরানো দুনিয়াতে আমরা আর মাত্র কিছুদিন আছি। এ যেন হলো কড়ি তুল্য শরীর। আত্মাও কড়ি তুল্য

হয়ে পড়েছে, একে বৈরাগ্য বলা হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে জেনে গেছো। ভক্তি মার্গের পাট চলছেই। সবাই ভক্তিতে আছে, তবুও তাদের প্রতি ঘৃণা নয়। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই ঘৃণা করতে বলে। তাদের বাড়ীর সবাই দুঃখী হয়ে যায়, তারা নিজেরা (সাধনার দ্বারা) নিজেকে সামান্য সুখী করে। মুক্তিতে কেউ ফিরে যেতে পারে না। যারা এসে(পরমধাম থেকে), ফিরে কেউই যায়নি। সবাই এখানেই আছে। একজনও নির্বাণধাম বা ব্রহ্মতে যায়নি। তারা মনে করে অমুকে ব্রহ্মতে লীন হয়ে গেছে। এই সব ভক্তি মার্গের শাস্ত্রে আছে। বাবা বলেন এই শাস্ত্র ইত্যাদিতে যা কিছু আছে, সব ভক্তি মার্গ। বাচ্চারা, তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে সেইজন্য তোমাদের কিছুই পঠনপাঠনের দরকার নেই। তবুও কেউ কেউ এমন আছে যাদের আবার নভেল ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস আছে। জ্ঞান তো সম্পূর্ণ নেই, ওদের বলা হয় মোরগ (কুঞ্চড় জ্ঞানী) জ্ঞানী। রাতে নভেল পড়ে ঘুমালে তাদের কি গতি হবে? এখানে বাবা বলেন, যা কিছু পড়েছো সব ভুলে যাও। এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে থাকো। এখানে ভগবান পড়াচ্ছেন, যার মাধ্যমে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে, ২১জন্মের জন্য। তবে যা কিছু অধ্যয়ন করেছিলে সব ভুলে যেতে হবে। একদম শৈশব কালে চলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করো। এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখো, কিন্তু দেখেও যেন দেখো না। তোমাদের দিব্য দৃষ্টি, দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাই তোমরা এখন জানো যে এই সমগ্র দুনিয়া হলো এখন পুরানো। এটা শেষ হয়ে যাবে। এখানে সবকিছু এখন কবরে, এর প্রতি আর কীসের মোহ! এখন পরিস্থানের অধিবাসী হতে হবে। তোমরা এখন কবরস্থান আর পরিস্থানের মাঝখানে বসে আছো। পরিস্থান এখন তৈরী হচ্ছে। তোমরা এখন বসে আছো পুরানো দুনিয়াতে, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধির যোগ সেখানে। তোমরা পুরুষার্থই করছো নতুন দুনিয়ার জন্য। এখন মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছো, পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকেও কারোর জানা নেই। পুরুষোত্তম মাস, পুরুষোত্তম বর্ষেরও অর্থ বোঝে না। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের সময় খুবই অল্প রয়েছে। দেবীতে ইউনিভার্সিটিতে এলে তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণ স্থায়ী হওয়া বেশ কঠিন, মায়া বিঘ্ন ঘটতে থাকে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এই পুরানো দুনিয়া শেষে হতে চলেছে। যদিও বাবা এখানেই বসে আছেন, সবকিছুই দেখছেন, কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে এই সবকিছু শেষ হতে চলেছে। কিছুই থাকবে না। এটা তো হলো পুরানো দুনিয়া, এতে বৈরাগ্য এসে যায়। শরীরধারীরাও সবাই হলো পুরানো। শরীর পুরানো তমোপ্রধান হলে তো আত্মাও তমোপ্রধান হলো। এরকম জিনিসকে আমরা দেখে কি করবো। এসব কিছুই তো থাকবে না, তাই ওসবের প্রতি কোনো প্রীতি নয়। বাচ্চাদের মধ্যেও বাবার ভালোবাসা তাদের প্রতিই বেশী থাকে, যারা বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করে আর সার্ভিস করে। যদিও বাচ্চা তো সবাই। কতো কতো বাচ্চা তাঁর। সবাই তো কখনো দেখবেও না বাবাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো জানেই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছে কিন্তু তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হয়- এর কিছুই জানা নেই। ব্রহ্মার মন্দির আছে, সেখানে সাদা দাঁড়িওয়ালা দেখিয়েছে। কিন্তু তাকে কেউ স্মরণ করে না, কারণ তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। আত্মাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এক লৌকিক পিতার থেকে, দ্বিতীয় পারলৌকিক পিতার থেকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো কেউ জানে না। এটা সত্যিই ওয়ান্ডারফুল। বাবা হয়েও তোমাদের উত্তরাধিকার দেবেন না, তিনি অবশ্যই অলৌকিক পিতা। উত্তরাধিকার হয়ই পার্থিব আর অপার্থিবের। মধ্যবর্তী কোনো উত্তরাধিকার নেই। যদিও প্রজা বলা হয় কিন্তু উত্তরাধিকার কিছুই নেই। এই অলৌকিক বাবারও উত্তরাধিকার পারলৌকিকের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তো ইনি আবার দেবেন কি ভাবে! পারলৌকিক বাবা এনার ঋণ দেন। ইনি হলেন রথ। এনাকে কি স্মরণ করবো। এনার নিজেরই ওই বাবাকে স্মরণ করতে হয়। মানুষ মনে করে এই ব্রহ্মাই পরমাত্মা। কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকার এনার থেকে প্রাপ্ত হয় না, উত্তরাধিকার তো শিববাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। উনি তো থাকেন মধ্যবর্তী দালাল রূপে। উনিও হলেন আমাদের মতন স্টুডেন্ট। ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।

বাবা বলেন এই সময় সমগ্র দুনিয়া তমোপ্রধান। তোমাদের যোগ বলের দ্বারা সতোপ্রধান হতে হবে। লৌকিক পিতার থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমাদের এখন বুদ্ধি রাখতে হবে অসীমে। বাবা বলেন, বাবা ব্যাভীত আর কারোর থেকে কিছু পাওয়া যায় না, এমনকি দেবী- দেবতাদের থেকেও না। মানুষ তো মনে করে ইনি অমর, কখনো মারা যান না। তমোপ্রধান হন না। কিন্তু তোমরা জানো যিনি সতোপ্রধান ছিলেন সেই তমোপ্রধানে আসেন। শ্রী কৃষ্ণকে লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকেও উঁচুতে ভাবে কারণ তিনি আবার বিবাহ করেছিলেন। কৃষ্ণ তো জন্ম থেকেই পবিত্র সেইজন্য কৃষ্ণের অনেক মহিমা। দোলনাতেও কৃষ্ণকে দোলায়। কৃষ্ণেরই জয়ন্তী পালিত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের কেন পালন করা হয় না? জ্ঞান না হওয়ার জন্য কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। বলা হয় গীতার জ্ঞান দ্বাপর যুগে দিয়েছে। কাউকে বোঝানো কতো কঠিন! বলে দেয় জ্ঞান তো পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু পরম্পরায় বা কবে থেকে? এটা তো কেউ জানে না। পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছে এটাও কেউ জানে না, সেইজন্য বলে দেয় রচয়িতা আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে পরম্পরা বলে দেয়। তিথি-তারিখ কিছুই জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও জন্মদিন পালন করে

না। একে বলা হয় অস্ত্রান অন্ধকার। তোমাদের মধ্যেও কেউ যথার্থ ভাবে এই ব্যাপারে জানে না। তাই তো বলা হয়ে থাকে - মহারথী, ঘোড়সওয়ার আর পেয়াদা। গজকে গ্রাহ (বৃহৎ কুমীর বিশেষ) খেয়েছে। গ্রাহ বড় হয়, একদম গ্রাস করে নেয়। যেমন সাপ ব্যাঙকে গিলে খায়।

ভগবানকে বাগানের মালিক (বাগবান), মালী, মাঝি কেন বলা হয়? এটাও তোমরা এখন বুঝতে পারো। বাবা এসে বিষয় সাগর থেকে পারে নিয়ে যান, তাই তো বলে, মাঝি পার করো আমাকে। তোমাদেরও এখন জানা হয়ে গেছে যে আমরা কি ভাবে পারে যাবি। বাবা আমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে দুঃখ-যন্ত্রণার ব্যাপার নেই। তোমরা শুনে অন্যান্যদেরও বলো যে নৌকাকে যে পার করেন সেই মাঝি বলে- হে বাচ্চারা, তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলে, এখন বিষয় সাগরে এসে পৌঁছেছো। প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে। স্বর্গ হলো ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। সমস্ত দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক ওয়ান্ডার হলো স্বর্গ। নাম শুনেই আনন্দ হয়। তোমরা হেভেনে থাকো। এখানে রয়েছে সপ্তম আশ্চর্য। তাজমহল তার মধ্যে একটি, কিন্তু ওখানে তো আর থাকা যায় না। তোমরা তো ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ডের মালিক হবে। তোমাদের থাকার জন্য বাবা কত ওয়ান্ডারফুল স্বর্গ তৈরী করেছেন, ২১ জন্মের জন্য লক্ষ কোটি গুণের (পদ্মা পদমপতি) মালিক হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। আমরা ওই পারে যাবো। অনেক বার বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গে গিয়ে থাকবে। এই চক্র তোমরা পরিক্রমা করতেই থাকো। পুরুষার্থ এমনই করা উচিত যেন নতুন দুনিয়াতে আমরা সর্বপ্রথমেই আসতে পারি। পুরানো বাড়ীতে যেতে কি আর মন চায়! বাবা উৎসাহিত করছেন বাচ্চাদের, পুরুষার্থ করে নতুন দুনিয়াতে যাও। বাবা আমাদের ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ডের মালিক করেন। তবে ঐরকম বাবাকে আমরা কেন স্মরণ করবো না। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এসব দেখেও দেখো না। বাবা বলেন যদিও আমি দেখি, কিন্তু আমার মধ্যে স্ত্রান আছে - আমি হলাম মুসাফির। সেইরকম তোমরাও এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছো। তাই এ সব কিছু থেকে মমতা ত্যাগ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আধ্যাত্মিক পঠনপাঠনে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে। কখনো নভেল (গল্প, উপন্যাস) ইত্যাদি পড়ার খারাপ অভ্যাস ক'রো না, এখনও পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো, সে সব ভুলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়াতে নিজেকে অতিথি মনে করে থাকতে হবে। এর প্রতি প্রীতি রাখতে নেই, দেখেও দেখতে নেই।

বরদানঃ:- সাহসিকতা আর উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়ন্ত কলাতে উড়তে থাকা তীর পুরুষার্থী ভব উড়ন্ত কলার দুটি ডানা আছে - সাহসিকতা আর উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানা। যেকোনও কাজে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত জরুরী। যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে না সেখানে ক্লান্তিভাব থাকে, ক্লান্ত ব্যক্তি কখনও সফল হতে পারে না। বর্তমান সময় অনুসারে উড়ন্ত কলাতে উড়তে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। কেননা পুরুষার্থ এক জন্মের আর প্রাপ্তি ২১ জন্মের জন্যই নয়, সমগ্র কল্পেই প্রাপ্তি হবে। তো যখন সময়ের আহ্বান স্মৃতিতে থাকে তখন পুরুষার্থ স্বতঃই তীরগতির হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- সকলের মনোকামনা পূরণকারীই হলো কামধেনু।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবা তোমাদের যা পড়াচ্ছেন, যেভাবে পড়াচ্ছেন ঠিক সেভাবেই তাকে ধারণ করো, সর্বদা শ্রীমতে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - কখনও যেন আক্ষেপ না হয়, তার জন্য কোন বিষয়ে ভালো ভাবে ভাবনা চিন্তা করতে হবে?

*উত্তরঃ - প্রতিটি আত্মা যে পার্ট প্লে করছে, তা ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। এটাই অনাদি আর অবিনাশী ড্রামা। এই বিষয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করো, তবে কখনও আক্ষেপ হতে পারে না। আক্ষেপ তাদেরই হয় যারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে উপলব্ধি করতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের এই ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, এতে কান্নাকাটি বা হতাশ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই।

ওম শান্তি। আত্মাদের বাবা (রুহানী বাবা) বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, আত্মা কত ছোট। অনেক ছোট এই আত্মার মধ্যে শরীরকে কত বড় দেখায়। ছোট আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তারপর আর কিছুই দেখতে পায় না। আত্মার উপরই যা কিছু বলা হয়। এত ছোট বিন্দু (আত্মা) কী কী কাজই না করে! খুব ছোট হীরে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েই দেখা যায়, হীরের মধ্যে কোনও দাগ নেই তো! আত্মাও কত ছোট। কেমন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস রয়েছে -- যা দিয়ে দেখেছো! কোথায় থাকে? কি কানেকশন আছে? এই চোখ দিয়েই কত বড় আকাশকে দেখা যায়! বিন্দু বেরিয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না। যেমন বাবা বিন্দু তেমনই আত্মাও বিন্দু। এত ছোট আত্মাও পিওর, ইমপিওর হয়ে যায়, এটাই ভালো করে ভেবে দেখার বিষয়। দ্বিতীয় কেউ জানেনা - আত্মা কে, পরমাত্মা কে। এত ছোট আত্মা শরীরে থেকে কত কি তৈরি করে। কত কি দেখে। সেই আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে -- ৮৪ জন্মের। কিভাবে আত্মা কাজ করে, এ সত্যিই ওয়ান্ডার। এত ছোট বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। যেমন নেহেরু ও থ্রাইস্টের মৃত্যু হয়েছে। আত্মা বেরিয়ে গেছে যখন শরীরও মৃত। কত বড় শরীর আর কত ছোট আত্মা। এটাও বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে, মানুষ কি করে জানবে এই সৃষ্টি চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আবার ঘুরে আসে। অমুকে মারা গেছে এটা কোনও নতুন কথা নয়। তার আত্মা ঐ শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করেছে। ৫ হাজার বছর আগেও এই নাম রূপ নিয়েই শরীর ত্যাগ করেছিল। আত্মা জানে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি।

এখন তোমরা শিব জয়ন্তী উৎসব পালন করো। তোমরা দেখাও যে, ৫ হাজার বছর পূর্বেও শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছিল। প্রতি ৫ হাজার বছর পরেও শিব জয়ন্তী যা হীরে তুল্য তা পালন করা হয়। এটাই সত্যি। বিচার সাগর মন্ডন করতে হয় অন্যকে বোঝানোর জন্য। এই উৎসব পালন করা হয়, তোমরা বলবে এ কোনও নতুন কথা নয়, হিস্ট্রি রিপিট হয় সুতরাং ৫ হাজার বছর পরেও যার যে পার্ট থাকে, তাকেই সেই শরীর ধারণ করতে হয়। নিজের নাম রূপ দেশ কাল ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এর উপরে বিচার সাগর মন্ডন করে এমন ভাবে লেখা যাতে মানুষ অবাক হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি না যে - এর আগে কি দেখা হয়েছে? এত ছোট আত্মাকেই তো জিজ্ঞাসা করা হয়, তাই না! এই নাম রূপ নিয়ে আগে কি দেখা হয়েছে? আত্মাই শোনে। অনেকেই বলে হ্যাঁ বাবা, তোমার সাথে কল্প পূর্বে মিলিত হয়েছিলাম। সম্পূর্ণ ড্রামার পার্ট বুদ্ধিতে আছে। ওরা হলো জাগতিক (হদের) ড্রামার অ্যাক্টর্স আর এ হলো অসীমের (বেহদের) ড্রামা। এই ড্রামা হুবহু অ্যাক্যুরেট, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ফারাক নেই। এখানে বায়োস্কোপ হলো জাগতিক, যা মেশিনের সাহায্যে চলে। বড়জোর দুই-চার রিল ঘোরে। আর এ হলো অনাদি অবিনাশী একটাই অসীমের (বেহদের) ড্রামা। এই ড্রামাতেই কত ছোট আত্মা এক পার্ট প্লে করে আবার দ্বিতীয় পার্ট প্লে করে। ৮৪ জন্মে কত বড় ফিল্মের রিল হবে তাহলে! এ হলো নেচার। কারও কারও বুদ্ধিতে ধারণ হবে। এ হলো রেকর্ডের মতো, অত্যন্ত ওয়ান্ডারফুল। ৮৪ লক্ষ তো হতে পারে না। ৮৪ চক্র, একে কীভাবে বোঝানো যেতে পারে? সাংবাদিকদের কাছে যদি তোমরা ব্যাখ্যা করো তবে তারা সংবাদপত্রে প্রচার করতে পারে। ম্যাগাজিনেও প্রচার করতে পারে। আমরা এই সঙ্গমের কথাই বলছি। সত্যযুগে এসব কথা তো হবে না। না কলিযুগে হবে। জঙ্ক জানোয়ার ইত্যাদি যা কিছু আছে সবার জন্যই বলা হবে আবার ৫ হাজার বছর পরে দেখবো। কোনও পার্থক্য হবে না। ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। সত্য যুগে জঙ্ক জানোয়ারও খুব সুন্দর হবে। সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হবে। যেমন ড্রামায় স্যুটিং হয়। একটা মাছি উড়ে চলে গেলে তাও রিপিট হবে। এখন আমরা এইসব ছোট ছোট জিনিসকে খেয়াল তো করব না। সর্বপ্রথম তো বাবা স্বয়ং বলেন আমি কল্পে কল্পে সঙ্গম যুগে এই

ভাগ্যশালী রথের (ব্রহ্মা শরীর) মধ্যে আসি। আত্মা জিজ্ঞাসা করে এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কোথা থেকে কিভাবে আসে? ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এসব কথা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যারা সুবুদ্ধি সম্পন্ন তারাই বুঝবে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি। কতখানি ভ্যালুয়েবল এই ঐশ্বরীয় পার্ট। বাবার কাছেই অ্যাক্যুরেট নলেজ আছে যা বাচ্চাদের প্রদান করেন। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট করে বলে দিতে পারবে সত্যযুগের আয়ু ১২৫০ বছরের। এক-এক জন্মের আয়ু ১৫০ বছর করে হয়। কত পার্ট প্লে করতে হয়। সমস্ত চক্র বুদ্ধিতে ঘোরে। আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। সম্পূর্ণ সৃষ্টি এইভাবেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এটা অনাদি অবিনাশী নির্ধারিত ড্রামা। এতে নতুন কিছু সংযোজন হতে পারে না। মনে রাখতে হবে সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত, চিন্তা করে কিছু হবে না। যা কিছু হবে সবই ড্রামায় নির্ধারিত। সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। ঐ নাটকে কেউ এমন পার্ট প্লে করে যে, দুর্বল চিত্তের লোকেরা সেই নাটক দেখে কান্নাকাটি শুরু করে। এ তো নাটক, তাই না! এটা সত্যি যে, এতে প্রতিটি আত্মা নিজের পার্ট প্লে করেছে। ড্রামা কখনও বন্ধ হয় না। এখানে কান্নাকাটি করার বা আক্ষেপের কোনও প্রশ্নই নেই। কোনও নতুন কথা তো নয়। আক্ষেপ তারই হয় যে ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে রিয়েলাইজ করে না। এটাও তোমরা জানো। এই সময় আমরা জ্ঞান অর্জন করে যে পদ প্রাপ্ত করি, চক্র শেষে আবারও তাই হবে। এটাই বড় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বিচার সাগর মন্বন করার বিষয়। কোনও মানুষ এই বিষয়ে জানেনা। ঋষি-মুনিরাও বলে থাকে - আমরা রচনা আর রচয়িতাকে জানি না। ওরা তো জানেই না রচয়িতা এত ছোট এক বিন্দু। উনিই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। জ্ঞানের সাগর তিনি। এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই বোঝাও। তোমরা তো এমন বলবেই না যে আমরা জানিনা। তোমাদেরকে বাবা এই সময় এসে সব বুঝিয়ে বলেন।

তোমাদের কোনও ব্যাপারে আক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। সবসময় উৎফুল্ল থাকা উচিত। জাগতিক ড্রামার ফিল্ম চলতে-চলতে ছিঁড়ে যাবে, পুরানো হয়ে যাবে, তারপর আবার বদল করবে। পুরানোটাকে ফেলে দেয়। কিন্তু এ তো অসীমের (বেহদের) অবিনাশী ড্রামা। এমন সব বিষয়ের উপরে চিন্তন করে দূত করে নেওয়া উচিত। এটা ড্রামা। আমরা বাবার শ্রীমতে চলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঠছি আর কোনো কথাই হতে পারে না, যার দ্বারা আমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবো বা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবো। পার্ট প্লে করতে করতে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছি, আবার সতোপ্রধান হতে হবে। না আত্মা বিনাশ হয়, না পার্ট বিনাশ হয়। এমন সব বিষয়ের উপরে কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। মানুষ তো শুনে অবাক হয়ে যাবে। ওরা তো শুধুমাত্র ভক্তি মার্গের শাস্ত্রই পড়ে। রামায়ণ, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি সবই এক। এখানে তো বিচার সাগর মন্বন করতে হয়। অসীম জগতের বাবা যা বোঝান তাকে সঠিক ভাবে ধারণ করলে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। সবাই একই রকম ভাবে ধারণা করতে সক্ষম নয়। কেউ কেউ ভীষণ গভীরতায় গিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে। আজকাল তো জেলেও ভাষণ দিতে যায়। বেশ্যাদের কাছেও যায়, অন্ধ বধিরদের কাছেও বাচ্চারা যায়, কেননা তাদেরও অধিকার আছে। ঈশারায় তারা বুঝতে পারে। অন্তরাত্মাই তো বুঝতে পারে। চিত্র সামনে রেখে দাও, পড়তে তো পারবে। বুদ্ধি তো আত্মার মধ্যেই আছে না! হলই বা অন্ধ, খোঁড়া কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ঠিক বুঝতে পারে। অন্ধদের তো কান আছে। তোমাদের কাছে সিঁড়ির খুব সুন্দর চিত্র রয়েছে। এই নলেজ যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে পারো। আত্মা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধীকার গ্রহণ করতে পারে। স্বর্গে যেতে পারে। এখানে তো কারো কারো ডিফেক্টিভ (শারীরিক ত্রুটি) অরগ্যান্সও থাকে। ওখানে (সত্য যুগে) পঙ্গু, খোঁড়া হবে না। ওখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হবে। প্রকৃতিও পবিত্র। নতুন জিনিস অবশ্যই সতোপ্রধান হয়। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এক সেকেন্ডও পরের মুহূর্তে এক হতে পারে না। কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই। এইভাবেই ড্রামাকে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। এই নলেজ এখন তোমরা পাচ্ছে তারপর আর কখনও পাবে না। প্রথমে তো এই নলেজ ছিলই না। একেই অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা বলা হয়। একে ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করে অপরকেও বোঝাতে হবে।

তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত। শক্তিশালী হওয়ার জন্য পাওয়ারফুল ওষুধ তোমরা এখানে পাচ্ছে। ভালো যা কিছু তারই মহিমা করা হয়। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হবে তারপর এই রাজ্য কেমন হবে তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে তা জানবে। যে জানে সে অন্যদেরও বোঝাতে পারে। সে অনেক খুশিতে থাকে। কারও তো কানাকড়িও খুশি থাকে না। সবারই নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে হয়। যে বুদ্ধিতে ধারণ করতে সক্ষম হবে, বিচার সাগর মন্বন করবে সে-ই অন্যদের বোঝাতে পারবে। এই হলো তোমাদের ঐশ্বরীয় পঠনপাঠন, যার দ্বারা তোমরা সেটাই হয়ে উঠবে। তোমরা যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে বলো যে, তুমি আত্মা। আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে। আত্মারা সবাই ভাই-ভাই। বলাও হয় ঐশ্বর একজনই। বাকি সমস্ত মানুষের মধ্যে আত্মা আছে। সব আত্মাদের পারলৌকিক বাবা আছেন। যার

মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকবে তাকে কেউ নাড়াতে পারবে না। সংশয় যার থাকবে তাকে সহজেই নড়ানো যাবে। সর্বব্যাপী জ্ঞানের উপর কতো তর্কবিতর্ক করে। তারাও নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ে পাকাপোক্ত, যদিও আমাদের এই জ্ঞানের তারা নয়। সুতরাং ওরা দেবতা ধর্মের কি ভাবে বলা যেতে পারে। আদি সনাতন দেবী-দেবতাদর্শ প্রায় লুপ্ত। তোমরা বাচ্চারা সেটা জানো। আমাদের আদি সনাতন ধর্ম পবিত্র প্রবৃত্তির ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। যে প্রথমে পূজ্য ছিল সে-ই এখন পূজারী হয়ে গেছে। অনেক পয়েন্টস কন্ঠস্থ হলে বোঝাতে পারবে। বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা আবার অন্যদের বোঝাও যে, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। তোমরা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে।

বাবাকেও প্রতিটি মুহূর্তে পয়েন্টস বারংবার রিপিট করতে হয় কেননা নতুন-নতুন অনেকে আসে। প্রথমে কিভাবে স্থাপন হয়েছিল, তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করবে, সুতরাং তোমাদেরও রিপিট করতে হবে। তোমরা সবসময় সেবায় ব্যস্ত থাকবে। চিত্র দেখিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো। কিন্তু জ্ঞানের ধারণা তো সবার একরকম হতে পারে না। এর জন্য জ্ঞান চাই, স্মরণ চাই, খুব ভালো ভাবে ধারণা হওয়া উচিত। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। কিছু বাচ্চা আছে যারা নিজেদের কাজকর্মেই ফেঁসে থাকে, কিছুই পুরুষার্থ করে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। কল্প পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিল তেমনটাই করবে। একদম শেষে তোমাদের ভাই-ভাই হয়ে থাকতে হবে। নগ্ন হয়ে এসেছিলে নগ্ন হয়েই যেতে হবে। এমনটা যেন না হয় শেষে গিয়ে কেউ স্মরণে এলো। এখন তো কেউ ফিরে যেতে পারবে না। যতক্ষণ বিনাশ না হবে, স্বর্গে কিভাবে যাবে। নিশ্চয়ই সূক্ষ্মবতনে যাবে নয়তো এখানেই জন্ম নেবে। যা কিছু দুর্বলতা (কমজোরি) থাকবে আবারও তার জন্য পুরুষার্থ করবে। সেটাও যখন বড় হবে তখন বুঝবে। এসবই ড্রামায় নির্ধারিত। তোমাদের একরকম অবস্থা একদম শেষে গিয়ে হবে। এমন নয় যে সবকিছু লিখলেই স্মরণ হতে থাকবে। লাইব্রেরিতে এত বই কেন রাখা হয়। ডাক্তার, উকিল অনেক বই সংগ্রহে রাখে, স্টাডি করে। তারা হলো মানুষদের উকিল। তোমরা আত্মারা হলে আত্মাদের উকিল। আত্মারা, আত্মাদের পড়ায়। ওটা হলো শরীরের জন্য অধ্যয়ন। আর এ হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়ন। এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়নে ২১ জন্ম আর কোনও ভুলভ্রান্তি হবে না। মায়ার রাজ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি হতেই থাকে। যে কারণে সহনও করতে হয়। যে সম্পূর্ণ পড়াশোনা করবে না, কর্মজীবনে অবস্থাও প্রাপ্ত করতে পারবে না, সুতরাং সহন করতেই হবে। তারপর পদও কম হয়ে যাবে। বিচার সাগর মন্থন করে অন্যদের শোনাতে তবুই চিন্তন চলতে থাকবে। বাচ্চারা জানে কল্প পূর্বেও বাবা এইভাবেই এসেছিলেন, যাঁর শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয়। লড়াই ইত্যাদির তো কোনও প্রশ্নই আসে না। ওসব হল শাস্ত্রের কথা। এ হলো জ্ঞানের পঠনপাঠন। আমদানিতে খুশি অনুভব হয়। যে লক্ষপতি হয় তার অগাধ খুশি থাকে। কেউ লক্ষপতি হয়, কেউ বা কোটিপতি আবার কারও অল্প পয়সা থাকে। সুতরাং যার কাছে যত পরিমাণ জ্ঞান রহ্ন থাকবে তার অগাধ খুশিও থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিচার সাগর মন্থন করে নিজেকে জ্ঞান রত্নে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। ড্রামার রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে। কোনও ব্যপারে আক্ষেপ না করে সবসময় উৎফুল্ল থাকতে হবে।

২) নিজের অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে একরকম স্থিতিতে স্থিত করতে হবে যাতে শেষে গিয়ে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে। অভ্যাস করতে হবে আমরা ভাই-ভাই (আত্মা)। এখন ফিরে যেতে হবে।

বরদানঃ:- অলসতার তরঙ্গকে বিদায় দিয়ে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনাত্মক থাক। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা ভব কোনও কোনও বাচ্চা অন্যদেরকে দেখে নিজে অলস হয়ে যায়। মনে করে এটা তো হতেই থাকে... চলতেই থাকে... যদি কেউ ঠোঁকর খায় তো তাকে দেখে অলস হয়ে নিজেও ঠোঁকর খাওয়া - এটাই কি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মার লক্ষণ? বাপদাদার করুণা হয় যে এইরকম অলস আত্মাদের অনুতাপ করার মুহূর্ত গুলি কতটা কঠিন হবে, এইজন্য বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে অলসতার তরঙ্গকে, অন্যদেরকে দেখার তরঙ্গকে মন থেকে বিদায় দাও। অন্যদেরকে দেখো না, বাবাকে দেখো।

স্নোগানঃ:- ওয়ারিস কোয়ালিটি (গুণবান উত্তরাধিকারী) তৈরী করো তখন প্রত্যক্ষতার বাদ্য বাজবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'স্বদর্শন চক্রধারী ভব' - তোমাদের লাইট হাউস হতে হবে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এতে গাফিলতি কোরো না"

*প্রশ্নঃ - তোমরা হলে সবচেয়ে ওয়াল্ডারফুল স্টুডেন্ট - কিভাবে ?

*উত্তরঃ - তোমরা থাকো গৃহস্থে, শরীর নির্বাহের জন্যে ৮ ঘন্টা কর্মও করো তার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যে ৮ ঘন্টা বাবার সম বানানোর সেবাও করো, সবকিছু করে শিববাবা এবং পরমধাম ঘরকে স্মরণ করো - এ হলো তোমাদের ওয়াল্ডারফুল স্টুডেন্ট লাইফ। নলেজ খুব সহজ, তোমরা কেবল পবিত্র হওয়ার জন্যে পরিশ্রম করে যাচ্ছ।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। মূল বতনকে (পরমধাম) স্মরণ করার ক্ষেত্রে তোমাদেরও নিশ্চয়ই নম্বরক্রম রয়েছে। বাচ্চাদের এই কথাও অবশ্যই স্মরণে আসে হয়তো যে আমরা প্রথমে শান্তি ধামের নিবাসী ছিলাম তারপরে সুখধামে আসি, বাচ্চারা এই কথা নিশ্চয়ই মনে মনে বুঝতে পারে। মূল বতন থেকে এই সৃষ্টি চক্র পরিক্রমা করছে কিভাবে - সেসবও বুদ্ধিতে আছে। এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হব। এই চক্র বুদ্ধিতে চলা উচিত, তাই না ! বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বুঝিয়েছেন, আগে এইসব জানতে না। এখন তোমরা-ই জানো। দিন দিন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। অনেককে শেখাতে-ই থাকো। নিশ্চয়ই তোমরা প্রথমে স্বদর্শন চক্রধারী হবে। এখানে তোমরা বসে আছো, বুদ্ধি দিয়ে জানো যে উনি আমাদের পিতা। উনি আমাদের শেখান, উনি-ই সুপ্রীম টিচার। উনি আমাদের বুঝিয়েছেন - আমরা ৮৪-র চক্র কিভাবে পরিক্রমা করি। নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে স্মরণ আসে, তাই না ! বুদ্ধিতে সর্বক্ষণ এটাই স্মরণ রাখতে হবে। লেসন পার্ঠ বিষয় খুব বড় নয়। এক সেকেন্ডের লেসন (পার্ঠ)। বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা কোথাকার নিবাসী, পরে এখানে কিভাবে আসি পার্ট প্লে করতে। এ হলো ৮৪-র চক্র। সত্যযুগে এত জন্ম, ত্রেতায় এত জন্ম - এই চক্র তো স্মরণ করবে, তাই না ! নিজের পজিশন, যে পার্ট প্লে করেছিলাম, সেসবও নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে স্মরণে থাকবে। বলবে আমরা এইরূপ ডবল মুকুটধারী ছিলাম পরে সিঙ্গল মুকুটধারী হয়েছি। তারপরে সম্পূর্ণ রাজস্ব হারিয়ে তমোপ্রধান হয়েছি। এই চক্র তো ঘোরানো উচিত, তাই তো নাম দেওয়া হয়েছে স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মার দর্শন হয়েছে। আত্মা জেনেছে আমরা এমন ভাবে পরিক্রমা করেছি। এখন আবার ফিরে যেতে হবে নিজ নিকেতনে (পরম ধামে)। বাবা বলেছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা ঘরে পৌঁছে যাবে। এমনও নয় তোমরা এই সময়েই সেই অবস্থাতে বসে যাবে। না, বাইরের অনেক কিছু বুদ্ধিতে এসে যায়। এক একজনের এক এক রকম কথা মনে পড়ে। এখানে তো বাবা বলেন অন্য সব কথাকে গুটিয়ে নিয়ে কেবল এক-এর স্মরণে থাকো। শ্রীমৎ যা প্রাপ্ত হয় সেই অনুযায়ী চলতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে তোমাদের শেষ পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে। প্রথমে তো কিছু জানতে না, এখন বাবা বলে দিচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করলে সব-কিছু প্রাপ্ত হয়। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। এই যে জ্ঞানের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, এই জ্ঞান তো ঘরে বসেও স্মরণ করতে পারো। এ হলো বুদ্ধি দ্বারা বোঝার বিষয়। তোমরা হলে ওয়াল্ডারফুল স্টুডেন্ট। বাবা বুঝিয়েছেন - ৮ ঘন্টা আরাম করো, ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের জন্যে কাজও করো। সেসব কাজকর্ম তো করতেই হবে। তার সঙ্গে বাবা এই যে কাজটি দিয়েছেন - নিজ সম বানানোর, এই কাজটিও শরীর নির্বাহ-ই হলো, তাই না ! ঐ কাজটি হলো অল্পকালের জন্যে আর এই কাজটি হল ২১ জন্ম শরীর নির্বাহের জন্যে। তোমরা যে পার্ট প্লে করছো, তাতে এই পার্টের গুরুত্ব অনেক। যে যত পরিশ্রম করে, পরবর্তী কালে ভক্তিমার্গে তার ততই পূজা হয়। এইসব ধারণা বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা হলে ভূমিকা পালনকারী। বাবা তো শুধু জ্ঞান প্রদান করার পার্ট প্লে করেন। বাকি শরীর নির্বাহের জন্যে পুরুষার্থ তোমরা করবে। বাবা তো করবেন না, তাই না। বাবা তো আসেন বাচ্চাদের এই কথা বোঝানোর জন্যে যে এই ওয়াল্ডারফুল হিন্ডি-জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয়, চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। এই কথা বোঝাতেই আসেন। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, গাফিলতি কোরো না। স্বদর্শন চক্রধারী বা লাইট হাউস হতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। এই কথা তো জানো শরীর ছাড়া আত্মা পার্ট প্লে করতে পারে না। মানুষ তো কিছুই জানে না। যদিও তোমাদের কাছে এসে এই জ্ঞান খুব ভালো খুব ভালো বলে, কিন্তু স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারবে না, এর জন্যে খুব প্র্যাক্টিস করতে হয়। তখন যেখানেই যাবে জ্ঞানের সাগর হয়ে যাবে। যেমন স্টুডেন্ট পড়া করে টিচার হয় তারপরে

কলেজে গিয়ে পড়ায় পেশায় বা চাকরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাদের পেশা হলো টিচার হওয়া। সবাইকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাও। বাচ্চারা চিত্র তৈরি করেছে - ডবল মুকুটধারী রাজা, পরে সিঙ্গল মুকুটধারী রাজা কিভাবে হয়, সেসব তো ঠিক আছে, কিন্তু কবে আরম্ভ হয়, কতদিন পর্যন্ত ডবল মুকুটধারী রাজারা অবস্থান করেছেন? কবে থেকে সিঙ্গল মুকুটধারী হয়েছেন? সেই রাজত্ব কিভাবে ও কখন হারিয়েছে? সেই ডেট লেখা উচিত। এ হলো অসীমের (বেহদের) বিশাল ড্রামা। এই কথাটি সার্টেন (নিশ্চিত) যে আমরা পুনরায় দেবতায় পরিণত হই। এখন আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা-ই হলো সঙ্গম যুগের। এই কথা যতক্ষণ তোমরা না বলবে ততক্ষণ কেউ জানবে না। এ হলো তোমাদের অলৌকিক জন্ম। লৌকিক ও পারলৌকিকের কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অলৌকিকের কাছে অবিনাশী সম্পদ প্রাপ্ত হয় না। এনার (ব্রহ্মা বাবার) দ্বারা শিববাবা তোমাদের অবিনাশী সম্পদ প্রদান করেন। গায়নও হয় - হে প্রভু। এমন কখনও বলা হবে না - হে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। লৌকিক এবং পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করা হয়। এই কথা কেউ জানে না, তোমরা জানো। পারলৌকিক পিতার অবিনাশী উত্তরাধিকার, লৌকিক পিতার বিনাশী উত্তরাধিকার। যদি কোনো রাজার সন্তান ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত করে এবং অসীম জগতের পিতা শিববাবা প্রদত্ত সম্পদ সামনে রেখে তুলনা করে, তাহলে সে বলবে অসীমের উত্তরাধিকার তো হলো অবিনাশী এবং লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার তো সব নষ্ট হয়ে যাবে। আজকালকার কোটিপতিরা মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত, তারা আসবে না। বাবা হলেন দীনের নাথ। ভারত হলো গরীব, ভারতে অনেক গরীব মানুষ আছে। এখন তোমরা অনেকের কল্যাণ করার পুরুষার্থ করছো। বিশেষ করে রুগী মানুষের বৈরাগ্য অনুভব হয়। তারা ভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ। এমন পথ খুঁজে পাই যাতে মুক্তিধামে চলে যাই। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। সত্যযুগে কেউ প্রার্থনা করে না, কারণ সেখানে কোনও দুঃখ নেই। এইসব কথা এখন তোমরা বুঝেছো। বাবার সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যারা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী দেবতায় পরিণত হবে তারা এসে জ্ঞান নেবে, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত কেউ প্রদান করতে পারে না। এখন তোমরা অসীম জগতের বাবাকে ত্যাগ করে কোথাও যাবে না। বাবার সঙ্গে যাদের লভ আছে তারা বুঝতে পারবে নলেজ তো খুব সহজ, শুধু পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কোনো কথায় গাফিলতি করলে সেই গাফিলতির ফলে পরাজয় হবে। এর জন্যে বক্সিং-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। বক্সিং খেলায় একে অপরকে হারানো হয়। বাচ্চারা জানে মায়া আমাদের হারিয়ে দেয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা নিজে বোঝেন এতে পরিশ্রম আছে। বাবা মুক্তি খুব সহজ বলে দেন। আমরা আত্মা, এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি, পার্ট প্লে করি, আমরা অসীম জগতের বাবার সন্তান - এই পরিচয় ভালো ভাবে পাকা করতে হবে। বাবা অনুভব করেন - মায়া এদের বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নম্বর অনুসারে তো আছেই, এই হিসাবের আধারে রাজধানী স্থাপন হয়। সবার একরস অর্থাৎ একরকম হয়ে গেলে রাজত্ব স্থাপন হবে না। রাজা, রানী, প্রজা, ব্যবসায়ী সবাই থাকবে। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপনা করছি। এই সব কথা তোমাদের মধ্যে যারা অনন্য তাদেরই স্মরণে থাকে। এই কথা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা জানে আমরা ভুলে যাই। তা নাহলে অনেক খুশি অনুভব হওয়া উচিত - আমরা বিশ্বের মালিক হই। পুরুষার্থের দ্বারা-ই হতে পারবে, শুধু বললে হবে না। বাবা তো কাছে এলেই জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা সাবধান, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসেছো? বাবাও হলেন স্বদর্শন চক্রধারী, যিনি এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করেন। মানুষ তো ভাবে বিষ্ণু হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। তারা এই কথা জানে না যে ইনি হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এনাকে জ্ঞান কে প্রদান করেছেন? যে জ্ঞানের দ্বারা ওনারা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ পেয়েছেন। দেখানো হয় স্বদর্শন চক্র দিয়ে নাশ করেছিলেন। এইরূপ চিত্র তৈরি করে যারা তাদের এই কর্ম তোমাদের হাস্যকর লাগে। বিষ্ণু হলেন কম্বাইন্ড গৃহস্থ আশ্রমের নিদর্শন। তাদের তৈরী ওই চিত্রটি দেখতে সুন্দর কিন্তু এই চিত্রটি রাইট চিত্র নয়। প্রথমে তোমরাও জানতে না। চার ভূজাধারী এখানে আসবে কোথা থেকে। এইসব কথাগুলি তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে জানে। বাবা বলেন সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তোমাদের পুরুষার্থের উপরে। বাবার স্মরণের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি নম্বরওয়ান এই পুরুষার্থটি করা উচিত। সময় তো বাবা দিয়েছেন। গৃহস্থেও থাকতে হবে। তা নাহলে তোমাদের সন্তানাদিদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে! সেসব কিছু করতে করতে প্র্যাক্টিস করতে হবে। বাকি কোনও কথা নেই। কৃষ্ণের বিষয়ে দেখানো হয় অকাসুর, বকাসুর ইত্যাদিকে স্বদর্শন চক্র দিয়ে মেরেছিলেন। এখন এইসব তোমরা বুঝতে পারো, চক্র ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। কতখানি তফাৎ। এই কথা একমাত্র বাবা বোঝান। মানুষ, মানুষকে বোঝাতে পারে না। মানুষ, মানুষের সদগতি করতে পারে না। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বোঝাতে পারবে না। স্বদর্শন চক্রের অর্থ কি, সে কথাও এখন বাবা-ই বুঝিয়েছেন। শাস্ত্রে তো এমন কাহিনী আছে যে কোনও কথা বলার নয়। কৃষ্ণকেও হিংসক দেখানো হয়েছে। এর জন্য একান্তে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। রাত্রে যে বাচ্চারা পাহারা দেয় তারাও অনেক ভালো সময় পায়, তারাও অনেক বেশী স্মরণ করতে পারে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে স্বদর্শন চক্র

ঘোরাও। স্মরণ করতে থাকলে খুশীতে চোখের ঘুম উড়ে যাবে। যার ধন প্রাপ্তি হয় সে অনেক খুশীতে থাকে। কখনও হোঁচট খাবে না। তোমরা জানো আমরা এভার হেলদী, ওয়েলদি হই। তাই এই কাজেই ভালো ভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথা বাবাও জানেন যে ড্রামা অনুসারে যা কিছু ঘটছে সেসব সঠিক। তবুও পুরুষার্থ করাতেই থাকেন। এখন বাবা শিক্ষা প্রদান করছেন, এমন অনেকে আছে যাদের না জ্ঞান আছে, না যোগ আছে। কোনও বুদ্ধিমান, বিদ্বান ইত্যাদি তাহলে আর কথা বলতে পারবে না। সার্ভিসেবল বাচ্চারা জানে আমাদের কাছে কে কে এমন আছে যারা ভালো বোঝাতে পারে? তারপরে বাবাও দেখেন যদি বুদ্ধিমান শিক্ষিত ভালো মানুষ এসেছে এবং যে বোঝাতে বসেছে সে তো বুদ্ধি তখন নিজে প্রবেশ করে তাকে সেবায় উপরে উঠিয়ে দেন। তখন যারা প্রকৃত সৎ বাচ্চা তারা বলবে আমাদের এত জ্ঞান ছিল না বাবা বসে যেমনভাবে এদের বোঝালেন। কারো আবার নিজের অহংকার এসে যায়। ড্রামায় তাঁর আগমন, এইরূপ সহযোগিতা সবই ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। ড্রামা বড়ই বিচিত্র। এইসব বোঝার জন্য বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সেই রাজধানী স্থাপন করছি যেখানে সবাই ছিল গৌর বর্ণের। সেখানে কেউ শ্যাম বর্ণের হয় না। তোমরা এই গৌর বর্ণ ও শ্যাম বর্ণের চিত্র বানিয়ে লেখো। ৬৩ জন্ম কাম চিত্রায় বসে এমন শ্যাম বর্ণ হয়েছে। আত্মা-ই হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণেরও কালো চিত্র বানিয়েছে। এই কথা বোঝে না আত্মা কালো হয়। তারা তো সত্যযুগের মালিক, রঙ ফর্সা ছিল, তারপরে কাম চিত্রায় বসে কালো হয়। আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়। তখন আত্মা ও শরীর দুইই কালো হয়ে যায়। তো হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতে পারো লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র কোথাও কালো, কোথাও সাদা কেন দেখানো হয়েছে, এর কারণ কি? জ্ঞান তো নেই। কৃষ্ণকে ফর্সা কৃষ্ণকেই কালো কেন দেখিয়েছে? এইসব এখন তোমরা জানো। তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) খুশীতে ভরপুর থাকার জন্য একান্তে বসে জ্ঞান ধন যা পেয়েছো সেসবের স্মরণ করতে হবে। পবিত্র বা সदा নিরোগী (সুস্থ) থাকার জন্য স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

২) বাবার মতন মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে সবাইকে স্বদর্শন চক্রধারী করতে হবে। লাইট হাউস হতে হবে। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের শরীর নির্বাহের জন্য আধ্যাত্মিক (রুহানী) টিচার অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- ত্রিকালদর্শী স্থিতির দ্বারা তিন কালকে স্পষ্ট অনুভবকারী মাস্টার নলেজফুল ভব
যে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থাকে সে এক সেকেণ্ডে তিনকালকে স্পষ্ট দেখতে পারে। কাল কি ছিলাম, আজ কি হয়েছি, কাল কি হবে - তার সামনে সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যায়। যেরকম কোনও দেশের কোনো টপ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সমগ্র শহরটাকে দেখে মজা আসে, এইরকমই সঙ্গম যুগ হলো টপ পয়েন্ট, এখানে দাঁড়িয়ে তিন কালকে দেখো আর নিশ্চয়ের সাথে বলা যে আমিই দেবতা ছিলাম আবার পুনরায় আমিই হব, একেই বলা হয় মাস্টার নলেজফুল।

স্লোগানঃ:- প্রত্যেক মুহূর্ত হলো অস্তিম মুহূর্ত, এই স্মৃতিতে থেকে এভারেডি হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য প্রত্যেক খাজানার অ্যাকাউন্ট চেক করে জমা করো”

আজ বাপদাদা প্রত্যেক ছোট-বড় চারিদিকের দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের ভাগ্য দেখে স্মিত হাসছিলেন। এইরকম ভাগ্য সমগ্র কল্পে ব্রাহ্মণ আত্মারা ছাড়া আর কারো হতে পারে না। দেবতারো ব্রাহ্মণ জীবনকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। প্রত্যেকে নিজেদের জীবনের শুরু থেকে দেখো, জন্ম থেকেই আমাদের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ! জীবনে জন্মানোর সাথে সাথেই মা বাবার পালনার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর পড়াশোনার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর গুরু দ্বারা মং বা বরদান প্রাপ্ত হচ্ছে। বাচ্চারা তোমাদের পালনা, পড়াশোনা আর শ্রীমং, বরদান দাতা কে? পরম আত্মার দ্বারা এই তিনটিই প্রাপ্ত হচ্ছে। পালনা দেখো - পরমাত্ম পালনা কত কমসংখ্যক আত্মারাই প্রাপ্ত করে। পরমাত্ম শিক্ষকের পড়া তোমরা ব্যতীত কারো ভাগ্যে নেই। সঙ্কর দ্বারা শ্রীমং, বরদান তোমরাই প্রাপ্ত করো। তো তোমরা নিজেদের ভাগ্যকে ভালোভাবে জানো? ভাগ্যকে

স্মৃতিতে রেখে দোলনায় দুলতে থাকো, গীত গাইতে থাকো - বাঃ আমার ভাগ্য!

অমৃতবেলায় যখন ঘুম থেকে ওঠো, তখন পরমাত্ম প্রেমে লভলীন হয়ে ওঠো। পরমাত্ম প্রেম উঠিয়ে দেয়। দিনচর্যার শুরুতেই হলো পরমাত্ম প্রেম। প্রেম না থাকলে উঠতে পারবে না। প্রেমই হলো তোমাদের সময়ের ঘন্টা। প্রেমের ঘন্টা তোমাদের উঠিয়ে দেয়। সারাদিন পরমাত্মার সাথে প্রত্যেক কাজ করায়। কত বড় ভাগ্য যে স্বয়ং বাবা নিজে পরমধাম ত্যাগ করে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসেন। এইরকম কখনও শুনেছো কি যে, ভগবান প্রতিদিন নিজের ধাম ছেড়ে পড়ানোর জন্য আসেন! আত্মারা যতই দূর-দূর থেকে আসুক পরম ধাম থেকে দূর আর কোনও দেশ নেই। আছে কোনও দেশ? আমেরিকা, আফ্রিকা দূর? পরমধাম হলো উঁচুর থেকেও উঁচু ধাম। উঁচুর থেকে উঁচু ধামের থেকেও উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, উঁচুর থেকেও উঁচু বাচ্চাদেরকে পড়াতে আসেন। এইরকম ভাগ্য নিজেরা অনুভব করো? সঙ্কর রূপে প্রত্যেক কাজের জন্য শ্রীমং-ও দেন এবং সাথেও থাকেন। শুধু মং দেন না, সাথেও থাকেন। তোমরা কী গান করো? আমার সাথে আছো নাকি দূরে আছো? সাথে আছো তাই না? যদি শুনতে হয় তো পরমাত্মা টিচারের থেকে শোনো, যখন কিছু খাও তো বাপদাদার সাথে খাও। যদি একা একা খাও তো সেটা তোমাদের ভুল। বাবা তো বলেন আমার সাথে খাও। বাচ্চারা তোমরাও প্রতিজ্ঞা করেছিলে - সাথে থাকবে, সাথে খাবে, সাথে পান করবে, সাথে নিয়ে শোবে আর যখন কোথাও যাবে তখন সাথে নিয়ে যাবে... ঘুমানোর সময় একা থাকবে না। একা ঘুমালে খারাপ স্বপ্ন বা খারাপ চিন্তা স্বপ্নেও আসবে। কিন্তু বাবা এতটাই তোমাদের ভালোবাসেন যে সদা বলেন আমার সাথে ঘুমাও, একা-একা ঘুমাবে না। যখন ঘুম থেকে ওঠো, তখনও আমার সাথে, যখন শুতে যাও তখনও আমার সাথে, খাওয়ার সময়ও আমার সাথে, চলার সময়ও আমার সাথে থাকো। যদি অফিসে যাও, বিজনেস করো তখনও সেই বিজনেসের তোমরা হলে ট্রাস্টী আর মালিক হলেন বাবা। অফিসে যাও তো তোমরা জানো যে আমার ডাইরেক্টর, বস হলেন বাপদাদা, আমি হলাম নিমিও মাত্র, তাঁর ডাইরেকশনে কাজ করি। কখনও উদাস হয়ে যাও তো বাবা বন্ধু হয়ে তোমার সঙ্গ দেন। ফ্রেন্ডও হয়ে যান। কখনও প্রেমের অশ্রু বইতে থাকলে, চোখের জল মুছিয়ে দিতে বাবা আসেন আর তোমাদের চোখের জল হৃদয়ের বাক্সে মুক্তোর মতো সমাহিত করে দেন। আবার কখনও কোনও কারণে বাবার উপরে রাগ করে বাবাকে অনেকে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাও তখন বাবা অভিমানী বাচ্চাদের মানাতে (রাগ ভাঙতে) আসেন। বাচ্চারা, কোনও ব্যাপার নয়, এগিয়ে চলো। যা কিছু হয়ে গেছে, পাস্ট, ভুলে যাও, অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে দাও, এইরকম ভাবে মানাতে আসেন। তো প্রতিটি দিনচর্যা কার সাথে হয়? বাপদাদার সাথে। বাপদাদার কখনও কখনও বাচ্চাদের কথা শুনে হাসিও পায়। বাচ্চারা যখন বলে যে বাবা, তুমি আমাদেরকে মনেই রাখো না, ভুলে যাও... একদিকে বলে কস্মাইন্ড, তো কস্মাইন্ড কখনও ভুলে যায় কি? যখন সাথে আছেন তখন সাথী কখনও ভুলে যায় কি? তো বাবা বলছেন শাবাস - বাচ্চাদের মধ্যে এত শক্তি আছে যে কস্মাইন্ডকেও আলাদা করে দেয়! আছে কস্মাইন্ড আর একটুখানি মায়া কস্মাইন্ডকেও আলাদা করে দেয়।

বাপদাদা বাচ্চাদের খেলা দেখে এটাই বলছেন যে বাচ্চারা, সর্বদা নিজের ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকো। হয় কি? চিন্তা করছো আমার ভাগ্য অনেক উঁচু অথচ চিন্তা স্বরূপ হয়ে যাচ্ছে, স্মৃতি স্বরূপ হচ্ছে না। চিন্তা খুবই ভালো করো আমি তো হলাম এই, আমি তো হলাম এই, আমি তো হলাম এই... শোনাও খুব ভালো। কিন্তু যখন চিন্তা করছো, যেটা চিন্তা করছো তার স্বরূপ হয়ে যাও। স্বরূপ হওয়াতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রত্যেক কথার স্বরূপ হয়ে যাও। যেটা চিন্তা করছো সেই স্বরূপও

অনুভব করো। সবথেকে বড়-র থেকেও বড় হলো অনুভবী মূর্তি হওয়া। অনাদি কালে যখন পরমধামে ছিলে তো চিন্তা স্বরূপ ছিলে না, স্মৃতি স্বরূপ ছিলে। আমি হলাম আত্মা, আমি হলাম আত্মা- এটাও চিন্তা করতে হত না, স্বরূপ হয়েই ছিলে। আদিকালেও এই সময়ের পুরুষার্থের প্রালঙ্-স্বরূপে ছিলে। চিন্তা করতে হত না যে আমি হলাম দেবতা, আমি হলাম দেবতা... দেবতা স্বরূপে স্থিত ছিলে। তো যখন অনাদিকাল, আদিকালে স্বরূপে স্থিত ছিলে তাহলে এখনও অন্তে স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও। স্বরূপে স্থিত থাকলে নিজের গুণ এবং শক্তিগুলি স্বতঃতই ইমার্জ হতে থাকে। যখন কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তি নিজের সীটে সেট থাকে তখন সেই দায়িত্বের গুণ এবং কর্তব্যগুলি অটোমেটিক ইমার্জ হয়ে থাকে। এইরকম তোমরা সর্বদা স্বরূপের সীটে সেট থাকো তাহলে প্রত্যেক গুণ, প্রত্যেক শক্তি, সবারকমের নেশা স্বতঃতই ইমার্জ থাকবে। পরিশ্রম করতে হবে না। এটাই হলো ব্রাহ্মণদের ন্যাচারাল নেচার, যার মধ্যে অন্যান্য সকল জন্মের নেচার সমাপ্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবনের ন্যাচারাল নেচার-ই হলো গুণ স্বরূপ, সর্ব শক্তি স্বরূপ আর বাকি যাকিছু পুরানো নেচার রয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণ জীবনের নেচার নয়। এমন ভাবে বলো যে আমার নেচার এইরকমই কিন্তু কে বলছে - আমার নেচার? ব্রাহ্মণ নাকি ক্ষত্রিয়? নাকি পাণ্ড জন্মের স্মৃতি স্বরূপ আত্মা বলছে? ব্রাহ্মণদের নেচার - যা ব্রহ্মা বাবার নেচার, সেটাই ব্রাহ্মণদের নেচার। তো চিন্তা করো - যে সময়ে বলছো আমার নেচার, আমার স্বভাব হলো এইরকম, তাহলে কি ব্রাহ্মণ জীবনে এইরকম শব্দ - আমার নেচার, আমার স্বভাব... হতে পারে? যদি এখনও পর্যন্ত সমাপ্ত করতে থাকছো আর পাস্টের নেচার ইমার্জ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এই সময় আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়, পুরানো সংস্কার বিনাশ করার যুদ্ধ করছি। তো তোমরা কি কখনও ব্রাহ্মণ আবার কখনও ক্ষত্রিয় হয়ে যাও? কি পরিচয় দাও? ক্ষত্রিয় কুমার নাকি? কে তোমরা? তোমরা কি ক্ষত্রিয় কুমার? ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। অন্য কোনও নামই তো নেই। কাউকে এমন বলে আহ্বান করো কি যে হে ক্ষত্রিয়কুমার এদিকে এসো? এইরকম বলে থাকো নাকি নিজের ক্ষেত্রে বলো যে আমি ব্রহ্মাকুমার নই, আমি ক্ষত্রিয় কুমার? তো ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যেটা ব্রহ্মা বাবার নেচার সেটাই ব্রাহ্মণদের নেচার। এই শব্দ এখন থেকে আর কখনোই বলবে না, ভুল করেও বলবে না, চিন্তাও করবে না যে কি করবো আমার নেচারই এইরকম! এটা হলো অজুহাত। এটা বলাই হলো নিজেকে মুক্ত করার একটা অজুহাত। নতুন জন্ম হয়েছে, নতুন জন্মে পুরানো নেচার, পুরানো স্বভাব কোথা থেকে ইমার্জ হয়? তারমানে সম্পূর্ণ ভাবে মরেনি, এখনও অর্ধ জীবিত আছে, অর্ধমৃত হয়েছে কী? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ যা ব্রহ্মা বাবার প্রতিটি কদম সেটাই হলো ব্রাহ্মণদের কদম।

তো বাপদাদা ভাগ্যও দেখছিলেন, এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, এইরকম ভাগ্যশালী আত্মাদের মুখে এইরকম কথা শোভা পায় না। এই বছর মুক্তি বর্ষ পালন করছো তাই না - কি ক্লাস করাছো? এটা হলো মুক্তি বর্ষ। তো মুক্তিবর্ষ চলছে নাকি ১৯৯৯ এ আসবে? ১৯৯৮ এর বর্ষ কি মুক্তি বর্ষ? যারা মনে করো এই বছরটাই হল মুক্তি বর্ষ, তারা হাত নাড়াও। দেখো হাত নাড়ানো খুব সহজ। আসলে হয় কি? তোমরা বায়ুমন্ডলে বসে আছো, না! খুশীতে পুলকিত হয়ে আছো, তাই বাবার কথা মতো হাত নাড়িয়ে দিছো, কিন্তু হৃদয় থেকে হাত নাড়াও, প্রতিজ্ঞা করো - যা কিছু চলে যায় যাক কিন্তু মুক্তি বর্ষের প্রতিজ্ঞা যেন না যায়। এইরকম পাক্সা প্রতিজ্ঞা আছে? দেখো, ভেবে চিন্তে হাত তোলো। এই টিভি-তে আসুক বা না আসুক, বাপদাদার কাছে তো তোমাদের এই চিত্র (ফটো) উঠে যাচ্ছে। তো এই ধরনের দুর্বল বোল এর থেকেও মুক্তি। বাণী এমন মধুর হবে, বাবার সমান হবে, সদা প্রতিটি আত্মার প্রতি শুভ ভাবনার বাণী হবে, একে বলা হয় যুক্তিযুক্ত বাণী। সাধারণ বাণীও যেন চলতে-ফিরতে না হয়। যদি কেউ হঠাৎ করে চলে আসে তো এইরকমই অনুভব করবে যে এটা বাণী নয় মুক্তো। শুভ ভাবনার বাণী হলো হিরে মুক্তোর সমান। কেননা বাপদাদা অনেকবার এই ইশারা দিয়েছেন যে সময় অনুসারে সকল খাজানা জমা করার জন্য এখন আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। যদি এই সময়ে - সময়ের খাজানা, সংকল্পের খাজানা, বাণীর খাজানা, জ্ঞান ধনের খাজানা, যোগের শক্তিগুলির খাজানা, দিব্য জীবনের সর্ব গুণের খাজানা জমা না করে থাকো তো পুনরায় এইরকম জমা করার সময় প্রাপ্ত করা সহজ হবে না। সারাদিনে নিজের এই এক একটি খাজানার অ্যাকাউন্ট চেক করো। যেরকম স্কুল ধনের অ্যাকাউন্ট চেক করো, এত জমা আছে... এইরকম প্রত্যেক খাজানার অ্যাকাউন্ট জমা করে। চেক করো। সকল খাজানা চাই। যদি পাশ উইথ অনার হতে চাও তবে প্রত্যেক খাজানার জমা খাতা এতটাই ভরপুর চাই যা ২১ জন্ম জমা হওয়া খাতার থেকে প্রালঙ্ক ভোগ করতে পারো। এখনও সময়ের টু লেট-এর ঘন্টা বাজেনি, কিন্তু শীঘ্রই বাজবে। দিন আর ডেট বলবো না। হঠাৎ করেই আউট হবে - টু লেট। তখন কি করবে? সেই সময় জমা করবে? তখন যতই চেষ্টা করো, সময় পাবে না। এইজন্য বাপদাদা অনেকবার ইশারা দিয়েছেন - জমা করো, জমা করো, জমা করো। কেননা তোমাদের এখনও টাইটেল হলো - সর্বশক্তিমান, শক্তিবান নয়, সর্বশক্তিমান। ভবিষ্যতে হলো সর্বগুণ সম্পন্ন, শুধু গুণসম্পন্ন নয়। এই খাজানা জমা করা অর্থাৎ গুণ আর শক্তি জমা করা। এক একটি খাজানা - গুণ আর শক্তির সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। যেরকম সাধারণ বাণী নয় যেন মধুর ভাষী, এটা হলো একটা গুণ। সেইরকম প্রতিটি

থাজানার কানেকশন রয়েছে ।

বাপদাদা বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসেন, সেইজন্য বারংবার ইশারা দিচ্ছেন। কেননা আজকের সভায় ভ্যারাইটি সবাই রয়েছে । ছোট বাচ্চাও আছে, টিচার্সও আছে কেননা টিচার্স-ই তো সমর্পণ হয়েছে। কুমারীরাও আছে, প্রবৃত্তি মার্গের আল্ফারাও আছে। সব ভ্যারাইটির রয়েছে । খুব ভালো। সবাইকে চান্স দিয়েছে, এটা খুবই ভালো হয়েছে। বাচ্চাদের তো অনেক সময় ধরে আবেদন ছিল। ছিল, তাই না বাচ্চারা? আমাদের মিলনের চান্স কবে প্রাপ্ত হবে? তো ভালো হয়েছে - সকল ভ্যারাইটি ফুলের তোড়া বাবার সামনে আছে। আচ্ছা।

বাপদাদার সমগ্র বিশ্বের নিমিত্ত টিচারদের প্রতি এই শুভ ভাবনা আছে যে এই বর্ষে কোনও কমপ্লেইন্ট যেন না আসে। কমপ্লেইন্টের ফাইল যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। বাপদাদার কাছেও অনেক ফাইল আছে। তো এই বছর কমপ্লেইন্টের ফাইল সমাপ্ত। সবাই ফাইন হয়ে যাও। ফাইনের থেকেও রিফাইন। পছন্দ হয়েছে? যে যেরকমই হোক, তার সাথে চলার বিধি শেখো। কেউ যদি কিছু করে, বার-বার বিঘ্ন রূপ হয়ে সামনে আসে, কিন্তু এই বিঘ্নে সময় লাগানো, এইরকম কতদিন চলবে? এরও তো সমাপ্তি সমারোহ হওয়া উচিত তাই না? তো অন্যদেরকে দেখবে না। এ এইরকম করে, আমাকে কি করতে হবে? যদি সে পাহাড় হয় তাহলে আমাকে এড়িয়ে যেতে হবে, পাহাড় সরে যাবে না। এ পরিবর্তন হলে আমি হবো - এটা হলো পাহাড় সরে গেলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো। না পাহাড় সরে যাবে আর না তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। সেইজন্য যদি সেই আল্ফার প্রতি শুভ ভাবনা থাকে, তাহলে ইশারা দাও তারপর মন-বুদ্ধি থেকে খালি করে দাও। নিজেকে ওই বিঘ্ন স্বরূপ হওয়া আল্ফার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করাবে না। যখন নম্বরের ক্রমানুসার আছে তো নম্বরের ক্রমানুসারে স্টেজও প্রাপ্ত হবে কিন্তু আমাকে নম্বর ওয়ান হতে হবে। এইরকম বিঘ্ন বা ব্যর্থ সংকল্পের রচয়িতা আল্ফাদের প্রতি নিজে পরিবর্তন হয়ে তাদের প্রতি শুভ ভাবনা দিতে থাকো। সময়ও কম লাগে আর পরিশ্রমও কম মনে হয় কিন্তু যে স্ব পরিবর্তন করতে পারে, বিজয় মালা তারই গলায় স্থান পাবে। শুভ ভাবনা দিয়ে তাদেরকে পরিবর্তন করতে পারো তো করো, নাহলে তো ইশারায় বোঝাও, নিজের রেস্পন্সিবিলিটি সমাপ্ত করে দাও আর স্ব পরিবর্তন করে সামনের দিকে উড়তে থাকো। এই বিঘ্নরূপও হলো অ্যাটাচমেন্টের সোনার সুতো। এটাও উড়তে দেবে না। এ হলো সত্যতার পর্দার আড়ালে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতো। তখন তোমরা চিন্তা করতে থাকো যে এটা তো সত্য কথা তাই না, এসব তো হয়েই থাকে তাই না, এসব তো হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কতদিন দেখবে আর কতদিন বাঁধা দিতে থাকবে? এখন তো নিজেকে এই সূক্ষ্ম সুতোর থেকে মুক্ত করো। মুক্তি বর্ষ পালন করো। এইজন্য বাচ্চাদের যাকিছু আশা আছে, উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে, এইসবকিছুই বাবা ফাংশন করে পূর্ণ করছেন। কিন্তু এই বর্ষের অন্তিম ফাংশন হলো মুক্তি বর্ষের ফাংশন। ফাংশানে দাদীদেরকে সওগাত-ও (উপহার) দিয়ে থাকো। তো বাপদাদাকে এই মুক্ত বর্ষের ফাংশানে নিজের সম্পূর্ণতার গিফ্ট দেবে। আচ্ছা।

বরদান:- সম্বন্ধ সম্পর্কে সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের দ্বারা মালার দানাতে আসা সন্তুষ্টমণী ভব
সঙ্গম যুগ হলো সন্তুষ্টতার যুগ। যে নিজের কাছেও সন্তুষ্ট আর সম্পর্ক সম্বন্ধেও সদা সন্তুষ্ট থাকে সে-ই মালার দানাতে আসে । কেননা মালা সম্বন্ধের দ্বারাই তৈরী হয়। যদি মুক্তোর সাথে মুক্তোর সম্পর্ক না থাকে, তবে মালা তৈরী হবে না। সেইজন্য সন্তুষ্টমণী হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকো আর সকলকে সন্তুষ্ট করো। পরিবারের অর্থই হলো সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা। কোনও প্রকারের বিবাদ যেন না হয়।

স্নোগান:- বিঘ্নের কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো বিঘ্ন-বিনাশক হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid

1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হলো 'দি বেস্ট', একেই সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়, এই পড়াতে যদি পাস করতে হয় তাহলে টিচারের মত-এ চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - বাবা এই ড্রামার রহস্য জেনেও বাচ্চাদের দিয়ে কোন্ ধরনের পুরুষার্থ করান?

*উত্তরঃ - বাবা জানেন যে নম্বর অনুসারে সব বাচ্চারা সতোপ্রধান হবে কিন্তু তিনি বাচ্চাদের দিয়ে এই পুরুষার্থ করান বাচ্চারা যেন এমন পুরুষার্থ করে যাতে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। শাস্তির থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো। চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে যদি স্মরণে থাকো তাহলে অনেক খুশীতে থাকবে। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন জানে যে, শিববাবা আমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখাচ্ছেন। আমাদের যোগ কেমন, এ তো বাচ্চারাই জানে। আমরা যারা পবিত্র ছিলাম, তারাই এখন অপবিত্র হয়েছি কেননা ৮৪ জন্মের হিসেব তো চাই। এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র। এ কথাও তারাই জানবে যারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে। বাচ্চারা, তোমরা এ কথা বাবার কাছ থেকে জেনেছো। কোটির মধ্যে কয়েকজনই এ কথা মানবে। বাবা শিক্ষাও কতো ক্লিয়ার ভাবে দেন। বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই কথা মানবে। সবাই একরস ভাবে তো মানবে না। টিচারের পড়াকে সবাই একরস ভাবে মানবে না বা পড়বে না। নম্বর অনুসারে কেউ ২০ মার্কস পায়, কেউ আবার অনেক মার্কস পায়। কেউ আবার ফেলও করে যায়। ফেল কেন করে? কেননা তারা টিচারের মত এ চলে না। ওখানে অনেক মত থাকে। এখানে একই মত পাওয়া যায়। এ হলো ওয়ান্ডারফুল মত। বাচ্চারা জানে যে, অবশ্যই আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি। বাবা বলেন - আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি... এ'কথা কে বলছেন? শিববাবা বলছেন। তিনি বলছেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, যাঁকে ভাগীরথ বলা হয়, ইনিও নিজের জন্মকে জানতেন না। বাচ্চারা, তোমরাও জানতে না। আমি তোমাদের এখন বোঝাচ্ছি। তোমরা এত জন্ম সতোপ্রধান ছিলে তারপর সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে এসে নীচে নেমে এসেছো। এখন তোমরা এখানে পড়ার জন্য এসেছো। এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন হলো উপার্জন, সোর্স অফ ইনকাম। এই পড়া হলো "দি বেস্ট।" ওই পড়াতে বলবে আই.সি.এস দি বেস্ট। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ দেবতা ছিলে, এখন তোমাদের কোনো গুণ নেই। গেয়েও থাকে - নিগুণ হারে... আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। সবাই এমন কথাই বলতে থাকে। তারা মনে করে ভগবান সর্বত্র বিরাজমান। দেবতাদের মধ্যেও ভগবান আছেন, এই কারণে দেবতাদের সামনে বসে বলতে থাকে, আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই.... কেবল তুমিই দয়া করতে পারো। এমনও গাওয়া হয় যে, বাবা ব্লিসফুল, দয়ালু, আমাদের উপরে দয়া করেন। মানুষ বলে - হে ঈশ্বর, কৃপা করো। তারা বাবাকে ডাকে, এখন সেই বাবা তোমাদের সামনে এসেছেন। এমন বাবাকে যে জানে তার কতো খুশী হওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা, যিনি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমাদের আবার সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্ব প্রদান করেন, তাই কতো অপার খুশীতে থাকা উচিত।

তোমরা জানো যে, এই শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছে। তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। অর্ধেক কল্প রাবণের মত চলে এসেছে। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, এখন তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো রাবণ রাজ্য। যখন এই রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে তখনই রামরাজ্য স্থাপন হবে। বাবা বলেন, তোমরা আমার নিন্দা করে এসেছো। বাবার নামের কীর্তন করার পরিবর্তে নিন্দা করে চলেছে। বাবা বলেন, তোমরা আমার কতো অপকার করেছো। ড্রামাতে এমনই বানানো রয়েছে। এখন তোমাদের বোঝানো হয় যে, এইসব বিষয় থেকে মুক্ত হও। এক বাবাকে স্মরণ করো। এমন বলাও হয়ে থাকে, সংসঙ্গ ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করে। তাহলে ডুবিয়েছিল কে? তোমাদের সাগরে ডুবিয়েছে কে? বাচ্চাদেরকেই তো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে, তাই না। তোমরা জানো যে, আমিই হলাম বাগানের মালী, কান্ডারী। অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ অসীম জগতের বাবার অনেক নিন্দা করেছে। তা সত্ত্বেও অসীম জগতের বাবা তাদের অপার সুখ প্রদান করেন। অপকারকারীরও তিনি উপকার করেন। ওরা বুঝতে পারে না যে আমরা অপকার করছি। ওরা খুব আনন্দের সাথে বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। এখন, এমন তো হতেই পারে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এও তোমরা জানো যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এও তোমরা জানো যে, যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন আর কোনো রাজ্য ছিল না। ভারত তখন সতোপ্রধান ছিল। এখন ভারত তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা আসেন এই

দুনিয়াকে সতাপ্রধান করতে। এও বাচ্চারা তোমরাই জানো। সমগ্র দুনিয়া যদি জানতে পারে তবে এখানে কিভাবে সবাই আসবে পড়ার জন্য। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অপার খুশী হওয়া উচিত। খুশীর মতো পুষ্টিকর খাবার নেই। সত্যযুগে তোমরা খুব খুশীতে থাকো। দেবতাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি খুব সূক্ষ্ম হয়। তারা খুব খুশীতে থাকে। এখন তোমরা খুশী পেয়েছো। তোমরা জানো যে, আমরা সতাপ্রধান ছিলাম। বাবা এখন আবার আমাদের এমন ফার্স্টক্লাস যুক্তি বলে দিচ্ছেন। গীতাতেও প্রথম শব্দটি রয়েছে - "মনমনাভব"। এটাই তো গীতা এপিসোড, তাই না। গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। সেটা হলো ভক্তিমার্গ। বাবাও এই নলেজ বুঝিয়ে বলেন। এতে বাকবিত্তদার কোনো ব্যাপারই নেই। কেবল তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হতে হবে। এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। কলিযুগে দেখা মানুষের অবস্থা কেমন হয়ে গেছে। এখানে অনেক মানুষ হয়ে গেছে। সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা আর একটিই সন্তান হয়। সেখানে একটিই রাজত্ব চলে। এই ড্রামা বানানো আছে। তাহলে এক হলো সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আর দ্বিতীয় হলো যোগ। জ্ঞানের ধুরিয়া (একে অপরকে রঙ লাগানো) আর হোলি (অগ্নি পূজা)। মুখ্য বিষয় বাবা বলেন - এইসময় সকলেরই তমোপ্রধান জরাজীর্ণ অবস্থা, বিনাশ সামনে উপস্থিত। বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে ডেকেছিলে - তোমাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য। তোমরা পতিত হয়ে গেছো। আমাকেই পতিত - পাবন বলা হয়। তোমরা এখন আমার সাথে যোগযুক্ত হও, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে সবকিছুই সঠিক বলে দেবো। বাকি জন্ম - জন্মান্তর তোমরা ভুল হয়ে এসেছো। তাই সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছো।

বাবা বাচ্চাদের বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কে বানালো এমন? পাঁচ বিকার। মানুষ তো এতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে মাথাই খারাপ করে দেয়। শাস্ত্রার্থ যদি করে তাহলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। একে অপরকে লাঠির আঘাতও করে। এখানে তো বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান, এতে শাস্ত্র কি করবে? পবিত্র তো হতেই হবে, তাই না। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসতে হবে। সতাপ্রধানও অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। তোমরা আত্মারা যদি তমোপ্রধান হয়ে থাকো, তাহলে শরীরও তোমরা তমোপ্রধান পাবে। সোনা যত ক্যারেটের হবে গয়নাও তেমনই হবে। খাদ তো দেওয়া হয়, তাই না। তোমাদের এখন ২৪ ক্যারেট সোনা হতে হবে। দেহী - অভিমানী ভব। দেহ - অভিমানে আসার কারণে তোমরা ছিঃ - ছিঃ হয়ে গেছো। কোনো খুশী নেই। রোগ ব্যাধি ইত্যাদি সবকিছুই আছে। এখন আমিই তো পতিত পাবন। আমাকে তোমরা ডেকেছো। আমি কোনো সাধু সন্ত আদি নই। কেউ আসে আর বলে - গুরুজীর দর্শন করবো। বলো, গুরুজী তো নেই আর দর্শন করাতেও কোনো লাভ নেই। বাবা তো সমস্ত কথাই সহজে বুঝিয়ে বলেন। যত স্মরণ করবে, ততই তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হতে থাকবে। তারপর দেবতা হয়ে যাবে। তোমরা এখানে আবারও সতাপ্রধান দেবতা হতে এসেছো। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জং দূর হয়ে যাবে। তোমরা সতাপ্রধান হয়ে যাবে। পুরুষার্থেই তো হবে, তাই না। তোমরা উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। স্নান করতে করতে কি তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? নিজেকে আত্মা মনে করে যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জং দূর হয়ে যাবে আর তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। আমি তোমাদের কতো ধন দিয়ে থাকি। তোমরা এখানে এসেছো বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য। ওখানে তোমরা সোনার মহল তৈরী করবে। তোমাদের কতো হীরে - জহরত থাকবে। ভক্তিতে যে মন্দির বানানো হয় সেখানে কতো হীরে জহরত থাকে। অনেক রাজারাই মন্দির নির্মাণ করে। এতো হীরে, সোনা কোথা থেকে আসে? এখন তো তা আর নেই। এই ড্রামাও তোমরাই জানো যে, কিভাবে চক্র ঘুরতে থাকে। যারা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছে, একমাত্র তাদের বুদ্ধিতেই এই কথা ঢুকবে। নম্বরের ক্রমানুসারেই তারা বুদ্ধিতে পারবে। এখানে বুদ্ধিতে পারা যায়, কারা খুব সেবা করে, খুব খুশীতে থাকে, যোগে থাকে। এই অবস্থা শেষের দিকে হবে। যোগই অত্যন্ত জরুরী। তোমাদের সতাপ্রধান হতে হবে। বাবা যখন এসেছেন তখন তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। তোমরা এও বলো যে, বাবা তো আমার সাথেই আছেন। আমি শুনছি। তোমাদের যখন শোনান, আমিও শুনতে থাকি। কাউকে তো শোনাবেন, তাই না। জ্ঞান অমৃতের কলস তোমরা মায়েরা পাও। মায়েরা সবাইকে তা ভাগ করে দেন। তারা অনেক সেবাও করে। তোমরা সকলেই হলে সীতা। রাম হলেন একজন। তোমরা সবাই ব্রাইডস (বধূ), আমি হলাম ব্রাইডগ্রুম (বর)। আমি তোমাদের শূঙ্গার করিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। গায়নও আছে যে উঁনি আমাদের বাবারও বাবা, পতিরও পতি। একদিকে মানুষ মহিমা করে অন্যদিকে আবার নিন্দাও করে। শিববাবার মহিমা আলাদা আবার কৃষ্ণের মহিমা আলাদা। সবার স্থান আলাদা - আলাদা। এখানে সবাইকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। এ হলো অন্ধকার নগর...., এখন তোমরা অবশ্য বাবার হয়েছে। তোমরা হলে শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী। তোমাদের সকলেরই অধিকার রয়েছে, এই বাবার কাছে তো সম্পত্তি নেই। সম্পত্তি পাওয়া যায় পার্থিব আর অসীম জগতের বাবার থেকে। তৃতীয় আর কেউই নেই যার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) বলেন, আমিও এঁনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি।

পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে। সত্যযুগে কেউই স্মরণ করবে না। সত্যযুগে থাকে একজন বাবা আর রাবণ রাজ্যে থাকে দুইজন বাবা। সঙ্গম যুগে থাকে তিনজন বাবা - লৌকিক, পারলৌকিক আর তৃতীয় হল এই ওয়ান্ডারফুল অলৌকিক বাবা। এনার দ্বারাই বাবা আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ইনিও ওঁনার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পান। ব্রহ্মাকে অ্যাডমও বলা হয়। গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। শিবকে তো বাবা-ই বলা হবে। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ ব্রহ্মার থেকে শুরু হয়, তাই তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এই জ্ঞান তো খুবই সহজ। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো। তোমাদের বোঝানোর জন্য চিত্রও আছে। এখন এতে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করার দরকারই নেই। ঋষি - মুনিদের জিজ্ঞেস করলে তারাও নেতি নেতি (এটাও না ওটাও না) বলে দেয়। এখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তাই এমন বাবাকে কতো ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত।

এখন ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা, তোমরা উপরে উঠছো। কল্পে কল্পে নশ্বরের ক্রমানুসারে কেউ সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়। এমনই পদ ওখানে পাওয়া যায়, তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো তাহলে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। তিনি অবশ্যই পুরুষার্থ করান। যদিও তিনি জানেন, তারাই হতে পারবে যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল, তবুও অবশ্যই তিনি পুরুষার্থ করান। যারা বাবার কাছাকাছি থাকে তারাই পূজাও খুব ভালোভাবে করে থাকে। প্রথমদিকে তোমরা আমারই পূজা করো। তারপর অন্য দেবতাদের পূজা করা শুরু করো। এখন তোমাদের দেবতা হতে হবে। তোমরা যোগবলের দ্বারা তোমাদের রাজ্য স্থাপন করছো। যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছে। বাহুবলে কেউই বিশ্বের বাদশাহী নিতে পারে না। ওরা ভাই - ভাইকে নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করিয়ে দেয়। কতো বারুদ তৈরী করে। ধারে একে অপরকে দিতে থাকে। বারুদ হলো বিনাশের জন্য কিন্তু এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না, কেননা তারা মনে করে এই কল্প হলো লক্ষ বছরের। মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। বিনাশ হয়ে যাবে আর সকলে কুস্কন্ধের নিদ্রায় নিদ্রিত থাকবে। কেউই জাগবে না। তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছো। বাবা হলেনই জাগ্রত জ্যোতি, নলেজফুল। বাচ্চারা, তোমাদের তিনি নিজের সমান বানাচ্ছেন। ওটা হলো ভক্তি আর এ হলো জ্ঞান। এই জ্ঞানে তোমরা সুখী হও। তোমাদের মনে হওয়া উচিত, আমরা আবার সতোপ্রধান হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একেই বলা হয় অসীম জগতের সল্যাস। এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়ে যাবে। এতে ন্যাচারাল ক্যালামেটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) অনেক সাহায্য করবে। সেই সময় তোমরা ঠিকমতো খাবারও পাবে না। আমরা আমাদের খুশীর খাবারেই খুশী থাকবো। তোমরা জানো যে, এইসবই শেষ হয়ে যাবে। এতে মন খারাপের কোনো কথাই নেই। বাচ্চারা, আমি তোমাদের সতোপ্রধান বানাতেই আসি। প্রত্যেক কল্পে আমারই হলো এই কাজ। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বয়ং ভগবান আমাদের উপরে দয়া করেছেন, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নেশায় থাকতে হবে। পড়াশুনা হলো সোর্স অফ ইনকাম তাই মিস্ করবে না।

২) অপার খুশীর অনুভব করতে হবে আর করাতে হবে। চলতে - ফিরতে দেহী - অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে থেকে আত্মাকে অবশ্যই সতোপ্রধান করতে হবে।

বরদানঃ:- সময় অনুসারে প্র্যাক্টিক্যাল স্বরূপে প্রতিটি শক্তির অনুভবকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মাস্টারের অর্থ হলো যে শক্তিকে যে সময়ে আহ্বান করবে, সেই শক্তি সেই সময়ে প্র্যাক্টিক্যাল স্বরূপে অনুভব হবে। অর্ডার করলে আর হাজির হয়ে গেলো। এমনও নয় যে অর্ডার করবে সহ্যশক্তিকে আর এসে গেলো মোকাবিলা করার শক্তি, তাহলে তাকে মাস্টার বলা হবে না। তো ট্রায়াল করো যে, যে সময়ে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই সময়ে সেই শক্তি কাজে আসে? এক সেকেন্ড-ও দেরী হলে জয়ের পরিবর্তে পরাজয় হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- বুদ্ধিতে যত যত ঈশ্বরীয় নেশা থাকবে, কর্মে ততই নম্রতা আসবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের হার এবং জয়ের হিস্ট্রিকে স্মরণ করো, এটা সুখ আর দুঃখের খেলা, এখানে ৪ ভাগের ৩ ভাগ সুখ, আর ৪ ভাগের ১ ভাগ দুঃখ, ইকুয়াল (সমান) নয়।

*প্রশ্নঃ - এই অসীম জাগতিক ড্রামা ওয়ান্ডারফুল - কিভাবে?

*উত্তরঃ - এই অসীম জাগতিক ড্রামা এতো ওয়ান্ডারফুল যে প্রতি সেকেন্ডে সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে যা হয়ে চলেছে, সেটা আবারও হুবহু রিপিট হবে। এই ড্রামা উকুনের মত, টিকটিক করে চলতেই থাকে। এক টিক এর সাথে অন্য টিক মিলবে না, সেইজন্যই এই ড্রামা বড়ই ওয়ান্ডারফুল। যে কোনো মানুষেরই ভালো বা মন্দ যে পার্টই চলে সে সবই নির্ধারিত হয়ে আছে। এই বিষয় গুলিকেও তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। কেননা এখন আত্ম-অভিমানী হয়েছো তোমরা। আত্মা নিজের পরিচয় দিয়ে বলে আমরা আত্মা। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। এখন সমস্ত আত্মাদের ঘরে ফেরার প্রোগ্রাম চলছে। এই ঘরে ফিরে যাওয়ার প্রোগ্রামের কথা কে বলেন? নিশ্চয়ই বাবা বলবেন। হে আত্মারা, এখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত অ্যাক্টস এসে গেছে। অল্প কিছু আত্মারা আছে, এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। এরপর আবারও পার্ট রিপিট করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা প্রকৃতপক্ষেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, প্রথমে সত্যযুগে এসেছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন পরের রাজ্যে এসে পড়েছো। এটা শুধুই তোমাদের আত্মা জানে আর কেউ জানে না। তোমরা হলে এক বাবার বাচ্চা। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন – বাচ্চারা, তোমরা এখন পরের রাবণ রাজ্যে এসে পড়েছো। নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে বসে আছো। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে, যা ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প তোমরা রাজত্ব করেছো কেননা সিঁড়ি নিচে অবশ্যই নামতে থাকে (অবতরণের কলা শুরু হয়ে যায়)। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা তারপর দ্বাপর – কলিযুগে আসতেই হবে – এটা ভুলে যেও না। নিজেদের হার এবং জিতের যে হিস্ট্রি তাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা জানে যে আমরা সত্যযুগে সত্যপ্রধান, সুখধামের বাসিন্দা ছিলাম। এরপর পুনর্জন্ম নিতে-নিতে দুঃখধামের জড়াজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। এখন তোমরা আত্মারা বাবার কাছ থেকে শ্রীমৎ পেয়ে থাকো, কেননা আত্মা-পরমাত্মা বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল..... তোমরা বাচ্চারা বহুকাল ধরে আলাদা ছিলে। প্রথমে তো তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখের পার্ট প্লে করেছ। তারপর তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তোমরা এরপর দুঃখের পার্ট প্লে করতে এসে গেছো। এখন বাচ্চারা তোমাদের আবারও সুখ-শান্তির রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে। আত্মারা বলে বিশ্বে শান্তি আসুক। এই সময় তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বিশ্বে অশান্তি। এটাও শান্তি আর অশান্তি, দুঃখ আর সুখের খেলা। তোমরা জানো ৫ হাজার বছর আগে বিশ্বে শান্তি ছিল। মূললোক তো হলোই শান্তিধাম। যেখানে আত্মারা থাকে সেখানে তো অশান্তির কোনো প্রশ্নই নেই। সত্যযুগে বিশ্বে শান্তি ছিল তারপর নিচে নামতে-নামতে অশান্ত হয়ে গেছে। সবাই এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি চায়। ব্রহ্ম মহাত্মকে বিশ্ব বলা যায় না। তাকে ব্রহ্মান্দ বলা হয়, যেখানে তোমরা আত্মারা নিবাস করো। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। যখন শরীর থেকে আত্মা আলাদা হয় তখন সে শান্ত হয়ে যায়, তারপর অন্য শরীর ধারণ করে শব্দে আসে। এখন তোমরা বাচ্চারা এখানে কেন এসেছো? বাচ্চারা বলে – বাবা, নিজের শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে চলো। শান্তি অথবা মুক্তিধামে সুখ-দুঃখের পার্ট নেই। সত্যযুগ হলো সুখধাম, কলিযুগ দুঃখধাম। কিভাবে নিচে নেমে আসো? সেটাও সিঁড়িতে দেখানো হয়েছে। তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকো তারপর একবারই উপরে ওঠো (উত্তরণ)। পবিত্র হয়ে উপরে ওঠো আর পতিত হয়ে নিচে নামতে থাকো। পবিত্র হওয়া ছাড়া উপরে উঠতে পারবে না, সেইজন্যই আহ্বান করে বলে – বাবা, এসে আমাদের পবিত্র করো।

তোমরা প্রথমে পবিত্র শান্তিধামে গিয়ে তারপর সুখধামে আসবে। প্রথমে থাকে সুখ, পরে আসে দুঃখ। সুখের মার্জিন থাকে বেশি। ইকুয়াল হলে তবে তো কোনো লাভই নেই। সবটাই অকেজো হয়ে গেল। বাবা বোঝান এই যে ড্রামা তৈরি হয়ে আছে এতে ৩/৪ ভাগ সুখ, বাকি ১/৪ ভাগ কিছু না কিছু দুঃখ আছে, সেইজন্যই একে সুখ-দুঃখের খেলা বলা হয়। বাবা জানেন যে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ-ই জানতে পারে না। আমিই তোমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছি আর সৃষ্টির আদি- মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিয়েছি। তোমাদের নাস্তিক থেকে আস্তিক করে তুলেছি। তিন লোক সম্পর্কেও তোমরা জানো। ভারতবাসী তো কল্পের আয়ুও জানে না। তোমরা এখন জানো বাবা আমাদের পুনরায় এসে পড়াচ্ছেন। বাবা গুপ্ত বেশে পরের দেশে এসেছেন। বাবাও হলেন গুপ্ত। মানুষ নিজের দেহকে জানে, আত্মাকে জানে না।

আত্মা হলো অবিনাশী, দেহ বিনাশী। আত্মা আর আত্মার পিতাকে তোমাদের কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে চলেছি। উত্তরাধিকার তখনই পাবো যখন পবিত্র হবো। এই রাবণ রাজ্যে তোমরা পতিত হয়ে গেছো সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করো। বাবা হলেন দু'জন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকল আত্মাদের একজনই পিতা। এমন নয় যে, ব্রাদাররাই সব বাবা। যখন-যখন ভারতে ধর্মের অতি গ্লানি হয়, যখন সমস্ত ধর্মের যিনি পারলৌকিক পিতা, তাঁকে ভুলে যায়, তখনই বাবা আসেন। এটাও খেলা। যা কিছু খেলা হয় সেটাই রিপিট হতে থাকে। তোমরা আত্মারা কতবার পার্ট প্লে করার জন্য এসেছো আর চলে গেছো, এই নাটক উকুনোর মত ধীরে-ধীরে চলতে থাকে। কখনোই বন্ধ হয়না। টিক - টিক হতেই থাকে কিন্তু এক টিক মিলবে না দ্বিতীয় টিক এর সাথে। কত ওয়ান্ডারফুল এই নাটক। সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যা কিছু সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে হয়ে চলেছে সেটাই আবারও রিপিট হবে। প্রত্যেক ধর্মের মুখ্য পার্টধারীদের কথা বলা হয়েছে। তারা সবাই নিজের - নিজের ধর্মের স্থাপনা করে। রাজধানী স্থাপন করে না। এক পরমপিতা পরমাত্মাই ধর্ম স্থাপনা করেন এবং রাজধানী বা ডিনামেস্টিও স্থাপন করেন। ওরা তো ধর্ম স্থাপনা করে এবং ওদের পিছনে সবাইকে আসতে হয়। সবাইকে ফিরিয়ে কে নিয়ে যান? বাবা। কেউ তো আছে খুব অল্প পার্ট প্লে করেছে তারপরেই শেষ হয়ে গেছে। পোকামাকড়, জীবাণুর মতো, আবির্ভাব হয়ে মরে গেলো। ড্রামাতে এর কোনো গুরুত্ব নেই। অ্যাটেনশন তাহলে কোন দিকে যাবে? ক্রিয়েটোরের দিকে যাবে, যাঁকে সবাই বলে ও গডফাদার! হে পরমপিতা! তিনি সকল আত্মাদের পিতা। প্রথমে ছিল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। কত বিশাল এই অসীম জাগতিক বৃক্ষ। কত মত মতান্তর, কত ভ্যারাইটি জিনিস বেরিয়েছে। গণনা করাও কঠিন হয়ে যায়। ফাউন্ডেশন নেই (তার কোনো ভিত্তিই নেই)। বাকি সব উপস্থিত রয়েছে। বাবা বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তখনই আসি যখন অনেক ধর্ম হয়, এক ধর্ম নেই। ফাউন্ডেশন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র চিত্র আছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা একটাই ধর্ম ছিল। বাকি সব ধর্ম পরে আসে। ত্রেতায় অনেক আছে যারা স্বর্গে আসে না।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়া স্বর্গে যাওয়ার জন্য। বাবা বলেন স্বর্গে তোমরা তখনই আসবে যখন আমাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে এবং দৈবীগুণ ধারণ করবে। বাকি কল্প বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা তো অনেক আছে। বাচ্চারা বৃক্ষ সম্পর্কেও জেনেছে যে আমরাই আদি সনাতন দেবী-দেবতারা স্বর্গে ছিলাম। এখন স্বর্গ নেই। এখন নরক হয়ে গেছে। এইজন্যই বাবা প্রশ্নাবলি তৈরি করেছিলেন যে নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা সত্যযুগী স্বর্গবাসী না কি কলিযুগের নরকবাসী? সত্যযুগ থেকে নিচে কলিযুগে নামছো? এরপর উপরে কিভাবে যাবে? বাবা শিক্ষা প্রদান করেন। তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হবে? নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ কেটে যাবে। কল্প পূর্বেও তোমাদের জ্ঞান প্রদান করে দেবতা করে তুলেছিলাম, এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো। কেউ তো নিশ্চয়ই আছেন যিনি সতোপ্রধান করে তুলবেন। পতিত-পাবন কোনো মনুষ্য হতে পারে না। হে পতিত-পাবন, হে ভগবান যখন বলে বুদ্ধি তখন উপরে যায়। তিনি হলেন নিরাকার। বাকি সবাই পার্টধারী। সবাই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। আমি পুনর্জন্ম রহিত। এই ড্রামা তৈরি হয়েছে আছে, এর সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। তোমরাও জানতে না। এখন তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা যায়। তোমরা স্ব আত্মার ধর্মে স্থিত হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবা বোঝান এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে, সেইজন্যই তোমাদের নাম হলো স্বদর্শন চক্রধারী আর কারো মধ্যে এই জ্ঞান নেই। সুতরাং তোমাদের খুব খুশি হওয়া উচিত। বাবা আমাদের টিচার। খুব মিষ্টি এই বাবা। বাবার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই। তোমরা পারলৌকিক বাবার বাচ্চারা পরলোকের নিবাসী আত্মা। বাবাও পরমধামে থাকেন। যেমন লৌকিক পিতা বাচ্চার জন্ম দিয়ে পালন করে শেষে সবকিছু দিয়ে যায় কেননা বাচ্চা সেইসবের উত্তরাধিকারী, এটাই নিয়ম। তোমরা যারা অসীম জগতের বাবার বাচ্চা হও, বাবা বলেন এখন তোমাদের আবার বাণীর ঊর্ধ্বে ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওখানে হলো সাইলেন্স তারপর মুক্তি, এরপর টকি (আওয়াজে আসা/সাকার লোক)। বাচ্চারা সূক্ষ্মলোকে যায়, সাক্ষাৎকার হয়। আত্মা বেরিয়ে যায় না। ড্রামাতে যা কিছু নির্ধারিত হয়ে আছে সেটাই সেকেন্ডে-সেকেন্ডে রিপিট হতে থাকে। এক সেকেন্ডও মেলে না পরের সেকেন্ডের সাথে। মানুষের পার্ট যেমন চলছে, ভালো বা মন্দ সব নির্ধারিত হয়ে আছে। সত্যযুগে ভালো, কলিযুগে খারাপ পার্ট প্লে করে। কলিযুগে মানুষ দুঃখী হয়। রাম রাজ্যে ছিঃছিঃ কোনো বিষয় নেই। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য একত্রে হতে পারে না। ড্রামাকে না জানার কারণে বলে থাকে সুখ-দুঃখ পরমাত্মা দিয়ে থাকেন। যেমন শিববাবাকে কেউ জানে না, তেমনি রাবণ সম্পর্কেও কারো জানা নেই। প্রতি বছর শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয়, তেমনি রাবণ দহনও প্রতি বছর করা হয়। এখন অসীম জগতের পিতা নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমি বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন খুব মিষ্টি। বাবা খোড়াই বসে নিজের মহিমা করবেন, যারা সুখ অনুভব করে তারাই মহিমা করে।

তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর। এরপর সত্যযুগে তোমরা প্রেমময় এবং মধুর হয়ে ওঠো। কেউ যদি বলে ওখানেও বিকার আদি আছে, তাকে বলো ওখানে রাবণ রাজ্য নেই। রাবণ রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয়। কত ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীকে আর কেউ-ই জানে না। এই সময়েই তিনি তোমাদের বুঝিয়ে থাকেন। তারপর তোমরা দেবতা হয়ে যাও। দেবতাদের থেকে উচ্চ আর কেউ নেই, সেইজন্যই ওখানে গুরু করার দরকার পড়ে না। এখানে তো অসংখ্য গুরু। সদ্ধুরু হলেন একজনই। শিখ ধর্মাবলম্বীরাও বলে সদ্ধুরু অকাল। সদ্ধুরুই হলেন অকালমূর্তি। তিনি হলেন কালেরও কাল মহাকাল। ঐ কাল তো একজনকে নিয়ে যায়। বাবা বলেন আমি তো সবাইকেই নিয়ে যাই। পবিত্র করে প্রথমে সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাই। যদি আমার হয়েও তারপর মায়ার বশীভূত হয়ে যায়, তাহলে বলা হয় যে গুরুর নিন্দুক কোথাও ঠাই পায় না। তারা স্বর্গের সম্পূর্ণ সুখ পাবে না, প্রজাতে চলে যাবে। বাবা বলেন আমার নিন্দা করিও না। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই সুতরাং দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের সুখধামের মালিক করে তুলতে। বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, মানুষ হলো দুঃখ দেওয়ার সাগর। কাম কাটারি চালিয়ে একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। ওখানে এসব কিছুই হয়না। ওখানে হলো রাম রাজ্য। যোগবলের দ্বারা ওখানে বাচ্চা জন্ম নেয়। এই যোগবলের দ্বারাই তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোলা। তোমরা উত্তরাধিকারী কিন্তু আননোন (অপরিচিত)। তোমরা অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করো এরপর ভক্তি মার্গে তোমাদের অর্থাৎ দেবীদের কত মন্দির নির্মাণ করা হয়। বলাও হয় অমৃতের কলস মাতাদের মস্তকে রাখা হয়েছে। গো মাতাও বলে থাকে, এ হলো জ্ঞান। জলের কোনো কথা নেই। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। ওরা এরপর তোমাদের কপি করে নিজেরা গুরু হয়ে বসে গেছে। এখন তোমরা সত্যের নৌকাতে বসে আছো। গানও গায় আমার নৌকা পারে নিয়ে যাও। এখন মাঝি পেয়ে গেছো পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বেষ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে যান তিনি। ওঁনাকে বাগানের মালীও বলা হয়, কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান করে তোলেন। সেখানে শুধুই সুখ আর সুখ। এখানে আছে দুঃখ। বাবা যে পঁচা ছাপানোর জন্য বলেছেন তাতে লেখা আছে – নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো যে স্বর্গবাসী নাকি নরকবাসী? অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারো। সবাই বলে ব্রষ্ট আচার রয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো সময় শ্রেষ্ঠাচারীও ছিল! তারা দেবতা ছিলেন, এখন নেই। যখন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় তখনই ভগবানকে আসতে হয়, এক ধর্ম স্থাপনা করার জন্য। মোটকথা তোমরা নিজেদের জন্য স্বর্গ স্থাপনা করছো শ্রীমত অনুসারে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান ভালোবাসার সাগর হতে হবে। দুঃখের সাগর নয়। বাবার নিন্দা হবে এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয়। খুব মধুর আর প্রিয় হতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে তারপর অন্যদেরও পবিত্র করে তুলতে হবে। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান তৈরি করার সেবা করতে হবে। সবসময় খুশিতে থাকতে হবে যে আমাদের মিষ্টি বাবা, পিতা এবং টিচারও। ওঁনার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই।

বরদানঃ:- পরমাত্ম স্নেহ প্রাপ্তকারী এখনকার তথা ভবিষ্যতের রাজার দুলাল ভব সঙ্গম যুগে তোমরা ভাগ্যবান বাচ্চারাই দিলারামের স্নেহের পাত্র। এই পরমাত্ম স্নেহ কোটির মধ্যে কোনও কোনো আত্মাদেরই প্রাপ্ত হয়। এই দিব্য স্নেহের দ্বারা তোমরা রাজার দুলাল হয়ে যাও। রাজার দুলাল অর্থাৎ এখনও রাজা এবং ভবিষ্যতেও রাজা। ভবিষ্যতের আগেই এখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে গেছো। যেমন ভবিষ্যতে রাজ্যের মহিমা হবে এক রাজ্য, এক ধর্ম তেমনই এখন সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের প্রতি আত্মার একচ্ছত্র রাজ্য।

স্লোগানঃ:- নিজের চেহারার দ্বারা বাবার চরিত্র প্রদর্শন কারীই পরমাত্ম স্নেহী হয়।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - আত্ম-অভিমান বিশ্বের মালিক বানায়, আর দেহ-অভিমান কাঙাল বানিয়ে দেয়। তাই আত্ম-অভিমानी হও”

*প্রশ্নঃ - কোন্ অভ্যাস অশরীরী হওয়ার জন্য খুব সাহায্য করে?

*উত্তরঃ - নিজেকে সর্বদা অ্যাক্টর মনে করো। অ্যাক্টর যেমন অভিনয় করা হয়ে গেলেই তার ড্রেস খুলে ফেলে, তোমাদেরকেও সেইরকম অভ্যাস করতে হবে। কর্ম করা হয়ে গেলেই পুরাতন বস্ত্র (শরীর) ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যাও। আত্মারা সকলে ভাই-ভাই। এইরকম অভ্যাস করতে থাকো। এটাই হলো পবিত্র হওয়ার সহজ উপায়। শরীরকে দেখলেই ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে। তাই অশরীরী হয়ে যাও।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন কারণ তারা অবুঝ হয়ে গেছে । ৫ হাজার বছর আগেও বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং দিব্য কর্ম শিখিয়েছিলেন। তোমরা দেবী দেবতা ধর্মে এসেছিলে এবং ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পুনর্জন্ম নিতে নিতে কলা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে আর এখন তোমরা বাস্তবিকই কলাহীন হয়ে গেছো। এটা তো আসলে তমোপ্রধান রাবণ-রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যটাই আগে সতোপ্রধান ছিল। পরে ক্রমশঃ সতঃ, রজঃ এবং তমঃ অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। এখন তো একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এবার এর বিনাশ হবে। রাবণ রাজ্যকেই আসুরী রাজ্য বলা হয়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানোর ফ্যাশন রয়েছে। ভারতবাসীরাই বলে রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। রামরাজ্য তো সত্যযুগেই হয়। রাবণরাজ্য কলিযুগে হয়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। বাবার ওয়ান্ডার লাগে যে ভালো ভালো বাচ্চারা পুরোপুরি ভাবে না বোঝার কারণে নিজের ভাগ্যকেই সমাপ্তির রেখা টেনে দেয়। রাবণের অবগুণের বশীভূত হয়ে যায়। যদিও সে নিজের মুখেই দিব্যগুণের কথা বলে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরাই এইরকম দেবী দেবতা ছিলে। তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছ। তোমরা কেন তমোপ্রধান হয়ে গেছো সেটাও বোঝানো হয়েছে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। রাবণ হল সবথেকে বড়ো শত্রু। সেই ভারতকে এত কাঙাল এবং তমোপ্রধান বানিয়েছে। রাম রাজ্যে এত লোক থাকে না। ওখানে তো একটাই ধর্ম থাকবে। এখানে সবার মধ্যেই ভূত রয়েছে। ক্রোধ, লোভ এবং মোহরূপী ভূত তো আছেই। মানুষ এটাই ভুলে যায় যে আমি অবিনাশী আর এই শরীরটা বিনাশী। তাই কেউই আত্ম-অভিমानी হতে পারে না। অনেক দেহ অভিমান রয়েছে। দেহ অভিমান আর আত্ম অভিমানের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। আত্ম-অভিমानी দেবী-দেবতার সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। আর তারপরে দেহ অভিমানের বশীভূত হয়ে কাঙাল হয়ে যায়। ভারত সোনার চড়ুই পাখি ছিল। মানুষ এ'কথা বলে, কিন্তু কেউই বোঝে না। শিববাবা দিব্য বুদ্ধি বানানোর জন্য আসেন। বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন। কখনো কি শুনেছো যে এদেরকে এই রাজস্ব কে দিয়েছিলেন? ওনারা এমন কোন্ কর্ম করেছিলেন, যার জন্য এত উঁচু পদ পেয়েছিলেন? কর্মের ওপরেই তো নির্ভর করে, তাই না ? মানুষ আসুরীক কর্ম করে বলে সেইসব কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে সকল কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে কোনো কর্মের হিসাব তৈরি হয় না। বাবা এইসব বোঝাচ্ছেন কিন্তু অনেকে কিছু না বুঝতে পেরে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বলে দেয় যে শিব আর শংকর অভিন্ন। আরে, নিরাকার শিবকে তো একাই দেখানো হয়। আর শঙ্করকে পার্বতীর সাথে দেখানো হয়। এই দুজনের কর্তব্য একেবারে আলাদা। মিনিষ্টার আর প্রেসিডেন্টকে কি এক বলা যাবে? দুইজনের পদ একেবারেই আলাদা। তাহলে কিভাবে শিব-শঙ্করকে এক বলা যাবে? তবে এটাও জানা আছে যে, যারা রাম সম্প্রদায়ে আসবে না, তারা বুঝবেও না। আসুরীক সম্প্রদায় তো কেবল গালি দেবে, বিভ্রান্তি করবে, কারণ তাদের মধ্যে পাঁচ বিকার রয়েছে। দেবতার হলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তারা কত উঁচু পদের অধিকারী। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা কত বিকারগ্রস্ত ছিলাম। বিকারের দ্বারাই জন্ম হয়। সন্ন্যাসীদেরকেও বিকারের দ্বারাই জন্ম নিতে হয়। পরে তারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সত্যযুগে এইরকম হয় না। সন্ন্যাসীরা সত্যযুগের কথা বুঝতেও পারে না। বলে দেয় যে সত্যযুগ তো সর্বদাই রয়েছে। যেভাবে বলে যে কৃষ্ণ কিংবা রাধাকে ডাকলেই হাজির হয়ে যায়। অনেক ধর্ম, অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। অর্ধেক কল্প ধরে দৈবী মত প্রচলিত থাকে। এখন তোমরা সেই মত প্রাপ্ত করছো। তোমরাই হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। এরপর তোমরাই বিষ্ণু বংশী এবং চন্দ্র বংশী হবে। ওই দুটিকে সাম্রাজ্য বলা হবে, কিন্তু এটাকে ব্রাহ্মণ বংশ বলা হবে। এটাকে সাম্রাজ্য বলা যাবে না। এনার রাজস্ব স্থাপন হয় না। তোমরাই এইগুলো বুঝতে পারো। তোমাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ বুঝতে পারে। কেউ কেউ একেবারেই শোধরায় না। কোনো না কোনো ভূত রয়েছে। যেমন - লোভের ভূত, ক্রোধের ভূত। সত্যযুগে এইরকম কোনো ভূত থাকে না। সত্যযুগে দেবী-দেবতার ছিলেন। তারা খুবই সুখী

ছিলেন। এইসব ভূতগুলোই দুঃখ দেয়। কাম বিকারের ভূত আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। একে পরাজিত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, এটা মোটেই সহজ বিষয় নয়। বাবা বলেন, ভাই-বোন মনে করলে ক্রিমিনাল দৃষ্টি যাবে না। প্রত্যেক ব্যাপারে সাহস থাকতে হবে। কেউ বলে দেয় যে বিয়ে না করলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এইরকম ক্ষেত্রে সাহস অবলম্বন করতে হবে। নিজেকেও চেক করতে হবে। বাম্বারা, তোমরা কোটি কোটি গুন সৌভাগ্যবান হচ্ছে। এইসব বিনাশ হয়ে যাবে। সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। কেউ কেউ সাহস করে চলতে শুরু করে দেয়। আবার অনেকে সাহস করে, কিন্তু পরে ফেল হয়ে যায়। বাবা প্রতিটা বিষয় ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীমৎ পালন না করলে বোঝা যায় যে তার পুরোপুরি যোগ লাগে না। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ সুপ্রসিদ্ধ। এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। পড়া হলো সোর্স অফ ইনকাম। পড়ার দ্বারাই তোমরা ক্রমানুসারে উঁচু পদ পাও। ভাই-বোনের সম্বন্ধেও বুদ্ধি চঞ্চল হতে পারে। তাই বাবা এর থেকেও উঁচুতে নিয়ে যান। নিজেকে আত্মা অনুভব করো এবং অন্যকেও আত্মা অর্থাৎ ভাই রূপে দেখো। সবাইকে ভাই রূপে দেখলে অন্য কোনো দৃষ্টি যাবে না। শরীরকে দেখলে ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসে। বাবা বলেন - বাম্বারা, তোমরা অশরীরী হও, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীরের দ্বারা ভূমিকা পালন করা হয়ে গেলে, শরীর থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার অ্যাক্টররাও তাদের পার্ট হয়ে গেলে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলে। তোমাদেরকেও এখন এই পুরাতন কাপড় (শরীর) পরিবর্তন করে নুতন কাপড় পরতে হবে। এখন তো আত্মা এবং শরীর দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান আত্মারা মুক্তিতে যেতে পারবে না। পবিত্র হলে তবেই যেতে পারবে। অপবিত্র আত্মারা ফিরতে পারবে না। যারা বলে যে অমুক ব্যক্তি ব্রহ্ম লীন হয়ে গেছেন, তারা সবাই মিথ্যা কথা বলে। একজনও যেতে পারবে না। ওখানে বৃক্ষের মতো রয়েছে। সবাই ঐভাবেই থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাম্বারাই এইসব জানো। গীতাতে কোথাও ব্রাহ্মণদের নাম লেখা নেই। যেহেতু আমি প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তাই অবশ্যই তাকে দত্তক নিতে হবে। জাগতিক ব্রাহ্মণরা তো বিকারগ্রস্ত, তোমরা হলে নির্বিকারী। নির্বিকারী হওয়ার জন্য অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হবে। নাম-রূপ দেখে অনেকের মনেই বিকারী সংকল্প আসে। ভাই বোনের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পতন হয়ে যায়। তখন তারা পত্র লেখে - বাবা, আমার পতন হয়েছে, আমি মুখ পুড়িয়েছি। বাবা বলেন, আমি তো ভাই-বোন হয়ে থাকতে বলেছিলাম আর তুমি এইরকম খারাপ কাজ করলে! এরজন্য খুব কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এমনিতেও, যদি কেউ কারোর ক্ষতি করে, তবে তাকে জেলে ঢোকানো হয়। যেটা আমি স্থাপন করেছিলাম, সেই ভারত কতই না পবিত্র ছিল। তার নামই হলো শিবালয়। এই জ্ঞানও কারোর মধ্যে নেই। যেসব শাস্ত্রগুলো রয়েছে, সেগুলো কেবল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকবে, তাই ওখানে কোনো পুরুষার্থ করতে হয় না। এখানে সবাই দুর্গতিতে রয়েছে। তাই গতি এবং সদগতি প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। গঙ্গাস্নান করতে যায়। কিন্তু গঙ্গার জল কি স্নান দিতে পারবে? সে কি পবিত্র বানাতে পারবে? কিছুই জানে না। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ তো নিজেই কিছু বোঝে না। তাই সে অন্যকে কিভাবে বোঝাবে? তাই বাবা তাদেরকে পাঠান না। মানুষ গীত গায় - বাবা, তুমি যখন আসবে, আমি তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে দেবতা হবো। দেবতার সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে থাকে। এখানে তো অধিকাংশই কাম বিকারে ফেঁসে আছে। কাম বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না। এই বিকার অনেকটা মাতা-পিতার উত্তরাধিকারের মতো। এখানে তোমরা রামের উত্তরাধিকার লাভ করছো। পবিত্রতার উত্তরাধিকার পাচ্ছে। ওখানে অপবিত্রতার কোনো ব্যাপারই নেই।

ভক্তরা বলে কৃষ্ণ হলো ভগবান। তোমরা দেখাও যে তিনি ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করেন। আরে, ভগবান তো নিরাকার। ওনার নাম হলো শিব। বাবা কতই না ভালো ভাবে বোঝান। করুণাও হয়। তিনি তো দয়াময়, তাই না? ইনি খুবই ভালো এবং বুদ্ধিমান বাম্বা। এনার মধ্যে একটা আকর্ষক ব্যাপার রয়েছে। যার মধ্যে জ্ঞান এবং যোগের শক্তি বেশি থাকবে সে অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে। যে অনেক লেখা-পড়া জানে, তার জন্য ভালো বন্দোবস্ত হয়। যে লেখা পড়া জানে না, তার জন্য অত ভালো বন্দোবস্ত হয় না। এটা তো জানো যে এখন সকলেই হলো আসুরীক সম্প্রদায়। কিছুই বুঝতে পারে না। শিব আর শঙ্করের পার্থক্য তো একেবারে ক্লিয়ার। ওটা হলো মূলবতন, আর এটা হল সূক্ষ্মবতন। সবকিছু একই হবে কিভাবে? এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। এই আসুরীক সম্প্রদায়ে সবথেকে বড়ো শত্রু হলো রাবণ। সে সবাইকে নিজের মতো বানিয়ে দেয়। বাবা এখন তোমাদেরকে নিজের সমান অর্থাৎ দৈবী সম্প্রদায় বানাচ্ছেন। ওখানে রাবণ থাকবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তাকে পোড়ানো হয়। রামরাজ্য সত্যযুগেই হয়। গান্ধীজিও রামরাজ্য চাইতেন। কিন্তু এখানে কিভাবে সেই রামরাজ্য স্থাপন করা সম্ভব? ওরা তো কেউ আত্ম-অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দিতেন না। কেবল সঙ্গমযুগেই বাবা এসে বলেন - আত্ম-অভিমানী হও। এটা হলো উত্তম হওয়ার যুগ। বাবা কতই না ভালোবাসা সহকারে বোঝান। প্রত্যেক মুহূর্তে অনেক ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - বাবা, তুমি তো কামাল করে দিয়েছো। আমরা কত পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলাম আর তুমি সেই আমাদেরকেই কত উঁচু বানিয়ে দিচ্ছে। তোমার শ্রীমৎ ছাড়া আর কারোর মৎ অনুসরণ

করবো না। অন্তিমে সবাই বলবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা দৈবী মং অনুসারেই চলে। কত ভালো ভালো কথা শোনায়, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেয়, ক্যারেক্টার সংশোধন করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দৃষ্টিকে শুদ্ধ করার জন্য কারোর নাম-রূপকে না দেখে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা অনুভব করে, আত্মারূপী ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে।

২) সকলের কাছে সম্মান পাওয়ার জন্য জ্ঞান-যোগের শক্তি ধারণ করতে হবে। দিব্যগুণে সম্পন্ন হতে হবে। ক্যারেক্টার সংশোধন করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- অসুস্থ কনশাস-এর পরিবর্তে খুশী মনে হিসেব-নিকেশ পরিশোধকারী সোল কনশাস ভব তন তো সকলেরই পুরানো। প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও ছোট বড় অসুখ আছে। কিন্তু তনের প্রভাব যদি মনের উপরে এসে যায় তাহলে ডবল অসুস্থ হয়ে অসুস্থ কনশাসে চলে আসবে। সেইজন্য মনের মধ্যে কখনও অসুস্থতার সংকল্প যেন না আসে, তখন বলা হবে সোল কনশাস। অসুস্থ হয়ে কখনও ঘাবড়ে যেও না। অল্প একটু ওষুধ রূপী ফুট খেয়ে তাকে বিদায় দাও। খুশী মনে হিসেব-নিকেশ পরিশোধ করো।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তির অনুভব করা অর্থাৎ অনুভবী মূর্তি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা স্মরণে রাখো যে তুমি ব্রাহ্মণ, শীর্ষস্থানীয়, পুরুষোত্তম হতে চলেছে, তাহলে উৎফুল্ল থাকবে।
নিজের সাথে নিজে কথা বলা শিখলে অপার খুশী থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার শরণে কারা আসতে পারে? বাবা কাদের শরণ দেন?

*উত্তরঃ - বাবার শরণে তারাই আসতে পারে যারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়। যাদের বুদ্ধিযোগ সব দিক থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। মিত্র-পরিজন ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির যোগ থাকে না। বুদ্ধিতে কেবল থাকে যে আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এরকম বাচ্চারাই সার্ভিস করতে পারে। বাবাও এইরকম বাচ্চাদেরই শরণ দেন।

ওম্ শান্তি । ইনি হলেন আত্মাদের পিতা, টিচার, গুরু। এটা তো বাচ্চারা ভালো ভাবে বুঝে গেছে, দুনিয়ার মানুষ এই বিষয়টিকে জানে না। যদিও সন্ন্যাসীরা বলে শিবোহম্। তাহলেও এইরকম বলবে না যে আমিই হলাম বাবা, টিচার, সঙ্কর। তারা শুধু বলে শিবোহম্ (আমিই শিব) তত্বম্ । পরমাত্মা সর্বব্যাপী হলে তো প্রত্যেকেই বাবা টিচার সঙ্কর হয়ে যাবে। এইরকম তো কেউ বুঝবে না। মানুষ নিজেকে যে ভগবান, পরমাত্মা বলে সেটা তো একেবারেই হলো রং । বাচ্চাদের বাবা যা বোঝান সেটা বুদ্ধিতে তো ধারণ করতে হয়। ওই পড়াতে কতো সাবজেক্ট থাকে, এইরকম নয় সব সাবজেক্ট স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে থাকে। এখানে বাবা যা পড়ান সেটা এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাও। তোমরাই ত্রিকালদর্শী বা চক্রধারী হও। ওই শারীরিক পড়ার সাবজেক্ট সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা প্রমাণ করে ব্যাখ্যা দাও, সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এই এক বাবা। সকল আত্মারা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। বলে ও গড ফাদার ! তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সেই উত্তরাধিকার হারিয়ে দুঃখের মধ্যে এসে পড়ে। এটা হলো সুখ দুঃখের খেলা। এই সময় সবাই হলো পতিত, দুঃখী। পবিত্র হলে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত হয়। সুখের দুনিয়া বাবা স্থাপন করেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, নলেজফুল হলেন এক বাবা-ই। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই প্রদান করেন। আরও যে সব ধর্ম আছে তারা নিজেদের সময় মতো আসবে। এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা তোমাদের জন্য বাবা এই পড়াশোনাকে একদমই সহজ রেখেছেন। শুধু একটু বিস্মৃত ভাবে বোঝান। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যোগের মহিমা অনেক। ভারতের প্রাচীন যোগ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যোগের মাধ্যমে কী লাভ হয়, এটা কারোর জানা নেই। এটা হল গীতার সেই যোগ যা নিরাকার ভগবান শেখাচ্ছেন। এছাড়া যে যোগ শেখানো হয় তা মানুষ শেখায়। দেবতাদের কাছে তো যোগের ব্যাপারই নেই। এই হঠযোগ ইত্যাদি সব মানুষ শেখায়। দেবতার না শেখে, আর না শেখায়। দৈবী দুনিয়াতে যোগের ব্যাপার নেই। যোগের দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়। সেটা অবশ্যই এখানেই হবে। বাবা আসেনই সঙ্গমে নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। এখন তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছে। এটা কাউকে বোঝানোটাই হলো ওয়ান্ডার। আমরা ব্রাহ্মণরা শীর্ষস্থানীয়, সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যবর্তীতে হলো ব্রাহ্মণের শিখর। একেই সঙ্গম যুগ বলা হয়, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছো। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা পুরুষোত্তম হতে থাকলে সর্বদা উৎফুল্ল থাকবো। যত সার্ভিস করবে ততই উৎফুল্ল থাকবে। উপার্জন করতে আর করাতে হবে। যত প্রদর্শনীতে সার্ভিস করবে তো যে শুনবে তার সুখ প্রাপ্ত হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ হবে। ছোট সেন্টারেও মুখ্য ৫-৬ টি চিত্র অবশ্যই দরকার। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো সহজ হয়। সারাদিন সেবা আর সার্ভিস। মিত্র পরিজনের কাছে কোনও মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। যা এই চোখের দ্বারা দেখছে সেই সবই বিনাশ হয়ে যাবে। আর যে সব দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখছে সেই দুনিয়াই স্থাপনা হবে। ঐরকম নিজের সাথে কথা বললে তোমরা পরিপক্ব হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবার সাথে মিলিত হওয়ার খুশী থাকা চাই। কেউ রাজার কাছে জন্ম নিলে কত গর্বিত হয়। তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজের জন্য পরিশ্রম করছে। বাবা শুধু বলেন কাম চিতার উপর বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। এখন জ্ঞান চিতার উপর বসলে গৌর (সুন্দর) হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে এই চিন্তাই যেন চলতে থাকে, যদি অফিসেও কর্ম করতে থাকো, তখনও স্মরণ করতে থাকো। এমন নয় যে সময় নেই। যখনই সময় পাবে আত্মিক উপার্জন করবে। কতো বড় এই উপার্জন ! হেল্থ ওয়েল্থ দুটো এক সাথে পাওয়া যায়। একটি কাহিনী আছে অর্জুন আর ভিলের(একলব্য) । ঐরকম গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, জ্ঞান-যোগের দ্বারা এখানে যারা থাকে - তাদের থেকেও তীব্র গতিতে যেতে পারো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপর। এখানে সবাই বসে পড়লে তবে সার্ভিস কি ভাবে করবে! রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিসে যুক্ত হতে হবে। সার্ভিসের খেয়াল রাখতে হবে। বাবা তো প্রদর্শনীতে যেতে পারবেন না কারণ বাপদাদা দুজন

একত্রিত ভাবে আছেন। বাবার(শিববাবার) আত্মা আর এনার (ব্রহ্মা বাবার) আত্মা একত্রিত আছেন। এ হলো ওয়ান্ডারফুল যুগল। এই যুগলকে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। নিজেকে যুগল রূপে ভাবলেও আবার বলে আমি একাই হলাম বাবার হারানিধি বাচ্চা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে খুব খুশী হয়। আমার দ্বিতীয় জন্ম হলো এটা, আমি রাজগদিতে অবশ্যই বসবো। তোমরাও রাজযোগ শিখছো, এইম অবজেক্ট সামনে উপস্থিত রয়েছে। ইনি তো খুব খুশী যে, আমি বাবার হারানিধি বাচ্চা! তবুও সদাকাল স্মরণ স্থির হয় না। অন্য দিকে মন চলে যায়। ড্রামার এরকম 'ল নেই যে একদম স্মরণ স্থির হয়ে যাবে আর কোনো চিন্তা আসবে না। মায়ার ভুফান স্মরণ করতে দেয় না। আমার জন্য খুব সহজ, কারণ বাবা আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবার নম্বরওয়ান হারানিধি বাচ্চা আমি। প্রথম রাজকুমার হবো, আবার স্মৃতি বিস্মৃত হবে। নানান কথা মাথায় আসতে থাকে। এ হলো মায়া। বাবার নিজের অনুভব আছে বলেই তো বাচ্চাদের বোঝাতে পারেন। মনের মধ্যে এই নানান কথার আনাগোনা তখন বন্ধ হবে যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন আর এই শরীরে থাকতে পারে না। শিববাবা তো সর্বদা পিওরই পিওর। পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে এসে পবিত্র করার ভূমিকাও এঁনারই (শিববাবার)। ড্রামাতে তিনিও বাঁধা রয়েছেন। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে আবার নতুন শরীর চাই। শিববাবার তো নিজস্ব শরীরই নেই। এই শরীরের আত্মার গুরুত্ব অনেক। ওঁনার এখানে কি আছে! উনি তো মুরলী চালিয়ে চলে যান। উনি(শিববাবা) হলেন ক্রী। কখনো এখানে, কখনো ওখানে চলে যান। বাচ্চাদেরও ফিল হয় যে এই শিববাবা মুরলী চালাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা বোঝো আমরা বাবাকে সাহায্য করার জন্য এই গডলী সার্ভিসের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বাবা বলেন আমিও নিজের সুইট হোম ছেড়ে এসেছি। পরমধাম অর্থাৎ উর্ধ্ব থেকেও উর্ধ্ব হলো মূলবতন। যদিও খেলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে চলে। তোমরা জানো এটা হলো ওয়ান্ডারফুল খেলা। দুনিয়া তো হলো এই একটাই।

এই দুনিয়ায় লোকেরা চাঁদে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, এটা তো হলো সায়েন্সের বল। সাইন্সের বলের দ্বারা আমরা যখন সায়েন্সের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করি তখন সায়েন্সও সুখদায়ী হয়ে যায়। এখানে সায়েন্স সুখও দেয় আবার দুঃখও দেয়। ওখানে তো হলো সুখ আর সুখ। দুঃখের নামই নেই। এইরকম চিন্তা সারাদিন বুদ্ধিতে থাকতে হবে। বাবার কতো ভাবনা থাকে। বন্ধনযুক্তরা (বান্ধেলীরা) বিশ্বের জন্য কত মার খায়। কেউ আবার মোহের বশে আটকে পড়ে। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্নরি তৎক্ষণাৎ বলবে আমাকে অমৃত পান করতে হবে, এর জন্য নষ্টমোহ হতে হবে। পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। এইরকম সার্ভিসেবেল আত্মারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পেতে পারে। বাবা তাদের শরণ দেন। কন্যা পতির আশ্রয়ে যায়, তারা বিষ ছাড়া রাখে না। আবার বাবার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে কিন্তু একদম নির্মোহী (নষ্টমোহ) হতে হবে। আমরা পতিরও পতিকে পেয়েছি, এখন তাঁর সাথে আমরা বুদ্ধিযোগের দ্বারাই যুক্ত হতে পারি। ব্যস্, আমরা তো এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। যেমন কন্যার তার স্বামীর সাথে প্রীতি এসে যায়, এটা হল আত্মার প্রীতি পরমাত্মার সাথে। লৌকিক পতির থেকে দুঃখ মেলে, এঁনার (শিববাবার) থেকে সুখ মেলে। এটা হলো সঙ্গম, একে কেউ জানে না। তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। আমরা পাটনী বা বাগানের মালিককে পেয়েছি, যিনি আমাদের ফুলের বাগানে নিয়ে যান। এই সময় সব মানুষ কাঁটার মতো হয়ে গেছে। সব থেকে বড় কাঁটা হল কামনার। প্রথমে তোমরা নির্বিকারী ফুল ছিলে, ধীরে-ধীরে কলা কম হয়ে গেছে, এখন তো বড় কাঁটা হয়ে গেছে। বাবাকে বাবুলনাথও বলা হয়। তোমরা জানো আসল নাম হল শিব। কাঁটাকে ফুল বানায় বলে বাবুলনাথ নাম রাখা হয়েছে। ভক্তি মার্গে অনেক নাম রেখেছে। বাস্তবে একটিই নাম হল শিব। রুদ্র গ্তান যগ্ত বা শিব গ্তান যগ্ত একই কথা হল। রুদ্র গ্তান যগ্ত দ্বারা বিনাশ জ্বালা নির্গত হয় আর শ্রীকৃষ্ণপুরী অথবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা এই যগ্ত দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হও। তারা সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্রও তৈরী করে। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার নির্গমন। এই সব বিষয়ে তোমরা জানো যে, ব্রহ্মা সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। তোমাদের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম পরে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। মানুষ তো এরকম কথা শুনে বিস্মিত হতে থাকে। জানার পরে আবার খুশীও হয়। কিন্তু মায়া কিছু কম নয়। কাম হল মহাশত্রু। মায়া নাম রূপে ফাঁসিয়ে নীচে ফেলে দেয়। বাবাকে স্মরণ করতে দেয় না। আবার সেই খুশী কম হয়ে যায়। এতে খুশী হতে নেই যে আমি অনেককে বোঝাচ্ছি, প্রথমে দেখতে হবে বাবাকে কতোটা স্মরণ করছি। রাত্রে বাবাকে স্মরণ করে ঘুমাই নাকি ভুলে যাই। কোনো কোনো বাচ্চা তো নিয়মে বেশ পাকা।

তোমরা বাচ্চারা খুবই লাকী। বাবার উপরে তো অনেক দায়িত্বের বোঝা। কিন্তু তবুও রথ বলে কিছুটা রেহাই পান। গ্তান আর যোগও আছে। গ্তান আর যোগ ছাড়া লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ কি ভাবে পাবে। খুশী তো থাকে, আমি একাই বাবার বাচ্চা এরপর আবার আমার প্রচুর বাচ্চা, এই নেশাও থাকে, তখন মায়া বিঘ্নও নিয়ে আসে। বাচ্চাদেরও মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। অনেক দূর এগোলেই তবেই কর্মাতীত অবস্থা আসে। এখানে বাপদাদা দুজনে একত্রিত ভাবে আছেন। বলেন

মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা...বাবা তো প্রেমের সাগর। এনার আত্মা একসাথে আছে। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) ভালোবাসেন। বোঝান যে রকম কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে আরো সবাই করবে। ভীষণ মধুর থাকতে হবে। বাচ্চাদের অনেক বিচক্ষণ হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে দেখ কতো বিচক্ষণতা রয়েছে। বিচক্ষণতার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য নিয়েছে। প্রদর্শনীর দ্বারা প্রজা তো অনেক হয়। ভারত অনেক বড়, এতো সার্ভিস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্মরণে থেকে বিকর্মও বিনাশ করতে হবে। এটাই প্রধান চিন্তা হতে হবে যে, কীভাবে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবো? এতে পরিশ্রম আছে। সার্ভিসের চান্স অনেক। ট্রেনে ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে পারো। এই হলেন বাবা আর এই হলো অবিনাশী উত্তরাধিকার। অবশ্যই ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই এদের রাজত্ব আবার আসা চাই। আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। ট্রেনে অনেক সার্ভিস হতে পারে। এক কামরাতে সার্ভিস করে আবার দ্বিতীয়টায় যেতে হবে। এরকম সার্ভিস করে যারা, তারাই আসীন হয় হৃদয় সিংহাসনে। তাদের বলা, আমরা তোমাদের খুশীর খবর শোনাচ্ছি। তোমরা পূজ্য দেবতা ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে পূজারী হয়েছ। এখন আবার পূজ্য হও। সিঁড়ির চিত্র বেশ ভালো, এর দ্বারাই সতো রজো তমো স্টেজ প্রমাণ করতে হবে। স্কুলে পরীক্ষা নিকটে এলে দ্রুত এগোনোর প্রচেষ্টা থাকে। এখন এখানেও বোঝানো হয় যে, যারা সময় নষ্ট করেছে, তাদের দ্রুত গতিতে চলে সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। সার্ভিসের নম্বর তোলার সুযোগ অনেক। সার্ভিসেবল কন্যা অনেক উদ্বৃত্ত হওয়া চাই, যাদেরকে বাবা যে কোনো জায়গায় পাঠাবেন। মন্দিরে সার্ভিস ভালো হবে। দেবতা ধর্মের যারা শীঘ্রই বুঝে যাবে। গঙ্গা স্নানের উপরেও তোমরা বোঝাতে পারো, এতে অবশ্যই মনে ধরবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) সদা উৎফুল্ল থাকার জন্যে আধ্যাত্মিক সার্ভিস করতে হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। ট্রেনেও ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। নষ্টমোহ হতে হবে, এক বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে।

বরদানঃ:- সঙ্গম যুগের মহত্বকে জেনে সবসময় বিশেষ অ্যাটেনশনে থাকা হিরো পার্টধারী ভব
সকল কর্ম করেও সর্বদা এই বরদান যেন স্মরণে থাকে যে আমি হলাম হিরো পার্টধারী, তাই আমার প্রতিটি কর্ম বিশেষ হবে, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সংকল্প শ্রেষ্ঠ হবে। এরকম বলতে পারো না যে আমি তো কেবল ৫ মিনিট সাধারণ ছিলাম। সঙ্গম যুগের ৫ মিনিটও অনেক মহত্বপূর্ণ। ৫ মিনিট ৫ সালের থেকেও বেশী সময়। সেইজন্য প্রত্যেক সময় এতটাই যেন অ্যাটেনশন থাকে। সদাকালের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে হলে সদাকালের অ্যাটেনশন চাই।

স্নোগানঃ:- যার সংকল্পে দ্রুততার শক্তি আছে, তার পক্ষে সব কাজই সম্ভব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিব-জয়ন্তীতে তোমরা সকলকে অত্যন্ত আড়ম্বর (ধুমধাম করে) সহকারে নিরাকার বাবার বায়োগ্রাফী (জীবনী) শোনাও, এই শিব-জয়ন্তী হলো হীরে তুল্য"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সত্যিকারের দীপাবলী কখন এবং কিভাবে হয়?

*উত্তরঃ - বাস্তবে শিব-জয়ন্তীই হলো তোমাদের সত্যিকারের দীপাবলী, কারণ শিববাবা এসে তোমাদের আত্মা-রূপী প্রদীপ জাগ্রত করেন। প্রত্যেকের ঘরের প্রদীপ জ্বলে ওঠে অর্থাৎ আত্মার জ্যোতি জাগরিত হয়। ওরা স্থূল প্রদীপ জ্বালায় কিন্তু তোমাদের সত্যিকারের প্রদীপ শিববাবা এলেই জাগ্রত হয় তাই তোমরা অত্যন্ত ধুমধাম করে শিব-জয়ন্তী পালন করো।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা শিবের জয়ন্তী পালন করে আর ভারতেই শিব-জয়ন্তী পালিত হয়। জয়ন্তী তো একজনেরই পালন করা হয়। আবার তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। এখন সকলের তো জয়ন্তী পালন হতে পারে না। জয়ন্তী কখন পালন করা হয়? যখন গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে বাইরে আসে। শিব-জয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করা হয়। আর্য সমাজের অনুগামীরাও পালন করে। এখন তোমরা (২০২৪-এ) ৮৮-তম জয়ন্তী পালন করবে, অর্থাৎ ৮৮-তম বর্ষ হবে এই জয়ন্তীর। জন্মদিন তো সকলেরই স্মরণে থাকে, অমুক দিন এ গর্ভ থেকে বেরিয়েছে (জন্ম নিয়েছে)। এবারে তোমরা শিববাবার ৮৮-তম জয়ন্তী পালন করবে। তিনি হলেন নিরাকার, তাঁর জয়ন্তী কিভাবে হতে পারে? এত বড় বড় (গণ্যমান্য) মানুষের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র যায়। কারও তো জিজ্ঞাসা করা উচিত -- তাঁর জন্মদিন কিভাবে পালন করবে? তিনি কবে আর কিভাবে জন্ম নিয়েছেন? তাঁর শরীরের নাম কি? কিন্তু এমন প্রস্তুতবুদ্ধি সম্পন্ন যে কখনও কেউ জিজ্ঞাসাই করে না। তোমরা তাদের বলতে পারো যে -- তিনি হলেন নিরাকার, ঐনার নাম শিব। বাচ্চারা, তোমরা হলে শালগ্রাম। তোমরা জানো যে এই শরীরে শালগ্রাম(আত্মা) রয়েছে। নাম তো শরীরের রাখা হয়। তিনি হলেন পরমাত্মা শিব। তোমরা কত ধুমধাম করে প্রোগ্রাম করো। দিন দিন তোমরা ধুমধাম করে বোঝাও যে যখন ব্রহ্মার শরীরে শিববাবা প্রবেশ করেন, তখনই স্মরণ করা হয় তাঁর জয়ন্তীকে। তাঁর জয়ন্তীর কোনো তিথি, তারিখ নেই। তিনি বলেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। কিন্তু কবে, কোন্ সময়ে তা বলি না। তিথি-তারিখ, দিন ইত্যাদি যদি বলি তবে বলতে হবে যে অমুক তারিখ। তাঁর জন্মপত্রিকা তো হয় না। বাস্তবে জন্মপত্রিকা তো সর্বাপেক্ষা উচ্চ একমাত্র তাঁরই। ঐনার কর্তব্যই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। বলাও হয় যে, প্রভু তোমার মহিমা অপরম অপার। তাহলে অবশ্যই কিছু করে থাকেন। মহিমা তো অনেকেরই গায়ন করা হয়। নেহেরু, গান্ধী ইত্যাদি সকলেরই মহিমা কীর্তিত হয়। কিন্তু ঐনার মহিমা কেউ-ই বলতে পারে না। তোমরা বোঝাও যে তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তিনি হলেন অদ্বিতীয়(এক), তাই না। তবে তাঁকে আবার সর্বব্যাপী কিভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। আর তোমরা পালন কর কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করার সাহসও করতে পারে না। তা নাহলে তো জিজ্ঞাসা করা উচিত যে শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়, মহিমা কীর্তন করা হয় তাহলে তো অবশ্যই কেউ এসে আবার চলে গেছেন। ভক্ত তো অনেক। যদি গভর্নমেন্ট না মানতো (বিশ্বাস করা) তবে তো ভক্তদের, সাধুদের, গুরুদের স্ট্যাম্প বানাত না। যেমন সরকার তেমনই প্রজা। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বাবার বায়োগ্রাফিও ভালোভাবে জেনে গেছো। তোমরা যতটা গর্ববোধ (ফকুর) করো ততটা আর কারও হতে পারে না। তোমরাই বলো যে শিব-জয়ন্তী হলো হীরে-তুল্য। বাকী আর সব জয়ন্তী হলো কড়ি-তুল্য। বাবা-ই এসে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানান। শ্রীকৃষ্ণও বাবার দ্বারাই এতো উচ্চাসনে বসেছেন, তাই তাঁর হীরে-তুল্য জন্মের গায়ন করা হয়। প্রথমে কড়ি-তুল্য ছিল পরে বাবা এসে হীরে-তুল্য বানান। মানুষ একথা জানে না। কৃষ্ণকে এমন পৃথিবীর (সত্যযুগী দুনিয়া) প্রিন্স কে বানিয়েছেন? তাহলে এ কথাও বোঝান উচিত যে -- কৃষ্ণের জন্মাস্তমী পালন করা হয়। শিশু তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছে। তাঁকে আবার ঝুড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন কথা হল, কৃষ্ণ তো বিশ্বের প্রিন্স, তাঁর আবার ভয় কিসের? ওখানে কংস ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে? এই সমস্ত কথা শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। এখন তোমাদের ভালো করে বোঝাতে হবে। অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝানোর মতো যুক্তি চাই। সবাই একই রকমভাবে পড়াতে পারে না। যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে না পারলে আরও ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়।

এখন শিব-জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তখন শিবের মহিমাই করা হবে। গান্ধী-জয়ন্তীতে গান্ধীর মহিমা করা হবে। এছাড়া আর কিছু বুদ্ধিতে আসবে না। এখন শিব-জয়ন্তী যখন তোমরা পালন করো তাহলে অবশ্যই তাঁর মহিমা, তাঁর বায়োগ্রাফি

বা জীবন-চরিতও থাকবে। তোমরা সেইদিন ঔঁনার জীবন-চরিতই বসে শোনাও। যেমন বাবা বলেন, লোকে তো জিজ্ঞাসাও করে না যে শিবরাত্রি কিভাবে শুরু হয়েছে। এর কোনো বর্ণনাও নেই। ঔঁনার মহিমা তো অসীম, এর গায়নও রয়েছে। শিববাবাকে ভোলানাথ বলে, তাঁর অনেক মহিমা করে। তিনি হলেন ভোলা ভান্ডারী। ওরা তো শিব আর শঙ্করকে এক বলে দেয়। আর তাই শঙ্করকে ভোলানাথ মনে করে। বাস্তবে ভোলানাথকে শঙ্কর তো মনে হয় না। তার উদ্দেশ্যই একথা বলা হয় যে তিনি চোখ খুললেই বিনাশ শুরু হয়, ধূতরা ফল খায়, তবে তাকে ভোলানাথ কী করে বলা যেতে পারে। মহিমা তো একজনেরই হয়। তোমাদের শিবের মন্দিরে গিয়ে বোঝানো উচিত। সেখানে অনেক লোক আসে তাই সেখানে শিবের জীবন চরিত্র শোনাতে হবে। বলাও হয় যে, ভোলা-ভান্ডারী শিববাবা। এখন শিব ও শঙ্করের প্রভেদও তোমরাই সকলকে জানিয়েছো। শিবের আরাধনা হয় শিব মন্দিরে, তাই সেখানে গিয়ে তোমাদের শিবের জীবন কাহিনীর বর্ণনা করতে হবে। জীবন-কাহিনী -- এই শব্দটি শুনে কারোর তো মাথাও ঘুরে যাবে যে শিবের জীবন কাহিনী কিভাবে শোনাবে? তাই ওয়ান্ডারফুল কথা মনে করে অনেক মানুষই আসবে। তাদের বলা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যারা আসবে তাদের আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার জীবন-কাহিনী শোনাবো। গান্ধী প্রমুখদের বায়োগ্রাফীও তো শোনো, তাই না। তোমরা এখন যখন শিবের মহিমা করবে তখন মানুষের বুদ্ধি থেকে সর্বব্যাপীর বিষয়টি চলে(উড়ে) যাবে। একের মহিমা অন্যের সাথে মিলতে পারে না। এই যে মন্ডপ বানানো হয় বা প্রদর্শনী করা হয়, সেগুলি তো কোনো শিবের মন্দির নয়। তোমরা জানো যে, বাস্তবে শিবের মন্দির হলো এখানেই, যেখানে রচয়িতা স্বয়ং বসে রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝান। তোমরা লিখতে পারো যে রচয়িতার জীবন-কাহিনী আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য অথবা হিস্ট্রি শোনাবো। হিন্দী-ইংরেজি দুটোতেই লেখো। বড়-বড় মানুষদের (গন্যমান্য) কাছে গেলে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এরা কারা, যারা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি বলে দেয়। শুধু যদি রচনার কথা তোমরা বলা তাহলে তারা এটাই বুঝবে যে প্রলয় হয়েছিল তারপর আবার নতুন দুনিয়া রচিত হয়েছে। কিন্তু না, তোমাদের তো বোঝাতে হবে যে বাবা পতিতদের এসে পবিত্র বানান তবেই তো মানুষ অবাক হয়ে যাবে। শিবের মন্দিরেও অনেকে আসবে। হুঁ বা মন্ডপ বড় হওয়া চাই। তোমরা যদি প্রভাত ফেরী বের করো, তারমধ্যেও কিন্তু এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কে স্থাপন করেছেন, তা বোঝাতে হবে। নিরাকার শিববাবা যিনি সকল আত্মাদের পিতা, তিনিই এসে রাজযোগ শেখান। এই সমস্ত বিষয়েই বিচার সাগর মন্বন করা উচিত যে কিভাবে শিবের মন্দিরে গিয়ে আমাদের সার্ভিস করা উচিত। শিবের মন্দিরে ভোর বেলায় পূজা হয়, ঘন্টা ইত্যাদিও প্রভাতেই বাজে। শিববাবাও প্রভাতেই আসেন। তিনি মধ্যরাতে আসেন না। সেইসময় তোমরা জ্ঞান শোনাতেও পারবে না কারণ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে। রাতে তাও মানুষের অবসর থাকে, লাইটও জ্বলে। আলোকসজ্জাও ভালোভাবে করা উচিত। শিববাবা এসে তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের জাগান। সত্যিকারের দীপাবলী তো এটাই, প্রত্যেকের ঘরে দীপ জ্বলে অর্থাৎ আত্ম-জ্যোতি জাগান। ওরা(অজ্ঞানী) তো ঘরে স্মল প্রদীপ জ্বালায়। কিন্তু বাস্তবে দীপাবলীর অর্থ হল এটাই। কারো-কারো দীপ তো একদমই জাগরিত হয় না। একমাত্র তোমরাই জানো যে আমাদের প্রদীপ কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়? যখন কেউ মারা যায় তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যাতে অন্ধকার না হয়। কিন্তু সর্বগ্রে আত্ম-দীপ তো জাগ্রত হোক, তবেই তো আর অন্ধকার হবে না। তা নাহলে মানুষ তো এখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আত্মা তো সেকেন্ডে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এতে অন্ধকার ইত্যাদির তো কোনো ব্যাপার নেই। এ হল ভক্তিমার্গের নিয়ম। ঘৃত নিঃশেষ হলেই প্রদীপ নিভে যায়। অন্ধকারের অর্থও কিছু বুঝতে পারে না। পূর্বপুরুষ ইত্যাদিদের খাওয়ানোরও অর্থ কি, তা বোঝে না। পূর্বে আত্মাদের আহ্বান করা হত, কিছু প্রশ্ন করা হত। এখন এসব করা হয়না। এখানেও আসে, কোনো-কোনো সময় কিছু বলেও দেয়। যদি তাকে বলা যে, তুমি সুখী তো? তাহলে বলে যে, আশ্চর্য হ্যাঁ। এখান থেকে যারা যাবে তারা তো অবশ্যই ভাল ঘরে জন্ম নেবে। জন্ম অবশ্যই অজ্ঞানীর ঘরেই নেবে। জ্ঞানীর ঘরে তো জন্ম নেবে না, কারণ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তো বিকারে যেতে পারে না। সে তো পবিত্র। তবে হ্যাঁ, ভালো সুখী পরিবারে গিয়ে জন্ম নেবে। যুক্তি হলো এটাই যে -- যেমন অবস্থা তেমন জন্ম। সেখানে গিয়েও আবার নিজের স্পার্ক ছড়ায়। যদিও শরীর ছোট তাই বলতে পারে না। একটু বড় হওয়ার পর অবশ্যই জ্ঞানের স্পার্ক ছড়াবে। যেমন কেউ-কেউ শাস্ত্রের সংস্কার নিয়ে যায় আর ছোট থেকে তাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়, এখান থেকেও নলেজ নিয়ে গেলে তাদের মহিমা প্রচারিত হবেই।

তোমরা শিব-জয়ন্তী পালন করো। ওরা (অজ্ঞানী ব্যক্তি) এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা উচিত -- যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে তাঁর জয়ন্তী কিভাবে পালন করবে? বাচ্চারা, এখন তোমরা পড়াশোনা করছো। তোমরা জানো যে, তিনি পিতাও, শিক্ষকও আবার সঙ্গুরুও। বাবা বুঝিয়েছেন যে শিখ ধর্মাবলম্বীরাও বলে যে, সত্য শ্রী হলেন অকালমূর্ত (সং শ্রী অকাল)। বাস্তবে অকালমূর্তি তো সর্ব আত্মাই। কিন্তু এক শরীর ছেড়ে অন্য ধারণ করে তাই একেই জন্ম-মৃত্যু বলে। আত্মা তো সেই একই থাকে, আত্মা ৮৪ জন্ম নেয়। কল্প যখন সম্পূর্ণ হয় তখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে বলেন যে, আমি

কে? আমি কিভাবে ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি? যা তোমরা নিজে-নিজেই বুঝে যাও। প্রথমে বুঝতে না। হ্যাঁ, পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে, কখন, কিছু কি বুঝতে পারতে? না পারতে না। প্রতিদিন শুনতে শুনতে তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আসতে থাকে। নতুন-নতুন কথা তোমরা শুনতে থাকো। পূর্বে দুই পিতার রহস্যকে কি তোমরা বোঝাতে? না বোঝাতে না। পূর্বে তো তোমরা যেন বেবী ছিলে। এখনও অনেকে বলে -- বাবা, আমি তো তোমার দুই দিনের বাচ্চা। আমরা এত দিনের বাচ্চা। মনে করে যে, যা কিছুই হয় তা কল্প-পূর্বের মতোই। এ হলো অনেক বড় জ্ঞান। বুঝতেও সময় লাগে। জন্ম (অলৌকিক) নিয়ে আবার মৃত্যুও হয়ে যায়। দুই মাস, ৮ মাসের হয়ে মরেও যায় (ছেড়ে চলে যায়)। তোমাদের নিকটে এসে বলেও যে এটাই সঠিক। উনি হলেন আমাদের পিতা আর আমরা হলাম ঐনার সন্তান। তারা হ্যাঁ-হ্যাঁ (ঠিক-ঠিক) বলে। বাচ্চার বলেও যে -- তারা অনেক প্রভাবিত হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে সব শেষ, মৃত্যু। আর আসেই না। তাহলে কি হবে? হয় পরে এসে রিফ্রেশ হবে অথবা প্রজাকূলে আসবে। এইসব কথা বোঝাতে হবে। আমরা শিব-জয়ন্তী কিভাবে পালন করি? শিববাবা কিভাবে সঙ্গতি করেন? শিববাবা স্বর্গের উপহার নিয়ে আসেন। স্বয়ং বলেন যে, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। বিশ্বের মালিক বানাই। বাবা-ই হলেন হেভেনের রচয়িতা, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের হেভেনের মালিক বানাবেন। আমরা ঐনার বায়োগ্রাফি বলি। কিভাবে স্বর্গের স্থাপনা করেন, কিভাবে রাজযোগ শেখান, তোমরা এসে শেখো। যেভাবে বাবা বোঝান, সেভাবে কি বাচ্চার বোঝাতে পারে না? এরজন্য অত্যন্ত সুদক্ষ বাচ্চা চাই। শিবমন্দিরে খুব ভালোভাবে উৎসব পালিত হয়, তোমাদের সেখানে গিয়ে বোঝান উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে যদি শিবের জীবন কাহিনী শোনাও তবে কারও তা যুক্তি-যুক্ত মনে হবে না। কেউ মনোযোগ সহকারে শুনবেও না। তখন আবার তাদের বুদ্ধিতে ভাল করে তা বসাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেকে আসে। তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের রহস্য বোঝাতে পারো। ঐনাদের আলাদা-আলাদা মন্দির হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণ-জয়ন্তীতে তোমরা কৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাবে -- কৃষ্ণ-কেই গৌর বর্ণের আবার কৃষ্ণ-কেই শ্যাম বলা হয় কিন্তু কেন? ওরা বলে গ্রামের ছোঁড়া (কিশোর)। গ্রাম্য যখন, তখন নিশ্চয়ই গরু-ছাগল চড়াবে, তাই না। বাবা (ব্রহ্মা) অনুভব করেন যে আমিও গ্রামেরই ছিলাম। না ছিল টুপি, না জুতো। এখন স্মৃতিতে আসে যে আমি কি ছিলাম, পরে কিভাবে বাবা এসে প্রবেশ করেন। তাই, সকলেই বাবার থেকে এই লক্ষ্য (এইম) পেয়েছে যে বাবাকে স্মরণ করো, তিনিই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। তোমরা রামচন্দ্রের জীবন কাহিনীও বলতে পারো। কখন থেকে ঐনার রাজত্ব শুরু হয়েছে, কত বর্ষ হয়েছে। এমন-এমন বিচার(খোয়াল) আসা উচিত। শিব-মন্দিরে শিবের বায়োগ্রাফী শোনাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা করতে হবে। রামের মন্দিরে গেলে রামের জীবন কাহিনী শোনাতে হবে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার পুরুষার্থ করছ। হিন্দু ধর্ম তো কেউ স্থাপন করে নি। এছাড়া হিন্দু কোনো ধর্মও নয় -- একথা সরাসরি বললে রুষ্ট হবে। মনে করবে এ কোনো খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী। তোমরা বল আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, যাকে আজকাল সকলেই হিন্দুধর্ম বলে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ধুমধাম করে শিব-জয়ন্তী পালন করো। শিববাবার মন্দিরে গিয়ে শিবের আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের বা রাধা-কৃষ্ণের বায়োগ্রাফী শোনাও, সবাইকে যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাও।

২) অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য জ্ঞান ঘূত দ্বারা আত্মা-রূপী প্রদীপকে সদা প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। অন্যদেরও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বের করে আনতে হবে।

বরদান:- সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন হয়ে নিরন্তর সেবা করে অফুরন্ত, অখন্ড মহাদানী ভব বাপদাদা সঙ্গম যুগে সকল বাচ্চাদেরকে “অটড়-অথণ্ড”- এর বরদান দিয়েছেন। যে এই বরদানকে জীবনে ধারণ করে অখন্ড মহাদানী অর্থাৎ নিরন্তর সহজ সেবাধারী হয় সে-ই নম্বর ওয়ান হয়ে যায়। দ্বাপর থেকে ভক্ত আত্মারাও দানী হয় কিন্তু অফুরন্ত খাজানার দানী হতে পারে না। বিনাশী খাজানা বা বস্তুর দানী হয়, কিন্তু দাতার বাচ্চারা, যারা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন তোমরা, তারা এক সেকেন্ডও দান না করে থাকতে পারবে না।

স্লোগান:- ভিতরকার সত্যতা স্বচ্ছতা প্রত্যক্ষ তখন হয় যখন স্বভাবে সরলতা থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আল্লা - অভিমাত্রী হওয়ার অভ্যাস করো, তাহলে দৈবীগুণ সক্রিয় হতে থাকবে, ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যাবে, অপার খুশী থাকবে"

*প্রশ্নঃ - নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করতে বা অপার খুশীতে থাকার জন্য কোন্ কথটি সदा স্মৃতিতে রাখতে হবে?

*উত্তরঃ - সदा স্মৃতিতে যেন থাকে যে আমরা দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি, আমরা মৃত্যু লোক ত্যাগ করে অমরলোকে যাচ্ছি - যার ফলে অনেক খুশী থাকবে, চলনও ঠিক হতে থাকবে, কারণ অমরলোক, নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য দৈবী গুণ অবশ্যই চাই। স্বরাজ্যের জন্য অনেকের কল্যাণও করতে হবে, সবাইকে পথ বলে দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের নিজেকে এখানকার বাসিন্দা ভাবা উচিত নয়। তোমরা জেনেছো আমাদের যে রাজ্য ছিল যাকে রামরাজ্য বা সূর্যবংশী রাজ্য বলা হত সেখানে কতইনা সুখ-শান্তি ছিল। এখন আমরা আবার দেবতায় পরিণত হচ্ছি। আগেও দেবতা হয়েছিলাম। আমরা-ই সর্ব গুণ সম্পন্ন দৈব গুণ যুক্ত ছিলাম। আমরা নিজেদের রাজ্যে ছিলাম। এখন রাবণ রাজ্যে আছি। আমরা নিজেদের রাজ্যে খুব সুখে ছিলাম। অতএব মনে অনেক খুশীও নিশ্চয় থাকা উচিত কারণ তোমরা পুনরায় নিজেদের রাজধানীতে যাচ্ছে। রাবণ তোমাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে। তোমরা জানো আমাদের নিজস্ব সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। আমরা রামরাজ্যের বাসিন্দা ছিলাম, আমরা-ই দৈবী গুণ যুক্ত ছিলাম, আমরা-ই অনেক সুখী ছিলাম তারপরে রাবণ এসে আমাদের রাজ্য-ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে। এখন বাবা এসে নিজের ও অপরের রাজ্যের রহস্য বোঝাচ্ছেন। অর্ধকল্প আমরা রামরাজ্যে ছিলাম এবং অর্ধকল্প আমরা রাবণ রাজ্যে থেকেছি। বাচ্চাদের সব কথায় যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে খুশীতে থাকতে পারে এবং চলনও শোধরাবে। এখন অপরের রাজ্যে আমরা অনেক দুঃখে আছি। হিন্দু ভারতবাসীরা বোঝে আমরা অন্যের বা বিদেশী রাজ্যে দুঃখে ছিলাম, এখন সুখে আছি নিজের রাজ্যে। কিন্তু এ হল অল্পকাল কাক বিষ্ঠা সম সুখ। তোমরা বাচ্চারা এখন সদাকালের সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছ। তাই বাচ্চারা তোমাদের মনে অনেক খুশী থাকা উচিত। জ্ঞান নেই অর্থাৎ পাথরবুদ্ধি । তোমরা বাচ্চারা জান আমরা অবশ্যই নিজের রাজ্যে নেব, এতে কষ্টের কথা নেই। রাজ্য নিয়ে অর্ধকল্প রাজত্ব করি তারপরে রাবণ আমাদের কাঞ্চন কায়া (সুচরিত্রকে) নষ্ট করে দেয়। কোনো সু-সন্তানের চালচলন খারাপ হলে বলা হয় তোমার কলা কায়া (সৎ চরিত্র) নষ্ট হয়ে গেছে নাকি? এ হলো অসীম জগতের কথা। বোঝা উচিত মায়া আমাদের চরিত্র নষ্ট করেছে। আমাদের পতন হয়েছে। এখন অসীম জগতের পিতা দৈবী গুণ ধারণ করার শিক্ষা দেন। তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকা উচিত। টিচার নলেজ দিলে স্টুডেন্ট খুশী হয়। এ হলো অসীম জগতের নলেজ। নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে - আমার মধ্যে কোনও আসুরীক গুণ নেই তো? সম্পূর্ণ না হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু আমরা শাস্তি কেন ভোগ করব? তাই বাবাকে অর্থাৎ যার কাছ থেকে রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাঁকে স্মরণ করতে হবে। দৈবী গুণ যা আমাদের ছিল সেসব এখন ধারণ করতে হবে। সেখানে যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সবাই দৈবীগুণধারী ছিলেন। দৈবী গুণের অর্থ তো বোঝো তোমরা, তাইনা। যদি কেউ না বোঝে তবে ধারণ করবে কিভাবে? গীতও গায় - সর্বগুণ সম্পন্ন তো পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে। এমন স্বরূপ ধারণ করাতেই পরিশ্রম লাগে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে যায়। বাবা বলেন নিজেকে আল্লা ভাবো তাহলে ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা সমাপ্ত হবে। অনেক যুক্তি দিয়ে বাবা বোঝান, যার মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তাকে দেবতা বলা হয়, যার নেই তাকে মানুষ বলা হয়। যদিও দুই-ই হল মানুষ। কিন্তু দেবতাদের পূজা করা হয় কেন? কারণ তাঁদের দৈবীগুণ আছে এবং মানুষের কাজকর্ম হলো বানর সম। নিজেদের মধ্যে কত ঝগড়া লড়াই করে। সত্যযুগে এমনটা থাকেই না। এখানে তো আছে। নিশ্চয়ই নিজের ভুল হয় তবেই তো সহ্য করতে হয়। আল্লা-অভিমাত্রী নয় তাই সহ্য করতে হয়। তোমরা যত আল্লা-অভিমাত্রী হতে থাকবে তত দৈবী গুণ ধারণ হবে। নিজের পরীক্ষা করতে হবে আমাদের মধ্যে কতখানি দৈবী গুণ আছে? বাবা হলেন সুখদাতা, তাই বাচ্চাদের কাজ হলো সবাইকে সুখ দেওয়া। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা কাউকে দুঃখ দিই না তো? কিন্তু অনেকের স্বভাব থাকে তারা দুঃখ না দিয়ে থাকতে পারে না। একেবারে শোধরায় না, এমন যেন জেল বার্ড। তারা জেলের মধ্যে থেকেই নিজেকে সুখী ভাবে। বাবা বলেন সেখানে তো জেল ইত্যাদি হয়ই না, পাপ কর্ম বলে কিছু হয় না যে জেল যেতে হবে। এখানে জেলে সাজা ভোগ করতে হয়। এখন তোমরা বুঝতে পার যখন নিজের রাজ্যে ছিলাম তখন বিত্তবান ছিলাম, যখন ব্রাহ্মণ কুলে আসব, তখন এমন বুঝবে যে আমরা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি। সেই একটি রাজ্য আমাদের ছিল,

যাকে দেবতাদের রাজ্য বলা হয়। আত্মা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত করে তখন খুশী অনুভব করে। জীব আত্মা অবশ্যই বলতে হবে। আমরা জীব-আত্মারা যখন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বে আমাদের রাজত্ব ছিল। এই নলেজ হল তোমাদের জন্যে। ভারতবাসীরা কি বোঝে নাকি যে আমাদের রাজত্ব ছিল, আমরাও সতোপ্রধান ছিলাম। তোমরাই এই সম্পূর্ণ নলেজ বুঝতে পারো। আমরাই দেবতা ছিলাম এবং আমাদেরই আবার দেবতা হতে হবে। যদিও বিঘ্ন ইত্যাদি আসে কিন্তু দিন দিন উন্নতি হতে থাকবে। তোমাদের নাম বিখ্যাত হতে থাকবে। সবাই বুঝবে এই সংস্থাটি ভালো, ভালো কাজ করছে। সহজ পথও বলে দিচ্ছে। বলে তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, দেবতা ছিলে, নিজের রাজধানীতে ছিলে। এখন তোমোপ্রধান হয়েছে, আর কেউ তো নিজেকে রাবণ রাজ্যে ভাবে না।

তোমরাই জানো আমরা কতখানি স্বচ্ছ ছিলাম, এখন তুচ্ছ হয়েছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে পারসবুদ্ধি থেকে পাথরবুদ্ধি হয়েছে। এখন আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি তো তোমাদের কতটা লাফ দিয়ে পুরুষার্থ করা উচিত। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছে তারাই এখনও করবে নিশ্চয়ই। ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আমরা নিজেদের দৈব রাজ্য স্থাপন করছি। এই কথাও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। তা নাহলে ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত। একে অপরকে একটি কথা স্মরণ করাও যে "মনমনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো, যার দ্বারা তোমরা এখন রাজত্ব প্রাপ্ত করছ। এই কথাটি নতুন কথা নয়। কল্প-কল্প বাবা আমাদের গ্রীমৎ প্রদান করেন, যার ফলে আমরা দৈবী গুণ ধারণ করি। নাহলে শাস্তি ভোগ করে আমরা কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব। এ হল খুব বিশাল প্রাপ্তির লটারি। এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হলে কল্প-কল্পান্তর অধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা কত সহজ করে বোঝান। প্রদর্শনীতেও এই কথা বোঝাও যে তোমরা ভারতবাসীরা দেবতাদের রাজধানীতে ছিলে তারপরে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এমন হয়েছে। কত সহজ করে বোঝান। তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরু, তাইনা। তোমরা হলে অসংখ্য স্টুডেন্ট, রেস করছ। বাবাও লিস্ট আনাতে থাকেন বাচ্চারা কতখানি নির্বিকারী পবিত্র হয়েছে?

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ক্রকুটির মাঝখানে আত্মা স্থলস্থল করে। বাবা বলেন আমিও এখানে এসে বসি। নিজের পার্ট প্লে করি। আমার পার্ট হল পতিতদের পবিত্র করা। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। আত্মা রূপী সন্তান জন্ম নেয়, কেউ ভালো কেউ খারাপও হয়। আশ্চর্যবৎ (জ্ঞান) শোনে, অন্যকেও শোনায়, তারপরে ভাগিন্দি হয়ে যায়। অহো মায়া, তুমি কতই না প্রবল। তবুও বাবা বলেন পালিয়ে কোথায় যাবে? এই এক বাবা-ই হলেন উদ্ধারকারী। একমাত্র বাবা-ই হলেন সদগতি দাতা, বাকি এই জ্ঞান তো আর কেউ জানে না। যারা কল্প পূর্বে মেনেছে, তারাই মানবে। এই জ্ঞানে নিজের চালচলন শোধরাতে হয়, সার্ভিস করতে হয়। অনেকের কল্যাণ করতে হয়। অনেককে পথ বলে দিতে হয়। খুব মিষ্টি মধুর ভাবে বোঝাতে হয় যে তোমরা ভারতবাসীরা বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন আবার তোমরা এইভাবে নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করতে পারো। এই কথা তো তোমরা বোঝো বাবা যেরকম বোঝান, সেরকম আর কেউ বোঝাতে পারেনা, তারপরেও চলতে চলতে মায়ার কাছে পরাজিত হয়। বাবা নিজে বলেন বিকার গুলি জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে। এই দেবতারা জগৎজিত হয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই এমন কর্ম করেছেন। বাবা কর্মের গতি বলে দিয়েছেন। রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্ম-ই হয়, রাম রাজ্যে কর্ম অকর্ম হয়। মুখ্য কথা হল কাম বিকারকে জয় করে জগৎজিত হওয়ার। বাবাকে স্মরণ করো, এখন ফিরে যেতে হবে। আমাদের হানড্রেট পার্সেন্ট নিশ্চয় আছে যে আমরা নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করবই। কিন্তু এখানে রাজত্ব করব না। এখানে রাজ্য প্রাপ্ত করব। রাজত্ব করব অমরলোকে গিয়ে। এখন আমরা মৃত্যুলোক এবং অমরলোকের মধ্য-স্থলে আছি, এই কথাও বিস্মৃত হয় তাই ক্ষণে ক্ষণে বাবা মনে করিয়ে দেন। এখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা রাজধানীতে যাব। এই পুরানো রাজধানী অবশ্যই শেষ হবে। এখন নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, কারণ এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। অতএব এখনই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে অন্য কোনো সময়ে ফিরে যেতে হবেনা যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। সেখানে ৫ বিকার থাকবে না যে আমাদের যোগ করতে হবে। এই সময় যোগযুক্ত হতে হয় পবিত্র হওয়ার জন্য। সেখানে তো সবাই উত্তম। তারপরে ধীরে ধীরে কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। এই কথা তো খুবই সহজ, ক্রোধ কাউকে তো দুঃখ দেয় তাইনা। মুখ্য হলো দেহ-অভিমান। সেখানে তো দেহ-অভিমান হয়ই না। আত্ম-অভিমান হলে ক্রিমিনাল আই থাকে না। সিভিল আই (পবিত্র দৃষ্টি) হয়। রাবণ রাজ্যে ক্রিমিনাল আই হয়ে যায়। তোমরা জানো আমরা নিজেদের রাজ্যে খুব সুখে থাকি। কাম নেই ক্রোধ নেই, এই বিষয়ে শুরুতে গীতও তৈরি হয়েছে। সেখানে এইসব বিকার থাকে না। অনেক বার আমাদের এই হার ও জিত হয়েছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সেসব পুনরায় রিপিট হবে। পিতা বা শিক্ষকের কাছে যে জ্ঞান আছে সেসব তোমাদের প্রদান করেন। এই আধ্যাত্মিক টিচার হলেন ওয়ান্ডারফুল। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, তিনি হলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক এবং আমাদেরও উঁচু থেকে উঁচু দেবতায় পরিণত

করেন। তোমরা নিজেরাই দেখছ - বাবা কিভাবে দৈবী রাজ্য স্থাপন করছেন। তোমরা নিজেরা দেবতায় পরিণত হচ্ছ। এখন তো সবাই নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। তাদেরও বোঝানো হয় যে বাস্তবে হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, অন্য সব ধর্ম এগিয়ে চলতে থাকে। এই একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম যা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই ধর্ম হল খুব পবিত্র ধর্ম। এর মতন পবিত্র ধর্ম হয় না। পবিত্র না হওয়ার কারণে কেউ নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, তাই তো দেবতাদের পূজা করি। খ্রিস্টকে যারা পূজা করে, তারা হল খ্রিস্টান, বুদ্ধকে যারা পূজা করে তারা হলো বৌদ্ধ, দেবতাদের যারা পূজা করে তারা হল দেবতা। তাহলে নিজেদের হিন্দু বলে কেন ? যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। কিন্তু যদি বলো হিন্দু ধর্ম কোনও ধর্ম নয়, তাহলে তারা রুষ্ট হবে। বলো, হিন্দু আদি সনাতন ধর্মের ছিল তখন অন্তত এটুকু বুঝবে যে, আদি সনাতন ধর্ম তো কোনো হিন্দু ধর্ম নয়। আদি সনাতন শব্দটি ঠিক। দেবতার পবিত্র ছিলেন, এরা অপবিত্র, তাই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। কল্প-কল্প এমন হয়েছে, এদের রাজ্যে অনেক বিত্তবান ছিল। এখন তো কাঙাল হয়েছে। তারা পদ্মপতি ছিল। বাবা খুব ভালো যুক্তি দেন। প্রশ্ন করা হয় সত্যযুগে বাস কর নাকি কলিযুগে ? কলিযুগের নিবাসী হলে নিশ্চয়ই নরকে বাস করছ। সত্যযুগের নিবাসী তো স্বর্গবাসী দেবতা হবে। এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বুঝবে যে প্রশ্নকর্তা নিজে নিশ্চয়ই ট্রান্সফার করে দেবতায় পরিণত করতে পারেন। আর কেউ তো এমন প্রশ্ন করে না। ভক্তিমার্গ হল একেবারেই আলাদা। ভক্তির ফল কি ? ফল হল জ্ঞান। সত্যযুগ - ত্রেতায় ভক্তি হয় না। জ্ঞানের দ্বারা অর্ধকল্প দিন, ভক্তির দ্বারা অর্ধকল্প রাত। যে মানতে রাজি হবে সে মানবে। যে রাজি হবেনা সে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই মানবে না। শুধু ধন উপার্জন করতে জানবে।

তোমরা বাচ্চারা তো যোগবলের দ্বারা এখন রাজত্ব স্থাপন করছ শ্রীমৎ অনুসারে। তারপরে অর্ধকল্প পার করে রাজ্য হারাও। এই চক্র চলতেই থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) অনেকের কল্যাণ করার জন্য নিজের ভাষা অত্যন্ত মধুর বানাতে হবে। মধুর ভাষী সার্ভিস করতে হবে। সহনশীল হতে হবে।

২) কর্মের গুহ্য গতিকের বুঝে বিকারকে পরাজিত করতে হবে। জগৎজিত দেবতা হতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে সিভিল বানাতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা দিব্যগুণ রূপী প্রভু প্রসাদ বিতরণকারী ফরিস্তা তথা দেবতা ভব বর্তমান সময়ে অগুণী আত্মা হোক অথবা ব্রাহ্মণ আত্মা - সকলকেই গুণদান করার প্রয়োজন আছে। তো এখন এই বিধিকে নিজের মধ্যে বা ব্রাহ্মণ পরিবারে তীব্র বানাও। এই দিব্যগুণ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ মধুর প্রসাদ, এই প্রসাদ বহুল পরিমাণে বিতরণ করো। যেরকম স্নেহের লক্ষণ হলো একে অপরকে টোলি খাওয়ানো সেইরকম দিব্য গুণের টোলি খাওয়াও, তাহলে এই বিধির দ্বারা ফরিস্তা তথা দেবতা হওয়ার লক্ষ্য সহজেই সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখা যাবে।

স্নোগান:- যোগরূপী কবচকে পরিধান করে থাকো তাহলে মায়ারূপী শত্রু আক্রমণ করতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“বাবার সাথে, সেবার সাথে আর পরিবারের সাথে ভালোবাসা রাখো তাহলে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে”

আজ চারিদিকের বাচ্চারা নিজেদের বাবার জয়ন্তী পালন করতে এসেছে। কেউ সম্মুখে বসে আছে, আবার কেউ আকারী রূপে বাবার সামনে আছে। বাবা সকল বাচ্চাদেরকে দেখছেন - একদিকে মিলন মানানোর খুশী, অন্যদিকে সেবার উৎসাহ- উদ্দীপনা এটাই যে, যত শীঘ্র সম্ভব বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করাবো। বাপদাদা চারিদিকের বাচ্চাদেরকে দেখে অসংখ্য কোটি কোটি (অরব-খরব) গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। যেরকম বাচ্চারা বাবার জয়ন্তী পালন করার জন্য পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে, দূর-দূর থেকে এসেছে, বাপদাদাও বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করতে এসেছেন। সবথেকে দূরদেশবাসী কে? বাবা নাকি তোমরা? তোমরা বলবে - আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি কিন্তু বাবা বলছেন আমি তোমাদের থেকেও দূর দেশ থেকে এসেছি। কিন্তু তোমাদের সময় লাগে, বাবার আসতে সময় লাগে না। তোমাদের সবাইকে প্লেন বা ট্রেন নিতে হয়, বাবাকে কেবল রথ নিতে হয়। তো এমন নয় যে কেবল তোমরা বাবার জয়ন্তী পালন করতে এসেছো, বাবাও আদি সাথী ব্রাহ্মণ আত্মাদের, জন্মের সাথী বাচ্চাদের বার্থ ডে পালন করতে এসেছেন কেননা বাবা একা অবতীর্ণ হন না, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথে দিব্য জন্ম নেন অর্থাৎ অবতীর্ণ হন। ব্রাহ্মণ ছাড়া যন্ত্রের রচনা একা বাবা করতে পারবেন না। তো প্রথমে যন্ত্র রচনা করেন, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপর তোমাদের জন্ম হয়। তো কেউ দুই বছরের বা কেউ দুই মাসের কিন্তু তোমাদের সকলকেই দিব্য ব্রাহ্মণ জন্মের অভিনন্দন জানাই। তোমাদের এই দিব্য জন্ম কতোই না শ্রেষ্ঠ। বাবাও প্রত্যেক দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ আত্মাদের ভাগ্যের নক্ষত্র ঝলমল করতে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। আর সর্বদা এই গীত গাইতে থাকেন - “বাঃ হিরে তুল্য জীবন যাপনকারী ব্রাহ্মণ বাচ্চা বাঃ”। তোমরা বাঃ বাঃ বাচ্চা, তাই না? বাবা তোমাদেরকে বাঃ বাঃ বাচ্চা বানিয়ে দিয়েছেন। এই অলৌকিক জন্ম বাবারও পৃথক তো বাচ্চারা, তোমাদের কাছেও পৃথক এবং প্রিয়। ইনিই একমাত্র বাবা যাঁর এইরকম জন্ম বা জয়ন্তী হয়, এইরকম জন্মদিন না কারোর হয়েছে আর না কারো হবে। নিরাকার, আবার তাঁর দিব্য জন্ম; অন্যান্য সকল আত্মাদের জন্ম নিজের নিজের সাকার শরীরে হয় কিন্তু নিরাকার বাবার জন্ম পরকায়ায় প্রবেশের দ্বারা হয়। সমগ্র কল্পে এইরকম এই বিধিতে কারোর জন্ম হয়েছে? এক বাবারই এইরকম পৃথক জন্মদিন হয় যাকে শিব জয়ন্তী রূপে ভক্ত আত্মারাও পালন করে। এইজন্য এই দিব্য জন্মের মহত্বকে তোমরা জানো, ভক্তরাও জানে না কিন্তু যাকিছু শুনেছে সেই অনুসারে উঁচুর থেকেও উঁচু মনে করে পালন করে এসেছে। তোমরা বাচ্চারা কেবল পালন-ই করো না, পালন করার সাথে সাথে নিজেকেও বাবার সমান তৈরী করো। অলৌকিক দিব্য জন্মের মহত্বকে জেনে গেছো। আর কোনও বাবার সাথে বাচ্চাদের একসাথে জন্ম হয় না কিন্তু শিব জয়ন্তী অর্থাৎ বাবার দিব্য জন্মের সাথে বাচ্চাদেরও জন্ম হয়, এইজন্য ডায়মন্ড জুবিলী পালন করেছে তাই না। তাহলে বাবার সাথে বাচ্চাদেরও দিব্য জন্ম হয়। কেবল এই জয়ন্তীকেই হিরেতুল্য জয়ন্তী বলে থাকো কিন্তু হিরেতুল্য জয়ন্তী পালন করতে করতে নিজেরাও হিরে তুল্য জীবনে এসে যাও। এই রহস্যকে সকল বাচ্চারা ভালো ভাবে জানেও এবং অন্যদেরকেও শোনাতে থাকে। বাপদাদা সমাচার শুনতে থাকেন, দেখতেও থাকেন যে বাচ্চারা বাবার দিব্য জন্মের মহত্বকে কতটা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করেছে। বাপদাদা চারিদিকের সেবাধারী বাচ্চাদেরকে সাহসের রিটার্নে সহায়তা করতে থাকেন। বাচ্চাদের সাহস আর বাবার সহায়তা।

আজকাল বাপদাদার কাছে সকল বাচ্চাদের একটাই স্নেহের সংকল্প বারংবার আসছে যে এখন যত শীঘ্র সম্ভব বাবার সমান হতেই হবে। বাবাও বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা হতেই হবে। প্রত্যেকের এই দৃঢ় সংকল্প আছে তা স্নেহেও আন্ডার লাইন করে দাও যে “আমরা হবো না তো আর কে হবে! আমরাই ছিলাম, আমরাই আছি আর আমরাই প্রত্যেক কল্পে হতে থাকবো।” এটা পাক্ষা নিশ্চয় আছে তাই না?

ডবল বিদেশীরাও শিব জয়ন্তী পালন করতে এসেছে? খুব ভালো, হাত তোলো ডবল বিদেশী। বাপদাদা দেখছেন যে ডবল বিদেশীদের মধ্যেও সবথেকে বেশী এই উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে বিশ্বের কোনও কোণা যেন বঞ্চিত না থেকে যায়। ভারতের তো অনেক বেশী সময় সেবার জন্য প্রাপ্ত হয়েছে আর ভারতও গ্রামে গ্রামে সন্দেশ পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ডবল বিদেশীদেরকে ভারতের তুলনায় সেবার সময় কম প্রাপ্ত হয়েছে। তথাপি উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে বাপদাদার সামনে সেবার প্রমাণ খুব ভালো নিয়ে এসেছে আর ভবিষ্যতেও নিয়ে আসবে। ভারতে বর্তমান সময়ে যে বর্গীকরণের সেবা আরম্ভ হয়েছে, তার কারণেও সকল বর্গে সন্দেশ প্রাপ্ত হওয়া সহজ হয়ে গেছে কেননা প্রত্যেক বর্গ নিজের বর্গে এগিয়ে যেতে চায়

তো এই বর্গীকরণের ইন্ডেক্সন (আবিষ্কার) খুব ভালো হয়েছে। এর দ্বারা ভারতের সেবাতোও বিশেষ আত্মাদের আসা ভালো শোভনীয় লাগে। ভালো লাগে তাই না! বর্গীকরণের সেবা ভালো লাগে? বিদেশীরাও নিজেদের ভালো ভালো গ্রুপ নিয়ে আসে, রিট্রিট করায়, পদ্ধতি খুব ভালো করেছে। যেরকম বর্গীকরণের সেবাতো চান্স প্রাপ্ত হয়েছে, সেইরকমই এদের এই বিধিও খুব ভালো। বাপদাদার দুইদিকের সেবাই খুব পছন্দ হয়েছে, ভালো হয়েছে।

জগদীশ বাচ্চাও ভালো ইন্ডেক্সন বের করেছে আর বিদেশে এই রিট্রিট, ডায়লগ কে শুরু করেছে? (সবাই মিলেমিশে করেছে) ভারতেও মিলেমিশেই সবাই করেছে তথাপি (জগদীশ বাচ্চা) নিমিত্ত ছিল। ভালো হয়েছে প্রত্যেককে নিজেদের সমবয়সীদের সংগঠনে ভালো লাগে। তো দুই রকমের সেবাতো অনেক আত্মাদেরকে সম্মুখে নিয়ে আসার চান্স প্রাপ্ত হয়। রেজাল্ট ভালো লাগে তাই না? রিট্রিটের রেজাল্ট ভালো হয়েছে? আর বর্গীকরণের রেজাল্ট ভালো হয়েছে, দেশ-বিদেশের কোনো না কোনো নতুন ইন্ডেক্সন করে চলেছে আর করতেও থাকবে। ভারত হোক বা বিদেশ, সেবার উৎসাহ খুব ভালো। বাপদাদা দেখছেন যারা সত্যিকারের হৃদয় থেকে নিঃস্বার্থ সেবাতো এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের খাতাতে পুণ্যের খাতা খুব ভালো জমা হচ্ছে। কোনো কোনো বাচ্চাদের এক হলো নিজের পুরুষার্থের প্রালঙ্কার খাতা, দ্বিতীয় হলো সন্তুষ্ট থেকে অন্যদেরকেও সন্তুষ্ট করার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া আশীর্বাদের খাতা আর তৃতীয় হলো যথার্থ যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত সেবার রিটার্নে পুণ্যের খাতা জমা হওয়া। এই তিনপ্রকারের খাতা বাপদাদা প্রত্যেকেরই দেখছিলেন। যদি কারো তিনটি খাতাই জমা হয় তো তার লক্ষণ হল - সে সর্বদা সহজ পুরুষার্থী নিজেও অনুভব করে আর অন্যদেরকেও সেই আত্মার দ্বারা সহজ পুরুষার্থের স্বতঃই প্রেরণা প্রাপ্ত হয়। সেটা হল সহজ পুরুষার্থের সিম্বল। পরিশ্রম করতে হয় না, বাবার সাথে, সেবার সাথে আর সমগ্র পরিবারের সাথে ভালোবাসা থাকলে এই তিন প্রকারের ভালোবাসা পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত করে দেয়।

বাপদাদা সকল বাচ্চাদের থেকে এই শ্রেষ্ঠ আশা রাখেন যে সকল বাচ্চারা যেন সদা সহজ পুরুষার্থী থাকে। ৬৩ জন্ম ভক্তিতে, নানান বিভ্রান্তির মধ্যে উদ্ধার হওয়ার পরিশ্রম করেছে, এখন এই একটাই জন্ম হলো পরিশ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্ম। যদি অনেক সময় ধরে পরিশ্রম করে থাকো তাহলে এই সঙ্গমযুগের বরদান - 'ভালোবাসার দ্বারা সহজ পুরুষার্থী' - কবে নেবে? যুগ সমাপ্ত, বরদানও সমাপ্ত। তো এই বরদানকে যত শীঘ্র সম্ভব নিয়ে নাও। যত বড়ই কাজ হোক, যত বড়ই সমস্যা আসুক কিন্তু প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক সমস্যা এমন ভাবে অতিক্রম হবে যেরকম তোমরা বলে থাকো মাখন থেকে চুল টেনে বের করার মতো সহজেই হয়ে গেলো। বাপদাদা কোনও কোনও বাচ্চার একটু আধটু খেলা দেখেন, প্রফুল্লিতও হন আবার বাচ্চাদেরকে দেখে করুণাও আসে। যখন কোনও সমস্যা বা কোনও বড় কাজ সামনে আসে তখন কোনও কোনও বাচ্চাদের চেহারার উপরে একটু আধটু সমস্যা বা কাজের ঢেউ দেখা যায়। একটুখানি হলেও চেহারায় পরিবর্তন দেখা যায়। তারপর যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে? তখন বলে - অনেক বড় কাজ তাই না! বিঘ্ন বিনাশকের সামনে বিঘ্নই যদি না আসে তাহলে বিঘ্ন বিনাশকের টাইটেল কিভাবে গাওয়া হবে? একটুখানিও যেন চেহারার উপর ক্লান্তি বা মুড পরিবর্তনের চিহ্ন না আসে। কেন? তোমাদের যে জড় চিত্র অর্ধেক কল্প ধরে পূজিত হয় তাতে কখনও একটুখানিও ক্লান্তি বা মুড পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায় কী? যখন তোমাদের জড় চিত্র সদা হাসিমুখে থাকে তো সেটা কার চিত্র? তোমাদেরই তো না? তো চৈতন্যদেরই স্মরণিক চিত্র এইজন্য একটুখানিও ক্লান্তি বা যাকে বলা হয় বিরক্তভাব, সেটা যেন না আসে। সর্বদা হাসি খুশী চেহারা বাপদাদার আর সকলের পছন্দ হয়। যদি কেউ বিরক্ত হয় তাহলে কি তার কাছে তোমরা যাবে? চিন্তা করবে - এখন বলবো কি বলবো না। তো তোমাদের জড় চিত্রের সামনে তো ভক্তবৃন্দ অনেক উৎসাহের সাথে আসে আর চৈতন্যে কেউ ভারী হয়ে যায় তো ভালো লাগবে? এখন বাপদাদা সকল বাচ্চাদের চেহারার উপর সদা ফরিস্তা রূপ, বরদানী রূপ, দাতারূপ, করুণাময়, অক্লান্ত, সহজযোগী বা সহজ পুরুষার্থীর রূপ দেখতে চাইছেন। এমন বলবে না যে পরিস্থিতিই এরকম ছিল, না। যেরকমই পরিস্থিতি হোক কিন্তু তোমাদের রূপে - হাসিমুখ, শীতল, গম্ভীর আর রমণীয়তার ব্যালেন্স থাকবে। যদি কেউ হঠাৎ করে চলে আসে আর তোমরা সমস্যার কারণে সহজ পুরুষার্থী রূপে না থাকো তাহলে সে কি দেখবে? তোমাদের চিত্র তো তারাই নিয়ে যাবে। যেকোনো সময়, যদি কেউ তোমাদের কারোর, যদি এক মাসের হোক বা দুই মাসের, হঠাৎ করেই তোমাদের ফেস এর চিত্র ক্যামেরাবন্দী করে তাহলে এমনই চিত্র যেন হয় যেটা শুনিয়েছি। দাতা হও। গ্রহীতা নয়, দাতা। কেউ যা কিছু দিক, ভালো জিনিস বা খারাপও যদি দেয় কিন্তু তোমরা বড় থেকে বড় বাবার বাচ্চারা বড় হৃদয়বান, যদি কেউ খারাপও দেয় তো বৃহৎ হৃদয়বান হয়ে খারাপকে নিজের মধ্যে স্বীকার না করে দাতা হয়ে তোমরা তাকে সহযোগ দাও, স্নেহ দাও, শক্তি দাও। তোমাদের স্থিতির দ্বারা কোনো না কোনো গুণ তাদেরকে গিস্ট করো। এত বড় হৃদয়বান বড়'র থেকেও বড় বাবার বাচ্চা তোমরা। দয়া করো। হৃদয় থেকে সেই আত্মাদের প্রতি আরও এক্সট্রা স্নেহ ইমার্জ করো। যে স্নেহের শক্তির দ্বারা সে নিজেই পরিবর্তন হয়ে যায়। এইরকম বড় হৃদয়বান হয়েছে নাকি ছোট হৃদয়? অন্তলীন করার শক্তি আছে? নিজের অন্তরে লীন (সমাহিত) করে নাও। সাগরে কতো

নোংরা আবর্জনা পরিত্যাগ করে কিন্তু যারা ফেলছে সাগর কখনো তাদেরকে আবর্জনার পরিবর্তে আবর্জনা দেয় না। তোমরা তো হলে জ্ঞানের সাগর, শক্তির সাগরের সন্তান, মাস্টার।

তো শুনেছো বাপদাদা কি দেখতে চাইছেন? মেজরিটি বাচ্চারা লক্ষ্য রেখেছে যে এই বছরে পরিবর্তন করতেই হবে। করবো, শুধু ভাববো না, করতেই হবে। করতেই হবে নাকি সেখানে গিয়ে চিন্তা করবে? যারা মনে করছে - করতেই হবে তারা এক হাত দিয়ে তালি বাজাও। (সবাই হাত নাড়ায়) খুব ভালো। কেবল এই হাত তুলো না, মন থেকে দূট সংকল্পের হাত তোলো। এই হাত তোলা তো সহজ। মন থেকে দূট সংকল্পের হাত সর্বদা সফলতা স্বরূপ বানায়। যেটা চিন্তা করেছে সেটা হবেই হবে। পজিটিভ চিন্তা করবে। নেগেটিভ তো চিন্তাই করবে না। নেগেটিভ চিন্তা করার রাস্তা সদাকালের জন্য বন্ধ করে দাও। বন্ধ করতে জানো নাকি খুলে যায়? যেরকম এখন তুফান এলো আর দরজা নিজে থেকেই খুলে গেলো, এইরকম তো হয় না? তোমরা মনে করছো বন্ধ করে এসেছি আর তুফান খুলে দিল, এইরকম আলাগা ভাবে বন্ধ করবে না। আচ্ছা।

ডবল বিদেশীদের উৎসব ভালো হয়েছে তাই না! (১০ বছরের থেকে অধিক সময় জ্ঞানে চলা প্রায় ৪০০ জন ডবল বিদেশী ভাই বোন-দের সম্মান-সমারোহ পালন করা হয়েছে) ভালো লেগেছে? যারা পালন করেছে আর ভালো লেগেছে তারা হাত তোলো। পালনও আছে। এর মহত্ব কী? পালন করার মহত্ব কী? পালন করা অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া। সদা এইরকম মুকুটধারী, স্ব পুরুষার্থ আর সেবার দায়িত্ব কি বলা যায়, আনন্দই বলা যায়, সেবা করার আনন্দ উৎসাপনের মুকুট সর্বদাই পরে থাকবে। আর গোল্ডেন ওড়না-ও সকলে পরেছিল! তো গোল্ডেন ওড়না কি জন্য পরানো হয়েছিল? সদা গোল্ডেন এজেড্ স্থিতি, সিল্ভার নয়, গোল্ডেন। আবার দু-দুটো হারও পরেছিল। তো কিসের প্রতীক হিসেবে দুই হার পরবে? এক তো হলো সদা বাবার গলার হার। সদা কখনও গলা থেকে খুলে ফেলবে না, গলাতেই পরে থাকবে আর দ্বিতীয় হলো সদা সেবার দ্বারা অন্যদেরকেও বাবার গলার হার বানানো, এটাই হলো ডবল হার। তো খুব ভালো লাগলো - যারা পালন করেছিল আর যারা সেজেছিল দুজনকেই। তো এই উৎসব পালন করার, সদাকালের জন্য এই উৎসবের রহস্য বাবা বলেছেন। আর সাথে সাথে এটাও পালন করা অর্থাৎ উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা। সকলের অনুভব তো বাপদাদা দেখে নিয়েছেন। ভালো অনুভব হয়েছে। আর নেশা সকলের চেহারাতে প্রদর্শিত হচ্ছিল। ব্যস্ এইরকমই নিজের শক্তিশালী, হর্ষিতমুখ রমণীয় আর গম্ভীর স্বরূপ সদা ইমার্জ করে রাখো। কেননা বর্তমান সময়ের অবস্থা অনুসারে বেশী শোনার বা বোঝার লোক কম, দেখে অনুভব করার লোক বেশী। তোমাদের মুখমন্ডলে বাবার পরিচয়, শোনানোর পরিবর্তে দেখা যাবে। তো ভালো করেছে। বাপদাদাও দেখে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। এই বর্ষকে বা এই সিজনে বিশেষ উৎসবে সিজন্ হিসেবে পালন করেছে। সব সময় একইরকম হয় না।

(ড্রিল) সকলের মধ্যে রুলিং পাওয়ার আছে? কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে যখন চাও তখন রুল করতে পারো? স্ব-রাজ্য অধিকারী হয়েছে? যে স্বরাজ্য অধিকারী থাকবে সে-ই বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হবে। যখন চাও, যেরকমই বাতাবরণ হোক কিন্তু যদি মন বুদ্ধিকে অর্ডার দাও স্টপ্, তো হতে পারে নাকি টাইম লাগে? এই অভ্যাস প্রত্যেককে সারাদিনে মাঝে-মাঝে করা অত্যন্ত আবশ্যিক। আর চেষ্টা করবে যে সময় মন-বুদ্ধি খুব ব্যস্ত, এইরকম সময় যদি এক সেকেন্ডের জন্য স্টপ্ করতে চাও তো হতে পারে? তো চিন্তা করছো স্টপ আর স্টপ হতে ৩ মিনিট, ৫ মিনিট লেগে গেলো। এই অভ্যাস অস্তিম সময়ে খুব কাজে আসবে। এর আধারেই পাশ উইথ অন্যর হতে পারবে। আচ্ছা।

সদা হৃদয়ের উৎসাহ উদ্দীপনার উৎসব পালনকারী স্নেহী আত্মারা, সদা হিরে তুল্য জীবনের অনুভাবী, অনুভবের অথরিটি যুক্ত বিশেষ আত্মারা, সদা নিজের মুখ-মন্ডলের দ্বারা বাবার পরিচয় দিয়ে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানো সেবাধারী আত্মারা, সদা গম্ভীর আর রমণীয় দুটোরই একসাথে সমতা বজায় রাখা সকলের রেসিং-এর অধিকারী আত্মারা, এইরকম চারিদিকের দেশ-বিদেশের বাচ্চাদেরকে শিবরাত্রীর অভিনন্দন, অভিনন্দন। তার সাথে-সাথে বাপদাদার দিলারামের হৃদয়ের অন্তরের গভীর থেকে গভীরের প্রেম তথা স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- নিজের রাজ্য অধিকারী বা পূজ্য স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা দাতা হয়ে প্রদানকারী সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন ভব সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমি হলাম পূজ্য আত্মা অন্যদেরকে প্রদানকারী দাতা, গ্রহীতা নই, দেবতা। যেরকম বাবা তোমাদের সবাইকে নিজে থেকেই দিয়েছেন সেইরকম তোমরাও মাস্টার দাতা হয়ে দিতে থাকো, কিছু চাইবে না। নিজের রাজ্য অধিকারী বা পূজ্য স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো। আজ পর্যন্ত তোমাদের জড় চিত্রের সামনে গিয়ে তারা প্রার্থনা করে, বলে যে আমাদেরকে বাঁচাও। তো তোমরা হলে রক্ষাকর্তা,

বাঁচাও-বাঁচাও বলা আত্মা নও। কিন্তু দাতা হওয়ার জন্য স্মরণের দ্বারা, সেবার দ্বারা, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দ্বারা সর্ব খাজানাতে সম্পন্ন হও।

স্লোগান:- চলন আর চেহারার প্রসন্নতাই হলো আত্মিক পার্সোনালিটির লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের মোহের তার এখন ছিন্ন হয়ে যাওয়া চাই, কারণ এই সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, এই পুরানো দুনিয়ার কোনো জিনিসেই যেন রুচি না থাকে"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা আধ্যাত্মিক (রুহানী) নেশায় আক্লুত থাকে, তাদের টাইটেল কি হবে? কোন্ বাচ্চাদের এই নেশা চড়ে?

*উত্তরঃ - আধ্যাত্মিক নেশায় থাকা বাচ্চাদের বলা হয় - 'মস্ত কলন্দর' (রুহানী নেশায় মত্ত ফকির), সে-ই ময়ূর মুকুটধারী (কলঙ্গীধর) হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক নেশায় বৃন্দ তারাই থাকবে, যারা রুদ্র মালায় গাঁথা পড়বে। নেশা সেই বাচ্চাদেরই থাকবে, যাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে এখন আমাদের প্রকৃত গৃহে ফিরতে হবে। তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসতে হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) পিতা আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গ বার্তালাপ করছেন। একে বলা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আত্মাদের প্রতি। আত্মা হলো জ্ঞানের সাগর। মানুষ কখনো জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। মানুষ হলো ভক্তির সাগর। মানুষ তো সবাই। যে ব্রহ্মা বৎস ব্রাহ্মণ হয়, সে জ্ঞান-সাগরের থেকে জ্ঞান নিয়ে মাষ্টার জ্ঞান সাগর হয়ে যায়। তারপর দেবতাদের না ভক্তি থাকে, না জ্ঞান থাকে। দেবতারাই এই জ্ঞান জানে না। জ্ঞানের সাগর হলেন একজনই - পরমপিতা পরমাত্মা, সেইজন্য ওঁনাকেই হীরের মতো বলা হবে। উনিই এসে কড়ির থেকে হীরা, পাথর সম বুদ্ধি থেকে দৈবী বুদ্ধির (পারস বুদ্ধি) বানান। মানুষের কিছুই জানা নেই। দেবতারাই আবার এসে মানুষে পরিণত হয়। দেবতা হয় শ্রীমতের দ্বারা। অর্ধ-কল্প সেখানে (সত্যযুগে) কারোরই মত এর দরকার নেই। এখানে তো অনেক গুরু মত নিতে থাকে। এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমরা সঙ্গুর থেকে শ্রীমৎ প্রাপ্ত করো। শিখরা বলে সঙ্গুর অকাল বা মৃত্যুঞ্জয়। এর অর্থও জানে না। ডাকও দেয়, সঙ্গুর অকালমূর্ত অর্থাৎ সঙ্গতি করেন যিনি, তিনি অকালমূর্তি (কাল বা মৃত্যু যাকে নিতে পারে না)। অকালমূর্ত পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। সঙ্গুর আর গুরুর মধ্যেও রাত দিনের পার্থক্য। তাই একে ব্রহ্মার দিন আর রাত বলে দেয়। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত, তো অবশ্যই বলা হবে, ব্রহ্মা পুনর্জন্ম নেন। যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু হন। তোমরা শিববাবার মহিমা করো। ওঁনার হীরে তুল্য জন্ম।

এখন তোমরা বাচ্চারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হও। তোমাদের পবিত্র হয়ে আবার এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে। কুমারীদের তো কোনো বন্ধন নেই। ওদের শুধুমাত্র মা-বাবা বা ভাই-বোনের স্মৃতি থাকে। আবার স্বশুরবাড়ী গেলে দুটো পরিবার হয়ে যায়। এখন বাবা তোমাদের বলেন অশরীরী হয়ে যাও। এখন তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলছি। একমাত্র আমিই হলাম পতিত-পাবন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যেমন পুরানো সোনা আগুনে ফেললে তার থেকে খাদ বের হয়ে যায় আর সত্যিকারের সোনা থেকে যায়। এটাও হলো যোগ অগ্নি। এই সঙ্গমেই বাবা এখানে রাজযোগ শেখান, সেইজন্য ওঁনার অনেক মহিমা। রাজযোগ যা ভগবান শিখিয়েছিলেন সেটাই সবাই শিখতে চাইছে। বিদেশ থেকেও সন্ন্যাসীরা অনেককে নিয়ে আসে। ওরা ভাবে এরা সন্ন্যাস নিয়েছে। এখন তো তোমরাও সন্ন্যাসী। কিন্তু অসীম জগতের সন্ন্যাসকে কেউই জানে না। অসীম জগতের সন্ন্যাস তো একমাত্র বাবা-ই শেখান। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। এই দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি আমাদের রুচি থাকে না। অমুকে শরীর ছেড়েছে, গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নেয় ভূমিকা পালন করার জন্য, আমরা তবে কাঁদবো কেন! মোহের তার ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের এখন নতুন দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। এইরকম বাচ্চারাই মস্ত কলঙ্গীধর (ময়ূর মুকুটধারী) হয়। তোমাদের মধ্যে রাজা হওয়ার নেশা রয়েছে। ব্রহ্মা বাবার মধ্যেও তো নেশা রয়েছে যে আমি সত্যযুগে গিয়ে ময়ূর মুকুটধারী (কলঙ্গীধর) হবো, ভিত্তারী থেকে ধনবান হবো। ভিতরে ভিতরে এই নেশা চড়তে থাকে। সেইজন্যই তো মস্ত কলন্দর (মস্ত ফকির/আধ্যাত্মিক নেশায় যিনি মত্ত) বলে। ব্রহ্মা বাবার তো সাক্ষাৎকারও হয়। যেমন ওনার নেশা চড়ে থাকে, তোমাদেরও তেমন নেশা চড়া চাই। তোমরাও রুদ্র মালাতে গাঁথা পড়বে। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, তাদের নেশা চড়বে। আমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের এখন ফিরতে হবে নিজ নিকেতনে। আবার নতুন দুনিয়াতে আসবো। এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যারা ব্রহ্মা বাবাকে দেখবে, তারা শিশু কৃষ্ণকে দেখতে পাবে। কত সুন্দর সে। কৃষ্ণ তো এখানে থাকেই না। তাকে দর্শন করবার জন্য মানুষ কত উদ্বল হতে থাকে। দোলনা বানায়, তাকে দুধ পান করায়। ওটা তো জড় চিত্র

আর এ তো রিয়েল তাই না! এনারও এই অটল বিশ্বাস আছে যে আমি বালক হবো। তোমরা বাচ্চারাও দিব্য দৃষ্টিতে ছোট বাচ্চা দেখো। এই চোখে তো দেখতে পাবে না। আত্মার যখন দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় তখন শরীরের বোধ থাকে না। ঐ সময় নিজেকে মহারানী আর ওনাকে(কৃষ্ণকে) বাচ্চা মনে হবে। এই সাক্ষাৎকারও এই সময়ে অনেকেরই হয়ে থাকে। অনেকের সাদা পোশাক পরিহিতরও সাক্ষাৎকার হয়। তাকে আবার বলে তুমি এদের কাছে যাও, জ্ঞান নাও তবে এইরকম প্রিন্স হবে। এ তো যাদু হয়ে গেল, তাই না ! সওদাও তো খুব ভালো করেন তাই না! কড়ি নিয়ে হীরা-মুক্তো দেন। তোমরা হীরের মতো হও। তোমাদের শিববাবা হীরের মতো তৈরী করেন, সেইজন্য তিনি মহান। মানুষ না বোঝার জন্য যাদু-যাদু বলে দেয়। যারা আশ্চর্যবৎ ভাগ্যবান হয়ে যায়, তারা গিয়ে উল্টো পাঁটা কথা বলতে থাকে। এইরকম ভাবে অনেকে ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। এইরকম ট্রেটর হলে উঁচু পদ পেতে পারে না। তাদের বিষয়েই বলা হয় গুরুর নিন্দক কোথাও স্থান পায় না। এখানে তো সত্যিকারের বাবা আছেন। এটাও তোমরা এখন বোঝো। মানুষ তো বলে দেয় তিনি যুগে-যুগে আসেন। আচ্ছা, যুগ হলো চারটি, তাহলে ২৪ অবতার কি ভাবে বলা যায়? আবার বলে, নুড়ি-পাথর, প্রতিটি কণায়- কণায় পরমাত্মা আছেন, তবে তো সবাই পরমাত্মা হয়ে গেল ! বাবা বলেন আমি কড়ি থেকে হীরে বানিয়ে থাকি, আমাকেই তারা নুড়ি-পাথরে ঠুকে দিয়েছে। সর্বব্যাপী হয়ে গেলে, সব কিছুতে থাকলে তবে তো কোনো ভ্যালু থাকল না। আমার কিরকম অপকার করে। বাবা বলেন এটাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। যখন এইরকম হয়ে যায় তখন বাবা আবার এসে উপকার করেন অর্থাৎ মানুষকে দেবতা বানান।

ওয়ার্ল্ড এর হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি আবার রিপিট হয়। সত্যযুগে আবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণই আসবে। ওখানে শুধু ভারতই থাকে। শুরুতে খুবই কম দেবতারা থাকে আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে পাঁচ হাজার বছরে কতো হয়ে গেল। এখন এই জ্ঞান আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাকীটা হলো ভক্তি। দেবতাদের চিত্র দেখে দেবতাদের মহিমা গায়। এটা বুঝতে পারে না যে এরা চৈতন্য রূপে ছিল, কোথায় গেল তারা? চিত্রকে পূজা করে কিন্তু তারা গেল কোথায়? এই দেবতাদেরকেও তমোপ্রধান হয়ে আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এটা কারও বুদ্ধিতেই দেয় না। এইরকম তমোপ্রধান বুদ্ধিকে আবার সতোপ্রধান করে তোলা বাবার-ই কাজ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশ্বে হয়ে গেছে, সেইজন্য এদের মহিমা হয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলো একমাত্র ভগবান। বাকী সবাই তো পুনর্জন্ম নিতে থাকে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবা-ই সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি না এলে তো আরও-ই ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন), তমোপ্রধান হয়ে যেত। যখন এরা রাজত্ব করত তখন ওয়ার্থ পাউন্ড (অতি মূল্যবান) ছিল। ওখানে (সত্যযুগে) কোনো পূজা ইত্যাদি করা হত না। পূজ্য দেবী-দেবতারাই পূজারী হয়ে গেছে, বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে গেছে। এটা কারোরই জানা নেই যে এরাই একদিন সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এই কথা নম্বর ক্রম অনুযায়ী বুঝতে পারে। নিজেই সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না তো অপরকে কি বোঝাবে? নাম হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, বোঝাতে না পারলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য বলা উচিত আমি বড় দিদিকে ডাকছি, তিনি আপনাকে বোঝাবেন। ভারতই হীরের মতো ছিল, এখন কড়ির মতো। বেগর (ভিখারী) ভারতকে মুকুটধারী কে বানাবে? লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন কোথায়, হিসেব দাও? বলতে পারবে না। তারা হলো ভক্তির সাগর, সেই নেশাতেই মত্ত। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর। ওরা তো শাস্ত্রকেই জ্ঞান মনে করে। বাবা বলেন শাস্ত্রতে আছে ভক্তির নিয়ম কানুন। তোমাদের মধ্যে যত জ্ঞানের শক্তি বাড়তে থাকবে, তোমরা ততই চুম্বকে পরিণত হবে। তখন সবাই আকৃষ্ট হবে, এখন হচ্ছে না। তবুও যার যতটা যোগ, যতটা শক্তি, সেই অনুসারেই বাবাকে স্মরণ করে। এমন নয় যে, সব সময়ই বাবাকে স্মরণ করছে। তবে তো এই শরীরও থাকবে না (কর্মাজীত হয়ে যাবে)। এখন তো অনেকেই ঈশ্বরীয় বার্তা দিতে হবে, পয়গম্বর (বার্তা বাহক) হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা পয়গম্বর হয়ে থাকো আর কেউ হয় না। থাইস্ট প্রমুখরা এসে ধর্ম স্থাপন করে, ওদের পয়গম্বর বলা যায় না। সে শুধু খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করেছে আর কিছু করেনি। সে কারো শরীরে এসে ধর্ম স্থাপন করে, তারপর তার অনুসরণকারীরা আসে। এখন তো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। পরবর্তী কালে তোমাদের সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে - আমরা কে কি হবো, এই এই বিকর্ম আমরা করেছি। সাক্ষাৎকার হতে দেবী হয় না। কাশী কলবট খেতো। একদম দাঁড়ানো অবস্থায় কুয়োতে ঝাঁপ দিত। এখন তো সরকার সেই কুঁয়ো বন্ধ করে দিয়েছে। তারা ভাবতো আমরা মুক্তি পাবো। বাবা বলেন মুক্তি তো কেউ পেতে পারে না। অল্প সময়ে যেমন সমস্ত জন্মের শাস্তি পেয়ে যাওয়া যায় আবার নতুন করে হিসাব নিকাশ শুরু হয়। ফিরে কেউই যেতে পারে না। কোথায় গিয়ে থাকবে? আত্মাদের বৃক্ষের শ্রেণীই নষ্ট হয়ে যাবে। আত্মারা নম্বর অনুযায়ী আসবে আবার যাবে। বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হলে তখন এই কল্প বৃক্ষের চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে। ৮৪ জন্মের সমস্ত সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করেছে। আবার তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কেউ অনেক মার্কস পেয়ে পাশ করে কেউ কম। একশ' মার্কস তো কারোরই হয় না। ১০০ হয়ই বাবার। সেটা তো কেউ হতে পারে না। অল্প-অল্প পার্থক্য হয়ে যায়। একরকমও কেউ হতে পারে না। কত শত মানুষ, সবার ফিচার্স যার-যার নিজের মতো। আত্মারা সবাই হলো কতো

ছোট বিন্দু। মানুষ কতো বড় বড়, কিন্তু আকৃতি একের সাথে অপরের মেলে না। যত আত্মারা আছে, ততটাই আবার হবে, তবে তো ওখানে (পরমধামে) ঘরে থাকবে। এও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। এতে সামান্যতমও ফারাক হতে পারে না। এক বার যে শুটিং হয়েছিল সেটাই আবার দেখতে পাওয়া যাবে। তোমরা বলবে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা এইরকম মিলিত হয়েছিলাম। এক সেকেন্ডও কম বেশী হতে পারে না, ড্রামা যে! যাদের এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে তাদের বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। বাবার থেকেই এই নলেজ পাওয়া যায়। মানুষ, মানুষকে এই জ্ঞান দিতে পারে না। ভক্তি শেখায় মানুষ, জ্ঞান শেখায় একমাত্র বাবা। জ্ঞানের সাগর তো হলো একমাত্র বাবা। জ্ঞান সাগরের থেকে, জ্ঞান নদীর মাধ্যমে মুক্তি, জীবন-মুক্তি পাওয়া যায়। সে সব তো হল জলের নদী। জল তো সর্বত্র আছেই। জ্ঞান পাওয়াই যায় সঙ্গমে। জলের নদী সমূহ তো ভারতে বইতেই থাকে, বাকী তো এতো সব শহর সব শেষ হয়ে যাবে। কোনো খন্ডও পড়ে থাকবে না। বৃষ্টি তো পড়তে থাকবে। জল, সাগরের জলে গিয়ে পড়বে। কেবল এই ভারতই থাকবে।

এখন তোমাদের সব নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। এ হলো জ্ঞান, বাকী সব ভক্তি। হীরের মতো এক শিববাবাই আছেন, যার জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে শিববাবা কি করেছেন? উনি তো এসে পতিতকে পাবন করেন, আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। তখন গাওয়া হয় জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হলো...। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত হয়। এখন তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হবো। আবার শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তোমরা সবাই নম্বর ক্রম অনুযায়ী পবিত্র হও। কত সহজ কথা। মুখ্য কথা হলো স্মরণের। অনেকেই আছে যাদের নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণও আসে না। তবুও বাচ্চা হয়েছে যখন তখন স্বর্গে অবশ্যই যাবে। এই সময়ের পুরুষার্থ অনুসারেই রাজ্য স্থাপন হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম মাষ্টার জ্ঞান সাগর, নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি ভরে চুষক হতে হবে, ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক হতে হবে।

২) এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে সন্স্কৃত বাবার নাম বদনাম হয়। যা কিছুই ঘটুক না কেন, কখনো কাঁদবে না।

বরদানঃ:- সত্যতার ফাউন্ডেশনের দ্বারা চলন আর চেহারার দ্বারা দিব্যতার অনুভূতি করানো সত্যবাদী ভব দুনিয়াতে অনেক আত্মারা নিজেকে সত্যবাদী বলে থাকে বা মনে করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যতা পবিত্রতার আধারেই হয়। পবিত্রতা নেই তো সদা সত্য থাকতে পারবে না। সত্যতার ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা আর সত্যতার প্র্যাক্টিক্যাল প্রমাণ হলো চেহারা আর চলনে দিব্যতা থাকবে। পবিত্রতার আধারের উপর সত্যতার স্বরূপ স্বতঃ আর সহজ হয়ে থাকে। যখন আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র হবে তখন বলবে সম্পূর্ণ সত্যবাদী অর্থাৎ দিব্যতা সম্পন্ন দেবতা।

স্লোগানঃ:- অসীম জগতের সেবাতে ব্যস্ত থাকো তাহলে অসীম জগতের বৈরাগ্য স্বতঃই এসে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিদেহী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, স্বধর্মে স্থিত হতে পারলেই শক্তি পাবে, খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে,
(আম্মার) ব্যাটারি ফুল হতেই থাকবে"

*প্রশ্নঃ - ড্রামাতে কোন্ বিষয়টি নির্ধারিত হওয়ার কারণ জেনে তোমরা বাচ্চারা সদা অটল থাকো?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো বোমা ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হয়েছে, এসব অবশ্যই ব্যবহার হবে। বিনাশ হবে তবেই তো আমাদের নতুন দুনিয়া আসবে। এটাই অনাদি কাল ধরে ড্রামায় নির্ধারিত, মরতে তো সবাইকেই হবে। তোমরা খুশিতে আছো যে, আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে রাজধানীতে জন্ম নেবো। তোমরা ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখছো। এতে অস্থিরতার কোনও প্রশ্নই নেই, কাল্পনিকটিরও প্রয়োজন নেই।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন এই যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তাকে হিন্দু ধর্মে কেন নিয়ে এসেছে? কারণ খুঁজে বের করা উচিত। সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। তারপর যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন আর নিজেদের দেবতা বলতে পারেনি। তখন নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলার পরিবর্তে আদি সনাতন হিন্দু বলে দিয়েছে। শুধু দেবতা শব্দটি বদল করে হিন্দুস্তান রেখেছে। ঐ সময় ইসলামরা এসেছিল আর ঐ বাইরে থেকে আগতরা এসে হিন্দু ধর্ম নাম রেখেছিল। প্রথমে হিন্দুস্তান নামও ছিল না। সুতরাং আদি সনাতন হিন্দু দেবতা ধর্মাবলম্বীই বোঝা উচিত। ওরা প্রকৃতপক্ষেই ধর্মাত্মা। সবাই সনাতনী নয়, যারা পরে এসেছে তাদের আদি সনাতনী বলা হবে না। হিন্দুদের মধ্যেও পরে আসবে। আদি সনাতন হিন্দুদের বলা উচিত যে তোমাদের আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল। তোমরাই আদি সত্যপ্রধান সনাতন ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আবার স্মরণের যাত্রার দ্বারা সত্যপ্রধান হয়ে ওঠো। তাদের এই ওষুধ ভালো লাগবে বাবা সার্জেন যে! যাদের এই ওষুধ ভালো লাগবে তাদেরই দেওয়া উচিত। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তাদেরই স্মরণ করানো উচিত। যেমন বাচ্চারা তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে। বাবা বুঝিয়েছেন - কিভাবে তোমরা সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছো। এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হতে হবে। তোমরা বাচ্চারা স্মরণের যাত্রার দ্বারা সত্যপ্রধান হয়ে উঠছ। যারা আদি সনাতন হিন্দু হবে তারাই প্রকৃতপক্ষে দেবী-দেবতা হবে আর তারাই আবার দেবতাদের পূজা করবে। ওদের মধ্যে যারা শিব বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম ইত্যাদি দেবতাদের ভক্ত, তারা হলো দেবতা গোত্রীয় (ঘরানার)। এখন স্মৃতিতে এসেছে -- যারা সূর্যবংশী তারাই আবার চন্দ্রবংশী হয়, সুতরাং এমন সব ভক্তদের খুঁজে বের করা উচিত। ফর্ম তাকে দিয়েই পূরণ করাবে যে বুঝতে এসেছে। প্রধান সেন্টার গুলোতে অবশ্যই পূরণ করার জন্য ফর্ম রাখা উচিত। যে আসবে তাকে প্রথম থেকেই অধ্যয়ন করাতে হবে। সর্বপ্রথম কথাই হলো যে বাবাকে জানে না তাকে বোঝাতে হয়। তুমি নিজের বড় বাবাকে (শিব) জানো না। তুমি আসলেই পারলৌকিক বাবার সন্তান। এখানে এসে লৌকিকের হয়েছো। তোমরা নিজের পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও। বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওখানে অনেক ধর্ম হয় না। সুতরাং যে ফর্ম পূরণ করাবে তার উপরই সবটা নির্ভর করছে। যদিও কিছু বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো বোঝাতে পারে কিন্তু যোগ করে না। অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা সেটা নেই। স্মরণে স্থিত হতে পারে না। যদিও জানে আমি খুব ভালো বোঝাতে পারি, মিউজিয়াম ইত্যাদিও খোলে কিন্তু স্মরণ খুব কম। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা এতেই পরিশ্রম। বাবা সতর্ক করে দিচ্ছেন। এমনটা ভেবো না যে, আমি খুব ভালো কনভেন্স করতে পারি। কিন্তু এতে লাভ কি হবে? ঠিক আছে, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে গেছো কিন্তু এতে তো বিদেহী হতে হবে। কর্ম করতে-করতে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আত্মা এই শরীরের দ্বারা কর্তব্য করছে -- এটাও স্মরণে আসে না, খেয়ালেও আসে না যাদের তাদের বলে বুদ্ধ। বাবাকে স্মরণ করতে পারে না! সার্ভিস করার শক্তি নেই। বিনা স্মরণে শক্তি কোথা থেকে আসবে? ব্যাটারি কিভাবে ভর্তি হবে? চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়বে, শক্তি থাকবে না।

বলা হয়ে থাকে রিলিজিয়াস ইজ মাইট (ধর্মই শক্তি)। আত্মা স্বধর্মে স্থিত হবে, তবেই তো শক্তি পাবে। অনেকেই আছে যাদের বাবাকে স্মরণ করা আসে না। তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়। সবকিছু স্মরণে আসবে, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে অসমর্থ হবে। যোগের দ্বারাই বল প্রাপ্ত হবে। স্মরণে অনেক খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে। তারপর পরবর্তী জন্মেও এমন তেজস্বী শরীর লাভ করবে। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাবে। বলা হয় এতে ২৪ ক্যারেট সোনা আছে, সুতরাং ২৪ ক্যারেটের গয়না। এই সময় সবাই ৯ ক্যারেট হয়ে গেছে। সত্যপ্রধানকে ২৪ ক্যারেট বলা হয়, সত্যকে ২২ ক্যারেট,

এটাই বড় বোঝার ব্যাপার। বাবা বুঝিয়েছেন সর্বপ্রথম ফর্ম পূরণ করলেই বোঝা যাবে কতটা রেসপন্স করছে? কতটুকু ধারণ করেছে? তারপরও কি এসে স্মরণের যাত্রায় স্থিত হচ্ছে? স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। ওটা (লৌকিক) হলো ভক্তির শারীরিক যাত্রা আর এটা হল আত্মিক (রূহানী) যাত্রা। আত্মা (রূহ) যাত্রা করে। ভক্তিতে আত্মা আর শরীর দুই-ই যাত্রা করে। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে। কাউকে প্রভাবিত করতে হলে বাবাকে কখনও বা কারও মধ্যে প্রবেশও করতে হয়। মা-বাবা দু'জনেই সাহায্য করেন - কখনও নলেজ দ্বারা কখনও বা যোগ দ্বারা। বাবা তো সদা বিদেহী (শরীর ছীন)। শরীরের কোনো অনুভূতি নেই। সুতরাং বাবা দুই শক্তির দ্বারাই (জ্ঞান আর যোগ) সাহায্য করে থাকেন। যোগ না হলে শক্তি কোথা থেকে পাবে? কাউকে দেখেই বোঝা যায় এ জ্ঞানী না যোগী। যোগের জন্য বাবা প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টস বুঝিয়ে বলেন। আগে তো বাবা এ'সব বোঝাতেন না। কেবল বলতেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তোমাদের এখন এত শক্তিশালী করে তুলেছেন যে, ভাই বোনের সম্পর্কও মুছে ফেলে শুধুমাত্র ভাই-ভাই এর দৃষ্টি যেন থাকে। আমরা আত্মা ভাই-ভাই। এ অনেক উচ্চ দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত এই পুরুষার্থ করে যেতে হবে। যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে তখন এই শরীর ত্যাগ করবে, সুতরাং যতটা সম্ভব এই পুরুষার্থ বৃদ্ধি করতে হবে। বৃদ্ধদের জন্য অনেক সহজ। এখন আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। ইয়ংদের এই ধরনের ভাবনা কখনও আসবে না। বৃদ্ধরা বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকে। বোঝা যায় ফিরে যেতে হবে। এইসব জ্ঞানের কথা বুঝতে হবে। কল্প-বৃক্ষ (ঝাড়) বৃদ্ধি হতেই থাকবে। বৃদ্ধি হতে হতে সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ তৈরি হয়ে যাবে। কাঁটাকে বদলে নতুন ছোট ফুলের ঝাড় তৈরি করতে হবে। নতুন তৈরি হয়ে আবার পুরানো হয়ে যাবে। প্রথমে বৃক্ষ ছোট হবে তারপর বৃদ্ধি হবে। বৃদ্ধি হতে হতে শেষে গিয়ে কাঁটায় পরিণত হয়। প্রথমে হয় ফুল আর তার নামই হলো স্বর্গ। তারপর তার গন্ধ আর ঐ শক্তি থাকে না। কাঁটায় কোনও গন্ধ হয়না। সাধারণ ফুলেও গন্ধ থাকে না। বাবা হলেন বাগানের মালী আবার কান্ডারীও। সবার নৌকা পাড়ে নিয়ে আসেন। নৌকা পার কিভাবে করেন, কোথায় নিয়ে যান -- এটাও যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারাই বুঝবে। যে বোঝে না সে পুরুষার্থও করে না। নম্বর অনুযায়ী আছে না! কোনও কোনও এরোপ্লেন তো শব্দের থেকেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। আত্মা কিভাবে উড়ে যায় - এটা কারো জানা নেই। আত্মা তো রকেটের থেকেও তীব্র গতিতে উড়ে যায়। আত্মার মত দ্রুত গতি আর কোনো জিনিসের হয় না। রকেট ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু জ্বালানি ঢালা হয় যা শীঘ্রই উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিনাশের জন্য কত বারুদ ইত্যাদি তৈরি করে। স্টীমার, এরোপ্লেনে করেও বম্ব নিয়ে যায়। এখন তো সমস্ত কিছুই আগে থেকেই রেডি করে রাখে। সংবাদপত্রেও লেখে। এমনটা বলতে পারে না যে বোমা কাজে লাগাবো না। হতে পারে বোমা নিষ্ফেপ হবে এমনটাই বলতে থাকে। এই সবই প্রস্তুত হয়ে চলেছে। বিনাশ তো নিশ্চয়ই হবে। বোমা নিষ্ফেপ হবে না, বিনাশ হবে না -- এমন হতেই পারে না। তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এটাই ড্রামায় নির্ধারিত। সেইজন্য তোমাদের অতীব খুশি হওয়া উচিত। কথায় আছে, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (মিরুয়া মোত মলুকা শিকার = শিকার মরলে শিকারীর খুশী)... ড্রামানুসারে সবাইকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের ড্রামার জ্ঞান থাকার কারণে তোমরা অস্থির হওনা, সাক্ষী হয়ে দেখো। কাল্পনিকটির প্রয়োজন নেই, সময়ানুসারে শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে। তোমাদের আত্মা জানে যে আমরা পরবর্তী জন্মে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করবো। আমি রাজকুমার হবো। আত্মা জানে তবেই তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সাপের মধ্যেও আত্মা আছে না! ওরাও বলতে পারে আমরা এক খোলস ছেড়ে অন্য খোলস ধারণ করি। কখনও তো শরীর ত্যাগ করবে, তারপর আবার বাচ্চা হবে। বাচ্চা তো জন্ম নেয়, তাইনা! পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে। এসবই বিচার সাগর মন্বন করতে হবে।

সর্বপ্রথম মুখ্য বিষয় হল বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। যেমন ছোট বাচ্চা মা-বাবার সাথে একদম জড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনই অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বৃদ্ধি যোগের দ্বারা বাবার সাথে জুড়ে থাকতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে আমি কতটুকু ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি। (নারদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী)। ভক্ত যতক্ষণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না। এ শুধুই লক্ষ্মীকে বরণ করার কথা নয়। এটা তো বোঝার ব্যাপার। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তখন বিশ্বে রাজত্ব করতাম। এখন আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই পরিশ্রম তোমরা কল্প-কল্প ধরে প্রকৃত যোগ আর শক্তির দ্বারা করেই আসছো। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমি কাউকে বোঝাতে কতটা সক্ষম হয়েছি? দেহ-অভিমান থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছি? আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। আমি আত্মা এর দ্বারা (কর্মেন্দ্রিয়) কর্ম করি, এসব আমার অরগ্যানস। আমরা সবাই পার্টধারী। এই ড্রামায় এটাই বেহদের বড় নাটক। এখানে নম্বর অনুসারে সবাই তাদের অ্যাক্টর। আমরা বুঝতে পারি - এখানে মুখ্য অ্যাক্টর কারা। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড গ্রেড কে কে। তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। রচয়িতার দ্বারাই রচনার নলেজ পাওয়া যায়। রচয়িতা এসেই নিজের আর

রচনার রহস্য বুঝিয়ে বলেন। ইনি (ব্রহ্মা শরীর) হলেন ওনার রথ, যার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা বলতে পারো, তবে তো দুজন আত্মা। এটাও সহজ কথা। যখন পিন্ড দান করা হয় তখন আত্মা তো আসে না! পূর্বে তারা আসত আর তাদেরকে কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করা হতো। এখন তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কেউ-কেউ এখনও বলে আমি পূর্ববর্তী জন্মে অমুক ছিলাম। ফিউচারের কথা বলতে পারে না। অতীতের কথা বলে থাকে। সব কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না।

বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের শান্ত হতে হবে। তোমরা যত জ্ঞান-যোগের দ্বারা শক্তিশালী হবে ততই সলিড (খাঁটি) হতে পারবে। এখনও অনেক বাচ্চা সহজ-সরল। ভারতবাসী দেবী-দেবতারা কত সলিড ছিল। ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। এখন তো সব রিক্ত। ওরা ছিল সলভেন্ট, যেখানে তোমরা হয়ে উঠছো ইনসলভেন্ট। তোমরা নিজেরাই জানো ভারত কি ছিল আর এখন কি হয়েছে। অনাহারে মরতে হবে। শস্য-আনাজ, জল কিছুই পাওয়া যাবে না। কোথাও বন্যা হবে, আবার কোথাও একফোঁটা জলও থাকবে না। এই সময় চতুর্দিকে দুঃখের ঘনঘটা ছড়িয়ে আছে, সত্য যুগে থাকে সুখের ঘনঘটা। এই খেলাকে তোমরা বাচ্চারাই বুঝেছ আর তো কেউ জানেই না। ব্যাজ ব্যবহার করেও ভালো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে উনি হৃদের লৌকিক পিতা আর ইনি (শিব বাবা) অসীম জগতের পারলৌকিক পিতা। এই পিতা একবারই সঙ্গমে এসে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হয়। এখন হলো আয়রন এজ (লৌহযুগ) এরপর গোল্ডেন এজ(স্বর্ণ যুগ) অবশ্যই হবে। তোমরা এখন সঙ্গমে আছ। অন্তর স্বচ্ছ হলে ইচ্ছাও পূর্ণ হবে। রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করো -- কোনও খারাপ কর্ম করিনি তো? কারও প্রতি অন্তরে বিকার ভাবনা আসেনি তো? অন্তরের আনন্দে আছি? না নানা গল্প করে সময় নষ্ট করেছি? বাবার আদেশ হলো - মামেকম্ স্মরণ করো। যদি স্মরণ না করো তবে আদেশ অমান্যকারী হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান-যোগের খুশিতে থাকতে হবে। অন্তর স্বচ্ছ রাখতে হবে। ব্যর্থ চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট করো না।

২). আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে - এই অভ্যাস পাক্সা করতে হবে। বিদেহী হয়ে স্বধর্মে স্থিত হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- স্ব স্বরূপ আর বাবার সত্য স্বরূপকে জেনে সত্যতার শক্তি ধারণকারী দিব্যতা সম্পন্ন ভব
যে বাচ্চারা নিজের স্ব স্বরূপকে বা বাবার সত্য পরিচয়কে যথার্থ রূপে জেনে যায় আর সেই স্বরূপের স্মৃতিতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সত্যতার শক্তি এসে যায়। তাদের প্রতিটি সংকল্প সদা সত্যতা বা দিব্যতা সম্পন্ন হয়। সংকল্প, বাণী, কর্ম আর সম্বন্ধ সম্পর্ক সবকিছুতে দিব্যতার অনুভূতি হয়। সত্যতাকে প্রমাণিত করার আবশ্যকতা থাকে না। যদি সত্যতার শক্তি থাকে তাহলে খুশীতে নাচতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- সকাশ দেওয়ার সেবা করো তাহলে সমস্যাগুলি সহজেই পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে নিজের কল্যাণের চিন্তা করো, কোথাও ঘুরতে ফিরতে গেলেও, একান্তে বিচার সাগর মন্থন করো, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমি কি সদা আনন্দিত থাকি"

*প্রশ্নঃ - করুণাময় বাবার বাচ্চাদের নিজেদের প্রতি কি করুণা করা উচিত?

*উত্তরঃ - যেমন বাবার করুণা হয় বলেই তিনি চান যে আমার বাচ্চারা যেন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয়, বাবা বাচ্চাদের ফুলের মতো সুন্দর (গুল-গুল) বানাবার জন্যে কতো পরিশ্রম করেন তো বাচ্চাদেরও নিজেদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত যে আমরা বাবার আহ্বান করি - হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের ফুলে পরিণত করো। এবারে তিনি এসেছেন তো আমরা কি ফুলে পরিণত হবো না ! দয়া হলেই তো দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে। বাবা যা কিছু বলেন সেসব ধারণ করবে।

ওম শান্তি । এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে যে - এই বাবা হলেন পিতা, টিচার ও সঙ্গুরু । তো বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমরা এখানে যখন আসো তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ও সিঁড়ির চিত্রটি দেখো? যখন দুটি চিত্র দেখা হয় তখন এইম অবজেক্ট এবং সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় যে আমরা দেবতায় পরিণত হয়ে তারপরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসি। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারাই প্রাপ্ত করো। তোমরা হলে স্টুডেন্ট। এইম অবজেক্ট অর্থাৎ মূল লক্ষ্যটি সামনে আছে। যে আসবে তাকেই বোঝাও - এই হলো এইম অবজেক্ট। এই পঠনপাঠনের দ্বারা আত্মারা এইরূপ দেবী-দেবতায় পরিণত হয়। তারপরে ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে, আবার রিপিট করতে হয়। খুবই সহজ এই নলেজ তবু পড়তে পড়তে ফেল হয়ে যাও কেন? ঐ দৈহিক পড়াশোনার চেয়ে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হলো খুব সহজ। এইম অবজেক্ট এবং ৮৪ জন্মের চক্র একেবারে সামনে আছে। এই দুটি চিত্র ভিজিটিং রুমেও থাকা উচিত। সার্ভিস করার জন্য সার্ভিসের উপকরণও চাই। এতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। এই পুরুষার্থও আমরা এখনই করি। সত্যোপধান হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কোথাও ঘুরতে বেড়াতে গিয়েও বুদ্ধিতে এটাই থাকা চাই। এই কথা তো বাবা জানেন যে সকলেই হলো নম্বর ক্রমানুসারে। কেউ খুব ভালো ভাবে বোঝে অর্থাৎ নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করে, নিজের কল্যাণের জন্য। প্রতিটি স্টুডেন্ট বোঝে এই এই স্টুডেন্ট ভালো পড়াশোনা করে। নিজে না পড়া মানে, নিজের ক্ষতি করা। নিজেকে খানিকটা যোগ্য করে তোলা উচিত। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তাও আবার অসীম জগতের বাবার! এই ব্রহ্মাও পড়েন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো পদ মর্যাদা এবং সিঁড়ি হলো ৮৪ জন্মের চক্রের। এটা হলো প্রথম জন্ম আর এটা হলো লাস্ট জন্ম। তোমরা দেবতা হও। কেউ ভিতরে এলেই সামনে দাঁড় করিয়ে এইম অবজেক্ট এবং সিঁড়ি (চিত্র) নিয়ে বোঝাও। প্রতিদিন চিত্রের সামনে এসে বসো তবে স্মরণে আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, অসীম জগতের বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন। সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে ভরপুর রয়েছে, তো কতখানি খুশীতে থাকা উচিত। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমাদের সেইরূপ অবস্থা থাকে না কেন? কী কারণ ঘটে যে খুশীতে থাকতে বাধা পড়ে? যারা চিত্র তৈরি করে তাদের বুদ্ধিতেও থাকবে যে এই হলো আমাদের ভবিষ্যতের পদ, এই হলো আমাদের এইম অবজেক্ট এবং এই হল ৮৪ জন্মের চক্র। গায়নও আছে সহজ রাজযোগ। সে তো বাবা রোজই বোঝান যে তোমরা হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান, অতএব স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেওয়া উচিত এবং সম্পূর্ণ চক্রের রহস্যও বোঝান তাই নিশ্চয়ই সেসব স্মরণে আসা উচিত এবং তারপরে কথা বলার ম্যানার্স ভালো হওয়া উচিত। আচার-আচরণ খুব ভালো হওয়া উচিত। চলতে-ফিরতে কাজকর্ম করতে করতে বুদ্ধিতে শুধু এইটুকু যেন থাকে যে আমরা বাবার কাছে পড়াশোনা করতে এসেছি। এই জ্ঞানই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। পড়াশোনা তো খুব সহজ। কিন্তু ভালো ভাবে না পড়লে তো টিচারের নিশ্চয়ই এই চিন্তা থাকবে যে ক্লাসে অনেক কমবুদ্ধি বাচ্চারা থাকলে আমাদের নাম খারাপ হবে। স্কলারশিপ প্রাপ্ত হবে না। গভর্নমেন্ট কিছু দেবে না। এও তো স্কুল, তাই না! এতে স্কলারশিপ ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। তবুও পুরুষার্থ তো করানো হয় তাইনা। আচার আচরণ সংশোধন করো। দৈবী গুণ ধারণ করো। চরিত্র ভালো হওয়া উচিত। বাবা তো তোমাদের কল্যাণের জন্য এসেছেন। কিন্তু বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারে না। শ্রীমৎ যদি বলে ওখানে যাও তো যাবে না। বলবে এখানে গরম, এখানে ঠান্ডা। বাবাকে চেনে না যে আমাদের কে আদেশ দিয়েছেন? এই সাধারণ রথটি বুদ্ধিতে আসে। সেই বাবা (নিরাকার শিব) কখনও বুদ্ধিতে আসে না। বড় বড় রাজাদের সবাই কতো ভয় করে। উঁচু অথরিটি সম্পন্ন তারা। এখানে তো বাবা বলেন, আমি হলাম দীনের নাথ। আমি রচয়িতা এবং আমার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানে না। কত অসংখ্য মানুষ আছে। কেমন কেমন কথা বলে, কি সব বলে।

ভগবান কি, তা কেউ জানে না। ওয়াল্ডার তাই না ! বাবা বলেন, আমি সাধারণ দেহে এসে নিজের ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় প্রদান করি। ৮৪-র এই সিঁড়ি কত ক্লিয়ার রয়েছে।

বাবা বলেন আমি তোমাদের এইরূপ তৈরি করেছিলাম, এখন পুনরায় তৈরি করছি। তোমাদের বুদ্ধি পরশ পাথর সম ছিল, তাহলে তোমাদের পাথর বুদ্ধি কে বানালো? অর্ধকল্প রাবণ রাজ্যে তোমাদের পতন হয়েছে। এখন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বিবেকও বলে, বাবা-ই হলেন সত্য। তিনি নিশ্চয়ই সত্য কথাই বলবেন। এই ব্রহ্মাও পড়েন, তোমরাও পড়ছো। উনি (ব্রহ্মাবাবা) বলেন, আমিও হলাম স্টুডেন্ট। পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে থাকি। যথামত কর্মাতীত অবস্থা তো এখনও হয়নি। এমন কে বা আছে যে এত উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য এই পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে না! সবাই বলবে এমন পদ তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। আমরা বাবার সন্তান তো নিশ্চয়ই আমরা মালিক হলাম। বাকি পড়াশোনাতে উপর-নীচ তো হতে থাকবেই। এখন তোমরা একেবারে জ্ঞানের সারতত্ত্ব প্রাপ্ত করেছো। শুরুতে পুরানো জ্ঞান-ই ছিল। ধীরে ধীরে তোমরা বুঝেছো। এখন বুঝেছো যে জ্ঞান তো আমরা এখন প্রাপ্ত করি। বাবাও বলেন আজ আমি তোমাদের সকল গুট কথ্যা শোনাই। চট করে তো কেউ জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান নিতে পারে না। প্রথমে এই সিঁড়ির চিত্র তো ছিল না। এখন বুঝেছো যে অবশ্যই আমরা এই পরিক্রমা করি। আমরা-ই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। বাবা আমাদের সম্পূর্ণ চক্রের রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন তোমাদের ধর্ম হলো খুব সুখদায়ী। বাবা-ই এসে তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন। অন্যদের সুখের সময় তো এখন এসেছে, যখন মৃত্যু সামনে উপস্থিত। এই এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রথমে ছিল না। তাদের জন্যে বর্তমান সময় হলো স্বর্গ। কতো বিশাল মহল তৈরি করে। তারা ভাবে এখন তো আমাদের অনেক সুখ আছে। লন্ডনে কত কম সময়ে পৌঁছে যায়। ব্যস্, একেই স্বর্গ ভাবে। এবারে তাদের যখন কেউ বোঝাবে যে স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, কলিযুগকে কি স্বর্গ বলা হবে। নরকে দেহ ত্যাগ করলে অবশ্যই নরকে পুনর্জন্ম হবে। প্রথমে তোমরাও এই কথা বুঝতে না। এখন বুঝেছো। রাবণ রাজ্য যখন আসে তো আমাদের পতন হয়, সবাই বিকার গ্রস্ত হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের প্রাপ্ত হয় তাই তোমাদের চলনও রয়্যাল হওয়া উচিত। এখন তোমরা সত্যযুগের চেয়েও বেশি মূল্যবান। বাবা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনই দেন। অন্য কোনো মানুষ জ্ঞান ও ভক্তিকে বুঝতে পারে না। মিশিয়ে দিয়েছে। তারা ভাবে শাস্ত্র পাঠ করা হলো জ্ঞান এবং পূজা করা হল ভক্তি। সুতরাং এখন বাবা সুন্দর সুন্দর ফুলে (গুল-গুল) পরিণত করার জন্য কত পরিশ্রম করছেন। বাচ্চাদেরও দয়া হওয়া উচিত যে আমরা বাবাকে আহ্বান করি, এসো, পতিতদের পবিত্র করো, ফুলে পরিণত করো। এখন বাবা এসেছেন তো নিজের উপরেও করুণা হওয়া উচিত। আমরা কি এমন ফুলে পরিণত হতে পারি না ! এখনও আমরা বাবার হৃদয় আসনে স্থান পাইনি কেন! মনোযোগ নেই। বাবা কত করুণাময়। বাবাকে আহ্বান করা হয় পতিত দুনিয়ায় এসে পবিত্র করো। তখন বাবার দয়া হয়, তেমনই বাচ্চাদেরও দয়া হওয়া উচিত। নাহলে সঙ্করুর নিন্দুক কোথাও স্থান পাবে না। এই কথা তো কারো স্বপ্নেও থাকবে না যে সঙ্করু কে? মানুষ গুরুদের সম্বন্ধে ভেবে নেয় যাতে গুরু অভিষাপ না দেন, যাতে কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। সন্তানের জন্ম হলে ভাববে, গুরুর কৃপা। এ হলো অল্পকালের সুখ। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজের উপরে দয়া করো। দেহী-অভিমানী হও তাহলে ধারণা হবে। সব কিছু আত্মা-ই করে। আমিও আত্মাকে পড়াই। নিজেকে আত্মা পাক্সা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে। ভক্তি মার্গেও স্মরণ করা হয় - হে ভগবান দয়া করো। বাবা হলেন লিবারেটর এবং গাইড দুই-ই... এও হলো তাঁর গুপ্ত মহিমা, বাবা এসে সব বলেন যে ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ করো। আমি আসবো নিশ্চয়ই নিজের নির্দিষ্ট সময়ে। যখন চাইবো তখন আসব, তা হয় না। ড্রামাতে যে সময় নির্ধারিত আছে, তখনই আসি। বাকি এমন ভাবনাও কখনও আসেনা। তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন পিতা। ব্রহ্মাবাবাও তাঁর কাছে পড়েন। তিনি কখনো কোনো ভুল করেন না, কাউকে দুঃখ দেন না। বাকিরা সবাই হল নম্বর ক্রমানুযায়ী টিচার। তিনি হলেন সত্য পিতা, তোমাদের সত্যের শিক্ষা-ই দেন। সত্যের সন্তানরা হল সত্য। তারা মিথ্যার সন্তান হয়ে অর্ধকল্পের জন্যে মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য পিতাকে ভুলে যায়।

সর্বপ্রথমে বোঝাও যে এই যুগ সত্যযুগী নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া? তবেই মানুষ বুঝবে এই প্রশ্নটি ভালো। এই সময় সবার মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ রয়েছে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে ৫ বিকার হয় না। এ হলো খুব সহজ কথা, বোঝার মতোই, কিন্তু যে নিজে বুঝবে না তো তারা প্রদর্শনীতে কি বোঝাবে? সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে আসবে। বাইরে গিয়ে সার্ভিস করা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়া নয়। খুব বুদ্ধি চাই। বাবা প্রত্যেকের আচরণ দেখে বোঝেন। বাবা হলেন বাবা, তখন উনিও বলবেন এইরকমই ড্রামাতে ছিল। কেউ এলে তাকে ব্রহ্মাকুমারীকে দিয়ে বোঝানোটাই হলো সঠিক। নামও আছে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। ব্রহ্মাকুমারীদের নামই বিখ্যাত হবে। এই সময় সবাই ৫ বিকারে ঘিরে আছে। তাদের গিয়ে বোঝানো খুবই কঠিন। কিছুই বোঝে না, শুধু বলবে জ্ঞান তো খুব ভালো। নিজেরা বোঝেনা।

বিদ্বের পরে বিদ্ব আসতেই থাকে। তখন যুক্তি রচনা করতে হয়। পুলিশের পাহারা রাখো, চিত্র ইনসিওর করে দাও। এ হলো যজ্ঞ, তাতে বিদ্ব নিশ্চয়ই পড়বে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এতেই স্বাহা হবে। নাহলে যজ্ঞ নামটি কেন পড়বে। যজ্ঞে স্বাহা হতে হবে। এর নাম হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। জ্ঞানকে পড়াশোনা বলা হয়। এটা হল পাঠশালা এবং যজ্ঞ দুই-ই। তোমরা পাঠশালায় পড়া করে দেবতা হও তখন এইসব কিছু এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যায়। তারা-ই বোঝাতে পারবে যারা রোজ প্র্যাক্টিস করতে থাকবে। যদি প্র্যাক্টিস থাকবে না তবে তারা কি কথা বলতে পারবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে স্বর্গ হলো এখন, অল্পকালের জন্য। তোমাদের জন্য স্বর্গ অর্ধকল্পের জন্য হবে। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। চিন্তা করলে খুবই ওয়ান্ডার লাগে। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রামরাজ্যের স্থাপনা হয়। এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। এই সিঁড়ির চিত্র দেখে লোকেরা খুব অবাক হয়। বাবা কি বুঝিয়েছেন, ব্রহ্মাও বাবার কাছে শিখে বোঝাচ্ছেন। কুমারীরাও বোঝায়। যে অনেকের কল্যাণ করে তাদের নিশ্চয়ই বেশি ফল প্রাপ্ত হবে। শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিত-রা অবশ্যই মাথা নত করবে। বাবা প্রতিদিন বোঝান - নিজের কল্যাণ করো। এই চিত্রগুলি সামনে রাখলেই নেশা চড়ে যায়, তাই বাবা এই চিত্র গুলি ঘরে রেখেছেন। এইম অবজেক্ট হলো খুব সহজ, এর জন্য ক্যারেক্টার খুব ভালো হওয়া চাই। মন পরিষ্কার হলে মনস্কামনা পূরণ হতে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সদা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা হলাম বেহদের বাবার স্টুডেন্ট, ভগবান আমাদের পড়ান, তাই ভালো করে পড়ে বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। নিজের আচার আচরণ খুবই রয়্যাল রাখতে হবে।

২) বাবার মতন করুণাময় হয়ে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হতে হবে এবং অন্যদের পরিণত করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে নিজের ও অন্যদের কল্যাণের চিন্তন করতে হবে।

বরদানঃ- অস্থিরতার মধ্যে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিবর্তে বড় হৃদয়বান সাহসী ভব যখন কোনো শারীরিক অসুস্থতা হবে, মনের মধ্যে তুফান আসবে, ধন সম্পদ বা প্রবৃত্তিতে অস্থির পরিস্থিতির উদয় হয়, সেবাতে দোলাচল হয় - সেইসব দোলাচলে উদ্বিগ্ন হবে না। বড় হৃদয়বান হও। যখন হিসেব-নিকেশ আসে, দুঃখ কষ্ট হয় তখন সেইগুলি বারংবার চিন্তা করে হৃদয় উদ্বিগ্ন হয়ে বাড়িও না। সাহসী হও, এইরকম চিন্তা করবে না যে হয় কি করবো... সাহস হারাবে না। সাহসী হও তো বাবার সহায়তা স্বতঃই প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ- কারো দুর্বলতাকে দেখার চোখ বন্ধ করে মনকে অন্তর্মুখী বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন কাঁটাকে ফুল বানাতে, বাবার ভালোবাসা যেমন কাঁটার প্রতি, তেমন ফুলের প্রতিও। তিনি কাঁটাকেই ফুলে পরিণত করার পরিশ্রম করেন"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা থাকবে তাদের নিদর্শন বলা?

*উত্তরঃ - তারা চমৎকারিষ্ম করে দেখাবে। তারা নিজেদের এবং অন্যদের কল্যাণ না করে থাকতে পারবে না। তীর লেগে গেলে নষ্টমোহ হয়ে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবায় লেগে পড়বে। তাদের অবস্থাও একরস অচল - অটল থাকবে। তারা কখনোই অবুঝের মতো কোনো কাজ করবে না। তারা কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না। তারা অপগুণরূপী কাঁটাকে দূর করতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, বাবা হলেন বড় লিভার ঘড়ির মতো। তিনি সম্পূর্ণ সঠিক সময়ে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন। এক সেকেন্ডও কম হতে পারে না। এতটুকুও তফাৎ হতে পারে না। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এ'কথাও জানে যে, এইসময় হলো কলিযুগী কাঁটার জঙ্গল। তাই যারা ফুলে পরিণত হচ্ছে তাদের এমন অনুভব হওয়া দরকার যে, আমরা ফুলে পরিণত হচ্ছি। প্রথমে আমরা সবাই কাঁটা ছিলাম, কেউ ছোটো আবার কেউ বড়। কেউ খুব দুঃখ দেয়, কেউ আবার অল্প। এখন বাবার ভালোবাসা তো সবার জন্য। এমন মহিমাও আছে যে, কাঁটার প্রতিও প্রেম -- ফুলের প্রতিও প্রেম। প্রথমে কার প্রতি প্রেম? অবশ্যই কাঁটার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। কাঁটার প্রতি তাঁর এত প্রেম যে তিনি পরিশ্রম করে তাদের ফুলে পরিণত করেন। আসেনই তিনি তো কাঁটার দুনিয়াতে। এতে সর্বব্যাপীর কোনো ব্যাপারই নেই। একজনেরই মহিমা হয়। মহিমা হয় আত্মার, আত্মা যখন শরীর ধারণ করে পাট প্লে করে। আত্মাই শ্রেষ্ঠাচারী হয় আবার আত্মাই ব্রষ্টাচারী হয়। আত্মা শরীর ধারণ করে যেমন যেমন কাজ করে, সেই অনুসারে বলা হয়, এ কুকর্মী আর এ সুকর্মী। আত্মাই ভালো বা মন্দ কাজ করে। তোমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সত্যযুগী দৈবী কুলের নাকি কলিযুগী আসুরী কাঁটার? কোথায় সত্যযুগ আর কোথায় কলিযুগ! কোথায় ডিটী আর কোথায় ডেভিল? অনেক তফাৎ। যারা কাঁটা হয় তারা নিজেদের ফুল বলতে পারবে না। ফুল হয় সত্যযুগে, কলিযুগে হয় না। এখন এ হলো সঙ্গম যুগ, যখন তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। টিচার লেসন (পাঠ) দেন, বাচ্চাদের কাজ হলো তা রিফাইন করে বুঝিয়ে বলা। তাতে এও লেখো, যদি ফুল হতে চাও তাহলে নিজেকে আত্মা মনে করো আর ফুল যিনি করেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের অপগুণ দূর হয়ে যাবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা প্রবন্ধ (নিবন্ধ, essay) দেন। বাচ্চাদের কাজ হলো তা সঠিক করে ছাপানো। তখন সমস্ত মানুষই এই নিয়ে চিন্তা করবে। এ হলো পড়াশোনা। বাবা তোমাদের অসীম জগতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী পড়ান। ওই স্কুলে তো পুরানো দুনিয়ার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী পড়ানো হয়। নতুন দুনিয়ার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী তো কেউ জানেই না। তাহলে এ হলো পড়া আবার বোঝাও। কোনো ছিঃ - ছিঃ কাজ করা হলো অবুঝ কাজ। এরপর বোঝানো হয় যে এই দুঃখদায়ক বিকারী কাজ আর করবে না। দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বাবার মহিমা আছে, তাই না। এখানে তোমরাও শিখছো যে, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবা শিক্ষা দেন যে, সর্বদা সবাইকে সুখ দিতে থাকো। এই অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হয় না। এক সেকেন্ডে বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিতে পারো। বাকি যোগ্য হতে তো সময় লাগে। তারা মনে করে যে, অসীম জগতের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো স্বর্গের বাদশাহী। তোমরা বুঝিয়েও থাকো যে, ভারত পারলৌকিক বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী পেয়েছিল। তোমরা সকলে বিশ্বের মালিক ছিলে। বাচ্চারা, এ কথা শুনে তোমাদের ভিতরে তো খুশী হওয়া উচিত। এ তো কালকের কথা যখন তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। মানুষ বলে দেয় লক্ষ বছরের কথা। কোথায় তারা এক একটি যুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয় যেখানে সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু পাঁচ হাজার বছর। এ অনেক তফাৎ।

জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র অসীম জগতের বাবা। তাঁর থেকে দৈবী গুণ ধারণ করা উচিত। এই দুনিয়ার মানুষ দিনে দিনে তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। তারা খুব বেশী অপগুণ শিখে যাচ্ছে। আগে এত করাপশন (দুর্নীতি), এডাল্ট্রেশন (জালিয়াতি), ব্রষ্টাচার ছিল না, এখন সব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তোমরা বাবার স্মরণের শক্তিতে সতোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, তেমনি ওই ভাবে যেতে হবে। প্রথমে তো বাবাকে পেয়েছ তার খুশী হবে, সম্পর্ক তৈরী হল তারপর স্মরণের যাত্রা। যে যত বেশী ভক্তি করেছে, তার তত ভালো স্মরণের যাত্রা হবে। অনেক বাচ্চাই বলে থাকে, বাবা স্মরণ স্থায়ী হয় না। ভক্তিতেও এমন হয়। কথা শুনতে বসলেও বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। যিনি শোনান তিনি হঠাৎ

জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি শুনিয়েছি, তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেউ আবার চট করে বলতেও পারে। সবাই তো একরকম হয় না। এখানে যদিও অনেকেই বসে থাকে কিন্তু ধারণা কিছুই করতে পারে না। ধারণা যদি হত তাহলে কামাল করে দেখাতে পারত। তারা নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ না করে থাকতে পারত না। কারো যদিও বা ঘরে সুখ থাকে, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি থাকে, তবুও যদি একবার তীর লেগে যায়, তাহলে পতিকে বলবে, আমি এই আধ্যাত্মিক সেবা করতে চাই, কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী, করতে দেয় না। মোহ থাকে, তাই না। এত বড় বাড়ি, এতো সুখ, কিভাবে ছাড়বে? আরে, আগে যে তোমরা এতো সুখ ভোগ করেছিলে। বড় বড় কোটিপতি, লাখপতি, যাদের বড় বড় মহল ছিল, সব ছেড়ে চলে এসেছে। ওদের ভাগ্যই বলে দেয় যে, ওদের এই সবকিছু ছাড়ার শক্তি নেই। রাবণের শৃঙ্খলে ওরা আটকে আছে। এ হল বুদ্ধির শৃঙ্খল। বাবা বোঝান যে - আরে, তোমরা তো স্বর্গের মালিক, পূজ্য হও। বাবা তোমাদের গ্যারান্টি দেন যে, তোমরা ২১ জন্ম কখনোই রোগগ্রস্ত হবে না। ২১ জন্ম পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকবে। তোমরা যদিও স্বামীর কাছে থাকো, তবুও তার থেকে মুক্তি নাও -- বলা, পবিত্র হবো আর অন্যকেও করবো। তোমাদের দায়িত্ব হলো বাবাকে স্মরণ করা, যাতে অপার সুখ পাওয়া যায়। স্মরণ করতে করতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ কতো বোঝার কথা। এই শরীরের কোনো ভরসা নেই। তোমরা বাবার তো হয়ে যাও। তাঁর মতো প্রিয় জিনিস আর কিছুই নেই। বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তিনি বলেন, যত চাও তত সতোপ্রধান হও। তোমরা অসীম সুখ দেখতে পাবে। বাবা নারীদের দ্বারাই এই স্বর্গের দ্বার খোলান। মায়েদের উপরেই জ্ঞানের কলস রাখা হয়। বাবা মাতাদেরই ট্রাস্টি করেছেন, তোমরা মায়েরাই সবকিছু সামলাও। এনার দ্বারাই তো কলস রাখা হয়েছে, তাই না। মানুষ কিন্তু লিখে দিয়েছে সাগর মন্ডন করা হয়েছিল, অমৃতের কলস লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছিল। এখন তোমরা জানো যে, বাবা স্বর্গের দ্বার খুলছেন। তাহলে আমরা কেন বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবো না? কেন না বিজয় মালায় গ্রথিত হই, আমরা মহাবীর হব। অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদের কোলে নেন -- কিসের জন্য? স্বর্গের মালিক করার জন্য। তিনি একদম কাঁটার বসে শিক্ষা দেন। কাঁটার প্রতিই তো তাঁর প্রেম, তাই তো তিনি তাদের ফুল বানান। বাবাকে ডাকাই হয় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে, নির্বাণধাম ছেড়ে তুমি এখানে এসো। বাবা বলেন যে, ড্রামা অনুসারে আমাকে কাঁটার দুনিয়াতেই আসতে হয়। তাহলে অবশ্যই তো ভালোবাসা আছে, তাই না। ভালোবাসা ছাড়া তিনি কিভাবে ফুল বানাবেন? এখন তোমরা কলিযুগী কাঁটার থেকে সত্যযুগী দেবতা, সতোপ্রধান এই বিশ্বের মালিক হও। কত ভালোবেসে তোমাদের এই কথা বোঝানো হয়। কুমারী হলো ফুল, তাই তো সবাই তাদের চরণ স্পর্শ করে। যখন তারা কাঁটায় (পতিত) পরিণত হয়, তখন তাদের সকলের কাছে মাথা নত করতে হয়। তাহলে কি করা উচিত? ফুলের তো ফুলই থাকা চাই তাহলেই এভারফুল হয়ে যাবে। কুমারী তো নির্বিকারী, যতই তাদের বিকারে জন্ম হোক না কেন। সন্ন্যাসীরা যেমন বিকারেই জন্ম নেয়, তাই না। বিয়ে করার পরে বাড়ি - ঘর ত্যাগ করে। তবুও তাদের মহান আত্মা বলা হয়। কোথায় সেই সত্যযুগের মহান আত্মা, এই বিশ্বের মালিক, কোথায় এই কলিযুগের। তাই বাবা বলছেন যে, প্রশ্ন লেখো, তোমরা কি কলিযুগী কাঁটা নাকি সত্যযুগী ফুল? ব্রহ্মচারী নাকি শ্রেষ্ঠাচারী?

এ হলো ব্রহ্মচারী দুনিয়া, যেহেতু এটা হলো রাবণ রাজ্য। বলা হয় আসুরী রাজ্য, রাক্ষস রাজ্য। তাও নিজেদের কেউ বুঝতেই পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো, তখন নিজেরাই বুঝতে পারো, বরাবর আমরাই কামী, ক্রোধী এবং লোভী ছিলাম। প্রদর্শনীতেও এমন কথা লেখো, তাহলেই তাদের ফিলিং আসবে যে, আমি তো কলিযুগী কাঁটা। এখন তোমরা ফুলে পরিণত হচ্ছ। বাবা তো হলেন এভারফুল। তিনি কখনোই কাঁটা হন না। বাকি সকলেই কাঁটায় পরিণত হয়। ওই ফুল বলেন - আমি তোমাদেরও কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করি। তোমরা আমাকে স্মরণ করো। মায়া তো কতো প্রবল। তাহলে কি তোমরা মায়ার হবে? বাবা তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেন আবার মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ হলো পুরানো জুতো (শরীর)। আত্মা প্রথমে শরীর রূপী নতুন জুতো পায় তারপর তা পুরানো হয়। এইসময় সকল শরীর রূপী জুতোই তমোপ্রধান। আমি তোমাদের মথমলের বানিয়ে দিই। ওখানে আত্মা পবিত্র হওয়ার কারণে শরীরও মথমলের হয়। কোনো খুঁত থাকে না। এখানে তো অনেক খুঁত। ওখানকার ছবি তো দেখো কতো সুন্দর। ওই ছবি তো এখানে কারোরই হবে না। বাবা এখন বলেন, আমি তোমাদের কতো উঁচু বানাই। ঘর - গৃহস্থীতে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র হও আর জন্ম - জন্মান্তরের যে জং পড়েছে তা দূর করার জন্য আছে যোগ - অগ্নি। এতেই সব পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। তোমরা পাকা সোনায় পরিণত হবে। বাবা এই খাদ দূর করার যুক্তি খুব ভালোভাবে বলেন, তিনি বলেন, মামেকম স্মরণ করো। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে। আত্মাও অনেক ছোটো। বড় হলে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন না। কেমনভাবে করবেন? আত্মাকে দেখার জন্য ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু দেখতে পান নি। সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে তো কোনো লাভ হয় না। মনে করো তোমাদের বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হল কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে কি লাভ! পুরানো দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই তো বৈকুণ্ঠবাসী হবে। এরজন্য তোমরা যোগের

অভ্যাস করো।

বাবা বোঝান বাচ্চারা, প্রথমে কাঁটার সঙ্গে প্রেম হয়। সবথেকে বেশী প্রেমের সাগর হলেন বাবা। বাচ্চারা, তোমরাও ধীরে ধীরে মিষ্টি হতে থাক। বাবা বলেন বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে সবাইকে ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখ, তাহলে কুদৃষ্টি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। ভাই - বোনের সম্বন্ধেও বুদ্ধি অন্য দিকে যায়, তাই ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো। ওখানে তো শরীর থাকেই না, যে দেহভাব আসবে বা মোহ আসবে। বাবা আত্মাদেরই পড়ান। তাই তোমরাও নিজেকে আত্মা মনে করো। এই শরীর তো বিনাশী, এতে মন লাগিও না। সত্যযুগে শরীরের প্রতি ভালোবাসা থাকে না। তোমরা তো মোহজিত রাজার কথা শুনেছ, তাই না। বলে এক আত্মা নিজের শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে। এই পাট তোমরা পেয়েছো, তাই মোহ কেন রাখবে? বাবাও বলেন, তোমরা সাবধান থেকো। মা মারা গেলে, বউ মারা গেলে, তোমরা হালুয়া (স্তান রূপী) থেও। এমন প্রতিজ্ঞা করো যে কেউ মারা গেলেও আমরা কাঁদব না। তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, সত্যপ্রধান হও। সত্যপ্রধান হওয়ার জন্য আর অন্য কোনো পথই নেই। তোমরা পুরুষার্থের দ্বারাই বিজয় মালার দানা হতে পারবে। পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা যা চাও তাই হতে পারো। বাবা তো বুঝতে পারেন, আগের কল্পে যতো পুরুষার্থ করেছো, ততটুকুই করতে পারবে। বাবা তো হলেনই গরীবের ভগবান। দানও গরীবদেরই করা হয়। বাবা নিজেই বলেন, আমিও সাধারণ শরীরেই আসি। না গরীব, না বিত্তবান। বাচ্চারা, তোমরাই একমাত্র বাবাকে জান, বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া তো সর্বব্যাপী বলে দেয়। বাবা এমন ধর্ম স্থাপন করেন, যেখানে দুঃখের কোনো নামও থাকবে না।

ভক্তিমার্গে মানুষ আশীর্বাদ চায়। এখানে তো কৃপার কোনো কথাই নেই। তোমরা কোথায় মাথা ঠুকবে? এ তো বিন্দু। বড় জিনিস হলে মাথা ঠুকতে পারতে। ছোটো জিনিসে তো মাথাও ঠেকানো যায় না। কার কাছে হাত জোর করবে? ভক্তিমার্গের এইসব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে হাত জোর করা হয়। ভাই - বোন, তারা ঘরে কি হাত জোর করে? উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য সন্তান চায়। বাচ্চারা তো মালিক, তাই বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করেন। বাবা তো বাচ্চাদের সেবক। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিনাশী শরীরের প্রতি মনকে যুক্ত রেখো না। মোহজিত হতে হবে, প্রতিজ্ঞা করো, কেউ শরীর ত্যাগ করলেও আমরা কাঁদবো না।

২) বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখদান করতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- শুভ চিন্তনের দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তনকারী শুভচিন্তক ভব
সদা স্মরণে থাকার জন্য কেবল দুটি শব্দ স্মরণে রাখো - শুভ চিন্তন আর শুভ চিন্তক। শুভ চিন্তনের দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করতে পারো। শুভচিন্তক আর শুভ চিন্তন এই দুটির নিজের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। যদি শুভ চিন্তন না থাকে তাহলে শুভ চিন্তকও হতে পারবে না। বর্তমান সময়ে এই দুই বিষয়ের প্রতি অ্যাটেনশান রাখো কেননা অনেক সমস্যাই এরকম, এমন লোকও আছে যারা বাণীর দ্বারা বোঝালে বুঝতে পারে না কিন্তু শুভ চিন্তক হয়ে ভাইব্রেশন দাও তো পরিবর্তন হয়ে যাবে।

স্নোগান:- স্তান রত্ন নিয়ে, গুণ আর শক্তি নিয়ে খেলা করো, মাটি নিয়ে নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে, সেইজন্য যখন কারোর সঙ্গে কথা বলা তখন আত্মা ভাই-ভাই মনে করে কথা বলা, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার মেহনত করো"

*প্রশ্নঃ - ভবিষ্যতের রাজতিলক প্রাপ্ত করার আধার কি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা। প্রত্যেককে পড়াশোনা করে রাজ তিলক নিতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি, এর মধ্যে আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকলে তবেই শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো। গাফিলতি করা উচিত নয়। যদি মতবিরোধে এসে পড়াশোনা ছেড়ে দাও তাহলে অনুত্তীর্ণ হয়ে যাবে, সেইজন্য বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের উপর কৃপা করো। আশীর্বাদ চাইতে হবে না, পড়াশোনার উপরে ধ্যান দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । সুপ্রিম টিচার বাচ্চাদের পড়ান। বাচ্চারা জানে পরমপিতা পরমাত্মা পিতাও, শিক্ষকও। এমন ভাবে তোমাদের পড়ান যা আর কেউ করাতে পারে না। তোমরা বলা শিববাবা আমাদের পড়িয়ে থাকেন। এখন এই বাবা কোনো একজনের নয়। মন্মানাভব, মধ্যাজীভব, এর অর্থ বুঝিয়ে থাকেন, আমায় স্মরণ করো। বাচ্চারা তো এখন বোধসম্পন্ন (সমঝদার) হয়েছে। অসীম জগতের বাবা বলেন -- তোমাদের উত্তরাধিকার তো রয়েছেই, তা কখনো ভোলা উচিত নয়। বাবা আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। এখন তোমরা হলে জীবাত্মা, তাই না? অসীম জগতের বাবাও হলেন নিরাকার। তোমরা জানো এই শরীরের দ্বারা তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন, আর কেউই এভাবে বুঝবে না। স্কুলে টিচার পড়ায় তখন বলবে লৌকিক টিচার লৌকিক বাচ্চাদের পড়ায়। ইনি হলেন পারলৌকিক সুপ্রিম টিচার, যিনি পারলৌকিক বাচ্চাদের পড়িয়ে থাকেন। তোমরাও পরলোক, মূললোকের অধিবাসী। বাবাও পরলোকে থাকেন। বাবা বলেন আমিও হলাম শান্তিধামের অধিবাসী, আর তোমরাও সেখানকারই অধিবাসী। আমরা উভয়পক্ষই হলাম এক ধামের অধিবাসী। তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। আমি হলাম পরমাত্মা। এখন তোমরা এখানে ভূমিকা পালন করছো। ভূমিকা পালন করতে করতে তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছো। এ হলো সমগ্র অসীম জগতের ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে খেলা হয়। সমগ্র এই সৃষ্টি হলো কর্মক্ষেত্র, এখানে খেলা হচ্ছে। সেও কেবল তোমরাই জানো যে এ হলো অসীম জগতের খেলা, এখানে দিন আর রাতও হয়। সূর্য এবং চন্দ্র কত সীমাহীন আলো প্রদান করে, এ হলো অসীম জগতের কথা। এখন তোমাদের জ্ঞানও রয়েছে। রচয়িতাই এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন -- তোমাদের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য শোনাতে এসেছি। এ হলো পাঠশালা, যিনি পড়ান, তিনি হলেন অভোক্তা। এরকম ভাবে কেউ বলবেনা যে আমি হলাম অভোক্তা। আহমেদাবাদের একজন সাধু এরকম বলতেন, কিন্তু পরে প্রতারণা ধরা পড়ে। এইসময় ভন্ড অনেক বেরিয়ে গেছে। ছদ্মবেশী কপট অনেক রয়েছে। এদের তো কোনো একটা পোশাক (নিজস্ব চেহারা) নেই। মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণ গীতা শুনিয়েছিলেন তাই আজকাল অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যায়। এখন এত শ্রীকৃষ্ণ তো হয় না। এখানে তো শিববাবা এসে তোমাদের পড়ান, আত্মাদের শুনিয়ে থাকেন।

তোমাদের বার-বার বলা হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই ভাইকে শোনাও। বুদ্ধিতে যেন থাকে -- বাবার নলেজ আমরা ভাইদের শোনাচ্ছি। মেল অথবা ফিমেল (নারী-পুরুষ) দুজনেই হলো ভাই-ভাই। সেইজন্য বাবা বলেন তোমরা সকলেই হলে আমার উত্তরাধিকারের দাবিদার। এমনিতে তো মেয়েরা উত্তরাধিকার পায় না, কারণ তাদের স্বশরবাড়ি যেতে হবে। এখানে তো হলো সকলেই আত্মা। অশরীরী হয়ে ঘরে যেতে হবে। এখন তোমাদের যে জ্ঞান-রত্ন প্রাপ্ত হয় তা অবিনাশী রত্ন হয়ে যায়। আত্মাই জ্ঞানের সাগর হয়, তাই না ! আত্মাই সবকিছু করে। কিন্তু মানুষের দেহ-অভিমান থাকার কারণে দেহী-অভিমানী হয় না। এখন তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে অদ্বিতীয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিছু তো পরিশ্রম করা চাই, তাই না ! লৌকিক গুরুকে কত স্মরণ করে। মূর্তি রেখে দেয়। এখন কোথায় শিবের চিত্র, কোথায় মানুষের চিত্র। এ হলো রাত দিনের পার্থক্য। ওরা গুরুর ফটো পড়ে। স্বামীদের ভালো লাগেনা যে অন্যের ফটো পড়ে থাকুক। হ্যাঁ, শিববাবার পড়লে তখন তা সকলের ভালো লাগবে কারণ তিনি হলেন পরমপিতা, তাই না ! ওঁনার চিত্র তো থাকা উচিত। ইনি হলেন গলার হার নির্মাণকারী। তোমরা রুদ্র মালার মুক্তো হবে। এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়ায় রুদ্র মালাও রয়েছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মালাও রয়েছে, উপরে বংশানুক্রমিকভাবে রয়েছে। ওঁটা হলো পার্থিব জগতের বংশানুক্রম, এ হলো অসীমের। যে সকল মনুষ্যমাত্র রয়েছে, সকলেরই মালা আছে। আত্মা হলো কত ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র বিন্দু। একদম ছোট্ট বিন্দু। এভাবে এভাবে বিন্দু দিতে থাকো তাহলে অগণিত হয়ে যাবে। গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু দেখো, আত্মার বৃক্ষ (ঝাড়) কত ছোট। ব্রহ্মতত্ত্বে অত্যন্ত সামান্য জায়গায় থাকে। তারপর তারা এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। তাহলে এখানে আবার কত লম্বা-চওড়া (বিশাল) দুনিয়া রয়েছে। কোথায় কোথায় এরোপ্লেনে করে যায়। ওখানে আবার এরোপ্লেন ইত্যাদির দরকার নেই। আত্মাদের ছোট বৃক্ষ রয়েছে। এখানে মানুষের কত বড় বৃক্ষ রয়েছে।

এরা সকলেই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যাকে কেউ আদম, কেউ আদিদেব বলে থাকে। মেল-ফিমেল তো অবশ্যই রয়েছে। তোমাদের হলো প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গের খেলা হয় না। এক হাতে কি হবে। দুটি চাকাই দরকার। দুটি থাকলে তখন পরস্পর রেস করে। দ্বিতীয় চাকাটি সাথ না দিলে তখন ডিলে হয়ে যায়। কিন্তু একজনের কারণে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সর্বপ্রথমে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ ছিল। তারপর হয় অপবিত্র। পতন হতেই থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান রয়েছে। এই বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধি পায়, কিভাবে অ্যাডিশন (যুক্ত) হতে থাকে। এইরকম বৃক্ষ আর কেউ বের করতে পারে না। কারোর বুদ্ধিতেই রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ নেই সেইজন্য বাবা বলেছিলেন -- এ'কথা লেখো যে আমরা রচয়িতার দ্বারা রচয়িতা এবং রচনার নলেজের অন্ত পেয়েছি। ওরা তো না রচয়িতাকে জানে, না রচনাকে। যদি পরস্পরাগতভাবে এই জ্ঞান চলে আসতো, তাহলে কেউ বলে দিক না। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ব্যতীত কেউ বলতে পারে না। তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকেই পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। আমাদের ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ)। চিত্রও অবশ্যই দেখাতে হবে। চিত্র ব্যতীত কখনো বুদ্ধিতে বসতে পারে না। চিত্র অত্যন্ত বিশাল বিশাল হওয়া উচিত। ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধি পায়, সেও বুঝিয়েছেন। পূর্বে তো বলতে আমি আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমি আত্মা। এখন বাবা এরও অর্থ বলে দিয়েছেন। এইসময় আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ, তারপর আমরাই দেবতা হবো, নতুন দুনিয়ায়। এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছি অর্থাৎ এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গমযুগ। এ'সব তোমরা বোঝাতে পারো -- রচয়িতা এবং রচনার অর্থ, আমরাই সেই-এর অর্থ। ওম অর্থাৎ আমি আত্মা প্রথম তারপর হলো এই শরীর। আত্মা অবিনাশী আর এই শরীর হলো বিনাশী। আমরা এই শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। একেই বলা হয়ে থাকে আত্ম অভিমানী। আমি আত্মা অমুক ভূমিকা পালন করছি, আমি আত্মা এই করি, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। এ হলো কত ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) জ্ঞান। এই জ্ঞান বাবার মধ্যেই রয়েছে, সেইজন্য বাবাকেই আহ্বান করা হয়।

বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার বিপরীত হলো অজ্ঞানতার সাগর। অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হলো অজ্ঞান। জ্ঞান কারোর জানাই নেই। জ্ঞান বলা হয় রচয়িতার দ্বারা রচনাকে জানা। তাহলে অবশ্যই রচয়িতার মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তাই না ! সেইজন্য ওঁনাকে ক্রিয়েটর বলা হয়ে থাকে। মানুষ মনে করে ক্রিয়েটর এই রচনা করেছেন। বাবা বোঝান -- এ হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত খেলা (ড্রামা)। বলাও হয়ে থাকে পতিত-পাবন এসো। তাহলে রচয়িতা কিভাবে বলা হবে ? রচয়িতা তখনই বলা হবে যখন প্রলয় হয়ে পুনরায় রচনা করবেন। বাবা তো পতিত দুনিয়াকেই পবিত্র করেন। তাহলে এই সমগ্র বিশ্বের যে বৃক্ষ রয়েছে তার আদি, মধ্য, অন্তকে তো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারাই জানে। যেমন মালী প্রত্যেকটি বীজকে এবং বৃক্ষকে জানে, তাই না ! বীজকে দেখলে সমগ্র বৃক্ষ বুদ্ধিতে চলে আসে। তাহলে এ হলো হিউম্যানিটির (মনুষ্য সৃষ্টির) বীজ। একে কেউই জানে না। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৃষ্টির বীজরূপ। তিনি হলেন সৎ (সত্য), চিং (চেতনা), আনন্দ স্বরূপ, সুখ, শান্তি, পবিত্রতার সাগর। তোমরা জানো যে সমগ্র এই জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরের মাধ্যমে দিচ্ছেন। তাহলে অবশ্যই এখানে আসবে, তাই না ! প্রেরণার দ্বারা পতিতকে পবিত্র কিভাবে করবেন? সেইজন্য বাবা এখানে এসে সকলকে পবিত্র করে নিয়ে যান। সেই বাবাই তোমাদের পাঠ পড়াচ্ছেন। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এর উপরে তোমরা ভাষণ করতে পারো যে কিভাবে পুরুষ তমোপ্রধান থেকে শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান হয়। তোমাদের কাছে টপিক তো অনেক রয়েছে। এই পতিত, তমোপ্রধান দুনিয়া সতোপ্রধান কিভাবে হয় -- এও বোঝার মতন বিষয়। ভবিষ্যতে তোমাদের এই জ্ঞান শুনবে। অবশ্য ছেড়েও দেবে তারপর আসবে কারণ গতি-সদগতির হাট (দোকান) একটাই রয়েছে। তোমরা বলতে পারো যে সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবাই। ওঁনাকে শ্রী-শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান। শ্রেষ্ঠ হলো সত্যযুগ। ব্রষ্ট হলো কলিযুগ। বলাও হয়ে থাকে ব্রষ্টাচারী। কিন্তু নিজেকে মনে করে না। পতিত দুনিয়ায় একজনও শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রী শ্রী যখন আসেন তখন এসে শ্রী বানাবেন। শ্রী-এর টাইটেল সত্যযুগাদিতে দেবতাদের ছিল। এখানে তো সকলকেই শ্রী শ্রী বলে দেয়। বাস্তবে শ্রী অক্ষরটি হলোই পবিত্রতার। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কেউই নিজেকে শ্রী বলে না। শ্রী পোপ বলবে কি? এখানে তো সকলকেই বলতে থাকে। কোথায় হংস মুক্ত চয়নকারী, কোথায় বক নোংরা ভক্ষনকারী। পার্থক্য তো রয়েছে, তাই না ! এই দেবতারাই হলেন ফুল, উনি হলেন গার্ডেন অফ আল্লাহ্(গৈশ্বর)। বাবা আমাদের ফুলে

পরিণত করছেন। এছাড়া ফুলের মধ্যেও ভ্যারাইটি রয়েছে। সব থেকে ভালো ফুল হলো কিং ফ্লাওয়ার। এই লক্ষ্মীনারায়ণ-কে নতুন দুনিয়ার কিং-কুইন ফ্লাওয়ার বলা হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের আন্তরিক খুশি থাকা উচিত। এখানে বাহ্যিক কিছু করা হয় না। এই বাতি ইত্যাদি জ্বালানোরও অর্থ থাকা চাই। শিবজয়ন্তীতে জ্বালানো উচিত নাকি দীপাবলিতে? দীপাবলিতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে। তাঁর থেকে অর্থ চায়। কিন্তু ভান্ডারা পরিপূর্ণকারী তো হলেন শিব ভোলা ভান্ডারী। তোমরা জানো যে শিববাবার মাধ্যমে আমাদের অফুরন্ত ধনসম্পদ ভরপুর হয়ে যায়। এ হলো জ্ঞান রত্ন ধন। ওখানে তো তোমাদের কাছে অগাধ ধনসম্পদ থাকে। নতুন দুনিয়ায় তোমরা ঐশ্বর্যশালী (মালামাল) হয়ে যাবে। সত্যযুগে প্রচুর-প্রচুর হীরে-জহরত ছিল। পুনরায় সেটাই থাকবে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে, তারপর কোথা থেকে আসবে? খনি খনন করা হয়ে গেছে, পাহাড় ভেঙ্গে গেছে, পুনরায় কিভাবে হবে? বলো, হিস্টি রিপোর্ট হয়, তাই না! যা কিছু ছিল তা পুনরায় রিপোর্ট হবে। বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। স্বর্গের হিস্টি-জিওগ্রাফি পুনরায় রিপোর্ট হবে। গানে রয়েছে, তাই না! তুমি সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র সমুদ্র, সমগ্র পৃথিবী আমাদের দিয়ে দাও যা কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই তুলনায় এখন কি আর আছে! জমির জন্য, জলের জন্য, ভাষার জন্য লড়াই করে।

স্বর্গের রচয়িতা বাবার জন্ম পালন করা হয়। অবশ্যই তিনি স্বর্গের রাজস্ব দিয়েছিলেন। এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের এই শরীরের নাম, রূপ থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। পবিত্র হতে হবে -- এক তো যোগবলের দ্বারা নাহলে সাজা ভোগ করে। তখন পদও কম হয়ে যায়। স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে থাকে, তাই না! -- আমি এত ভালো ফলাফল করেছি। টিচার এত পড়িয়েছেন। তখন টিচারকেও উপহার দেয়। এখানে তো বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তখন আবার ভক্তিমার্গে তোমরা ঊনাকে স্মরণ করো। এছাড়া বাবাকে তোমরা কি উপহার দেবে? এখানে তো যাকিছু দেখো তা থাকবে না। এ হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া তবেই তো আমাকে ডাকে। বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে দেন। এই খেলাকে(ড্রামা) স্মরণ করা উচিত। আমার মধ্যে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ রয়েছে, যা তোমাদের শুনিয়ে থাকি, তোমরা এখন শোনো, তারপর ভুলে যাও। পাঁচ হাজার বছর পরে পুনরায় চক্র সম্পূর্ণ হবে। তোমাদের ভূমিকা(পার্ট) লাভলি। তোমরা সতোপ্রধান এবং লাভলি হয়ে যাও। তারপর তমোপ্রধানও তোমরাই হও। তোমরাই ডাকো যে বাবা এসো। এখন আমি এসেছি। যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। গাফিলতি করা উচিত নয়। অনেক বাচ্চারা মতবিরোধের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শ্রীমতে না চললে, না পড়লে অকৃতকার্যও তোমরাই হবে। বাবা তো বলেন -- নিজের উপরে কৃপা করো। প্রত্যেককে পড়াশোনা করে নিজেকে রাজতিলক করতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি তাতে আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। তবুও সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করতে হবে। বাবার হলো পড়ানোর ডিউটি, এতে আশীর্বাদের কোনো কথা নেই। তাহলে তো সকলকেই আশীর্বাদ করতে হবে। এই কৃপা ইত্যাদি ভক্তিমার্গে চাওয়া হয়। এখানে সেই কথা নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রবৃত্তিতে (গৃহস্থে) থেকে পরস্পরের মধ্যে রেস করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো কারণবশতঃ একটি চাকা টিলে (দুর্বল) হয়ে পড়ে তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে পড়া উচিত নয়। নিজেকে রাজতিলক প্রদানের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

২) শিব-জয়ন্তী অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করতে হবে। কারণ শিববাবা যে জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন তার দ্বারাই তোমরা নতুন দুনিয়ায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাবে। তোমাদের সকল ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

বরদানঃ:- বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করে প্রতিটি পরিস্থিতির সমাধানকারী সাক্ষীদ্রষ্টা ভব
বাচ্চারা, তোমরা জানো যে অতি-র পরেই অন্ত হয়। সেইজন্য সকল প্রকারের উপদ্রব অতিমাত্রায় হবে, পরিবারেও মতবিরোধ হবে, মনেও অনেক সমস্যা আসবে, ধনসম্পদও উপরে-নিচে হবে। কিন্তু যারা বাবার সাক্ষী, সৎ তাদের দায়িত্ব বাবার। এ'রকম সময়ে মন বাবার দিকে থাকলে তখন নির্ণয় শক্তির দ্বারা সবকিছু অতিক্রম করে ফেলবে। সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে যাও তাহলে বাবার শক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতির সহজেই সমাধান করে ফেলবে।

স্লোগান:- এখন সমস্ত অবলম্বন ত্যাগ করে ঘরে ফেরার প্রস্তুতি করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার প্রথম উপায় হলো স্মরণের বল, দ্বিতীয় হলো শাস্তির বল, তোমাদেরকে স্মরণের বল এর দ্বারাই পবিত্র হয়ে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা হলেন আধ্যাত্মিক সার্জেন, তিনি তোমাদের কি ধরনের ধৈর্য প্রদান করতে এসেছেন?

*উত্তরঃ - জাগতিক সার্জেন যেমন রোগীকে ধৈর্য প্রদান করে বলেন যে এখনই রোগ সেরে যাবে, বাচ্চারা, তোমাদেরকেও আধ্যাত্মিক সার্জেন ঠিক সেভাবেই ধৈর্য প্রদান করে বলেন যে - বাচ্চারা, তোমরা মায়ার থেকে প্রাপ্ত রোগে ঘাবড়ে যেও না, সার্জেন ওষুধ দেন, তাই এই সব রোগ দূর হয়ে যাবে। যখন অস্ত্রাণী ছিল তখনও যে চিন্তা আসেনি, এখন তা আসবে। কিন্তু তোমাদের সবকিছু সহ্য করতে হবে। একটু পরিশ্রম করো, তোমাদের সুখের দিন এলো বলে।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - সকলের কাছে তোমাদেরকে এই ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, এখন বাবা এসেছেন। বাবা তোমাদের ধৈর্য ধরতে বলেন, কারণ ভক্তিমাগে তোমরা আহ্বান করতে - বাবা এসো, মুক্ত করো, দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। তাই বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন যে, আর মাত্র কিছুদিন বাকি রয়েছে। যখন কোনো রোগ সেরে যাওয়ার মুখে থাকে তখন বলা হয় যে এখন সুস্থ হয়ে যাবে। বাচ্চারাও বোঝে যে এই ছিঃ-ছিঃ (অপবিত্র) দুনিয়া সমাপ্ত হতে আর মাত্র কিছুদিন বাকী রয়েছে, তারপর আমরা নতুন দুনিয়ায় চলে যাবো। সেইজন্যই আমাদের যোগ্য হতে হবে, তবেই কোনো রোগ-ভোগ ইত্যাদি তোমাদের দূষিততার কারণ হবে না। বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন, বাবা বলেন - একটু পরিশ্রম করো। আর কেউ-ই নেই যে এমন ধৈর্য ধরতে বলবে। তোমরাই তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সতোপ্রধান বানাতে। এখন সব আত্মাই পবিত্র হয়ে যাবে - কেউ যোগবল এর দ্বারা, কেউ শাস্তির বল এর (সাজা ভোগ) দ্বারা। শাস্তিরও ক্ষমতা রয়েছে, তাই না! সাজা ভোগ করে যারা পবিত্র হবে তাদের পদও কম হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমত পেতেই থাকো। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো, তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যদি স্মরণ না করো তবে পাপ শতগুণ অধিক হয়ে যাবে, কারণ পাপাত্মা হয়ে তোমরা আমারই গ্লানি করাও। তখন মানুষ বলবে যে, এদের ঈশ্বর এমন মত দেন যে, এদের চাল-চলন এমন আসুরীয় হয়ে যায়। স্থিতি উপর-নীচেও তো হয়, তাই না। বাচ্চারা পরাজিতও হয়। ভালো-ভালো বাচ্চারাও পরাজিত হয়। তাই পাপ কাটেই (নষ্ট) না, ভুগতেও হয়। এ হলো অত্যন্ত ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, এখানে সবকিছু হতেই থাকে। বাবাকে আহ্বান করে বলে যে, বাবা, তুমি এসে আমাদের নতুন দুনিয়ার রাস্তা বলে দাও। বাবা জানেন - ওদিকে হলো পুরানো দুনিয়া আর এদিকে হলো নতুন দুনিয়া। তোমরা হলে তরলী। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছো। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে। তাই যেখানে যাচ্ছো, সেই ঘর-কেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে। হয় যোগবলের দ্বারা, নয় তো শাস্তি ভোগ করে। প্রতিটি আত্মাকেই পবিত্র হতেই হবে। পবিত্র না হলে কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। সকলেই নিজের নিজের ভূমিকা পালন করছে। বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। মানুষ বলে, কলিযুগ এখনও শৈশব অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এখন এর থেকেও অধিক দুঃখী হবে। কিন্তু তোমরা অর্থাৎ সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণেরা জানো যে, এই দুঃখধাম তো শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের ধৈর্য প্রদান করেন। কল্প-পূর্বেও বাবা বলেছিলেন, মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই পাপ কেটে (মুক্ত) যাবে। আমি (বাবা) এই গ্যারান্টি করছি। এও বোঝান যে, কলিযুগের বিনাশ হবে আর সত্যযুগ-কেও অবশ্যই আসতে হবে। তোমরা বাবার থেকে এই গ্যারান্টি পাও, আর বাচ্চাদের নিশ্চয়ও রয়েছে। কিন্তু স্মরণে না থাকতে পারার জন্য কোনো না কোনো বিকর্ম করে ফেলে। তারা বলে যে, বাবা, ক্রোধ এসে যায়, একেও ভূত (বিকার) বলা হয়। এই রাবণ রাজ্যে ৫ ভূত দুঃখই দেয়। পূর্বের যত হিসেব-নিকেশ আছে তা শোধ করতে হবে। পূর্বে কখনও কাম-বিকার যাদের বিরক্ত করেনি, তাদেরও এই রোগের ইমার্জ (উদয়) হয়। তারা বলে, পূর্বে তো এমন বিকল্প (ব্যর্থ সঙ্কল্প) কখনও আসেনি, এখন কেন যাতনা দিচ্ছে? এ হলো জ্ঞান, তাই না। জ্ঞান সমস্ত রোগ-কে দূর করে দেয়। ভক্তি সব রোগ-কে দূর করতে পারে না। এ হলো অশুদ্ধ বিকারী দুনিয়া, ১০০ শতাংশ অশুদ্ধতা রয়েছে। ১০০ শতাংশ পতিত থেকে ১০০ শতাংশ পবিত্র হতে হবে। ১০০ শতাংশ ব্রহ্মচারী থেকে ১০০ পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হবে।

বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদের শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যেতে। তোমরা আমাকে স্মরণ করো এবং সৃষ্টি চক্রকে

(স্মরণ কর) ঘোরাও । কোনো বিকর্ম কোরো না। যে গুণ দেবতাদের মধ্যে রয়েছে তা ধারণ করতে হবে। বাবা কোনো কষ্ট দেন না। কোনো কোনো বাড়ীতে অশুভ আত্মা থাকে, তারা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, অনেক ক্ষতি করে। এইসময় সব মানুষই অশুভ, তাই না ! শারীরিক (শূল) কর্মভোগও থাকে। আত্মা পরস্পরকে দুঃখ দেয় শরীর দ্বারা, আবার শরীর না থাকলেও দুঃখ দেয়। বাচ্চারা দেখেছে যে, যাদের অশরীরী আত্মা বলা হয়, তাদের সাদা ছায়ার মতো দেখতে লাগে। কিন্তু ওদের বিষয়ে কিছু চিন্তা করার নেই। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই এসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এও এক হিসেব-নিকেশ, তাই না ! বাচ্চারা, অনেকে ঘরে বলে যে আমরা পবিত্র থাকতে চাই। একথা আত্মা বলে। আর যাদের জ্ঞান নেই, তারা বলে, পবিত্র হয়ো না। এর ফলে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। কত হাস্যাম (ঝামেলা) হয়। এখন তোমরা পবিত্র আত্মায় পরিণত হচ্ছে। ওরা অপবিত্র, তাই দুঃখ দেয়। কিন্তু ওরাও তো আত্মা। ওদেরকে বলা হয় অশুভ আত্মা। তাই ওরা শরীরের দ্বারাও দুঃখ দেয় আবার শরীর ছাড়াও দুঃখ দেয়। জ্ঞান তো সহজ, স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। এছাড়া মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। তারজন্য বাবাকে আনন্দের সাথে স্মরণ করতে হবে। রাবণকে ইভিল (অশুভ) বলা হয়, তাই না ! এই সময় এই দুনিয়াই হলো অশুভ। পরস্পরের থেকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। ইভিল পতিতকে বলা হয়। পতিত আত্মায় ৫ বিকার অনেক প্রকারের থাকে। কারোর মধ্যে কাম বিকারের অভ্যাস, কারোর মধ্যে ক্রোধের অভ্যাস, কারোর মধ্যে বিরক্ত করার অভ্যাস, কারোর আবার ক্ষতি করার অভ্যাস। কারোর মধ্যে যদি বিকার (কাম) থাকে তবে তা না পাওয়ার কারণে ক্রোধবশতঃ অনেক মারধোরও করে। এই দুনিয়াই এমন। তাই বাবা এসে ধৈর্য প্রদান করে বলেন -- হে আত্মারূপী বাচ্চারা, ধৈর্য ধরো, আমাকে স্মরণ করো এবং দৈবীগুণ ধারণ করো। তিনি এমন তো বলেন না যে, কাজ-কর্ম ইত্যাদি কোরো না। যেমন মিলিটারীরা যখন যুদ্ধে যায় তখন তাদেরকেও বলা হয় যে শিববাবাকে স্মরণ করো। গীতার কথাগুলোকে স্মরণ করে মনে করে যে, যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে স্বর্গে চলে যাবো, তাই খুশী মনে যুদ্ধে যায়। কিন্তু এমন কোনো কথাই নেই। এখন বাবা বলেন, তোমরা স্বর্গে যেতে পারো, শুধু শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ তো একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে তবে অবশ্যই স্বর্গে যাবে। যারাই আসে, যদিও পরে তারা পতিত হয়ে যায়, তথাপি তারাও স্বর্গে অবশ্যই যাবে। শাস্তিভোগ করে পবিত্র হয়ে তারাও অবশ্যই যাবে। বাবা তো করুণাময় (রহমদিল), তাই না। বাবা বোঝান, কোনো বিকর্ম কোরো না তবেই বিকর্মজীত হতে পারবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো বিকর্মজীত, তাই না। রাবণ রাজ্যে আবার বিকর্মী (বিকারী) হয়ে যায়। তখন বিক্রম সম্বৎ শুরু হয়, তাই না। মানুষ তো কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো বিকর্মজীত। এটাই বলা হবে যে, বিকর্মজীত হলো নম্বর ওয়ান আর ২৫০০ বছর পরে পুনরায় বিক্রম বর্ষ শুরু হয়। মোহজীত রাজারও একটি গল্প রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, নষ্টমোহ হও। মামেকম স্মরণ করো, তো পাপ কেটে যাবে। ২৫০০ বছরে যা পাপ হয়েছে, তা থেকে ৫০-৬০ বছরের মধ্যেই তোমরা নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে পারো। যদি যোগবল না থাকে তবে পিছনের সারিতে চলে যাবে। মালা তো অনেক বড়। ভারতের মালা তো বিশেষ হয়। যার উপরেই সমগ্র খেলা তৈরী হয়ে রয়েছে। এরমধ্যে মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। আর কোনো কষ্ট নেই। ভক্তিতে তো অনেকের সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ থাকে। এ সবই হলো রচনা। তাই তাদের স্মরণ করে কারো কোনো কল্যাণ হবে না। বাবা বলেন, কাউকে স্মরণ কোরো না। যেমন ভক্তিমার্গে প্রথমে তোমরা আমার ভক্তি করতে এখন অন্তে এসেও তোমরা আমাকে স্মরণ করো। বাবা কত পরিষ্কার করে বোঝান। পূর্বে কি এসব জানতাম, না জানতাম না। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। বাবা বলেন, আর অন্যসব সঙ্গ ছেড়ে বুদ্ধি এক এর সাথেই যুক্ত করো, তবেই যোগ-অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। পাপ তো অনেক করেছে। কাম-কাটারী চালিয়েছো। পরস্পরকে আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছো। মুখ্য বিষয়ই হলো কাম-কাটারীর। এও হলো ড্রামা, তাই না। এইরকমও বলা যাবে না যে ড্রামা এইভাবে কেন তৈরী করা হয়েছে? এ তো অনাদি খেলা। এতে আমারও (ভগবানের) পার্ট রয়েছে। ড্রামা কখন তৈরী হয়েছে, কখন সম্পূর্ণ হবে -- এটাও বলতে পারা যাবে না। আত্মাতেও তো পার্ট ভরা থাকে। আত্মার যে প্লেট রয়েছে তার কিন্তু কোনো ক্ষয় নেই। কারণ আত্মা অবিনাশী, আর তাতে যে পার্ট ভরা রয়েছে তাও অবিনাশী। ড্রামাকেও অবিনাশী বলা হয়। বাবা, যিনি পুনর্জন্মে আসেন না, তিনিই এসে সব রহস্য বোঝান। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আর কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। কারণ না জানে বাবার অকুপেশন, না জানে আত্মার, কোনো কিছুই জানে না। এ সৃষ্টি-চক্র সদা ঘূর্ণায়মান।

এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন সব মানুষই উত্তম পুরুষ হয়ে যায়। শান্তিধামে সব আত্মাই পবিত্র উত্তম হয়ে যায়। শান্তিধাম তো পবিত্র, তাই না। নতুন দুনিয়াও পবিত্র। শান্তি তো রয়েছেই, পুনরায় শরীর ধারণ করে নিজের ভূমিকাও পালন করে। একথা আমরাই জানি, প্রত্যেকটি আত্মা তার নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে। ওটা হলো আমাদের নিজ নিকেতন, যেখানে আমরা শান্তিতে থাকি। এখানে তো ভূমিকা পালন করতেই হবে। এখন বাবা বলেন, ভক্তিমার্গে তোমরা আমার অব্যভিচারী পূজা করেছে। দুঃখ ছিল না। এখন ব্যভিচারী ভক্তিতে (অনেকের পূজা) আসার কারণে তোমরা

দুঃখী হয়ে পড়েছো। বাবা বলেন, দৈবী-গুণ ধারণ করো, তবুও আসুরী-গুণ ধারণ করো কেন? বাবাকে ডাকো যে, এসে আমাদের পবিত্র করো। তাহলে পুনরায় কেন পতিত হও? এরমধ্যেও কাম-বিকারকে অবশ্যই জিততে হবে, তবেই জগৎজীত হতে পারবে। মানুষ তো ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই বলে যে, নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী। অর্থাৎ তাঁকে নীচে নামিয়ে দেয়। এইভাবেই পাপ করতে-করতে দুনিয়া মহা-বিকারী হয়ে যায়। গরুড় পুরাণেও, অতি ভয়ঙ্কর (রৌরব) নরকের কথা বর্ণনা রয়েছে। বলা হয় যে, সেখানে বিছা-টিকটিকি এই সব দংশন করে। শাস্ত্রে তো কি কি সব দেখিয়েছে। বাবা এও বুঝিয়েছেন, এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের জন্য। এগুলির দ্বারা কেউ-ই আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না। মানুষ আরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই আমাকে আহ্বান করে যে, এসে আমাদের পবিত্র করো, তাহলে এখন অবশ্যই পতিত, তাই না। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। যারা "নিশ্চয় বুদ্ধি" হবে, তারা তো বিজয়ী হয়ে যাবে। রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে রাম-রাজ্যে চলে যায়। বাবা বলেন, কাম-বিকারের উপরে বিজয়লাভ করো, এরজন্যই যত লড়াই-ঝগড়া হয়। বলাও হয়েছে, অমৃত ছেড়ে তোমরা কেন বিষ খাও? অমৃতের কথা শুনে মনে করে, গো-মুখ থেকে অমৃত নির্গত হয়। আরে, গঙ্গা জলকে কি কেউ অমৃত বলে, না বলে না। এ হলো জ্ঞান- অমৃতের কথা। স্ত্রী, স্বামীর চরণ ধুয়ে সেই জল পান করে, আর একে অমৃত মনে করে। যদি তা অমৃত হয় তবে তো সকলেই হীরে-তুল্য হবে, তাই না। এখানে তো বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে তোমরা হীরে-তুল্য হয়ে যাও। তারা তো গঙ্গা জলের নামও কত মহিমাম্বিত করে দিয়েছে। তোমরা জ্ঞান-অমৃত পান করাও, ওরা জল পান করায়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের কথা কেউ জানেই না। তারা কৌরব-পান্ডব বলে, কিন্তু পান্ডবদের কি ব্রাহ্মণ মনে করে? না করে না। গীতায় এমন কোনো শব্দ নেই, যেখানে জেনে তারা পান্ডবদের ব্রাহ্মণ বলে গন্য করবে। বাবা বসে সব শাস্ত্রের সার কথা শোনান। বাচ্চাদের বলেন, শাস্ত্রে যা কিছু পড়েছো আর আমি যা কিছু শোনাই, সেগুলোকে যাচাই (পরীক্ষা) করো। তোমরা জানো যে পূর্বে যা কিছু শুনেছিলাম তা ভুল, এখন সঠিক শুনি।

বাবা বোঝান, তোমরা হলে সীতা বা ভক্ত। ভক্তির ফল দেন রাম-ভগবান। বলেন যে, আমি আসিই ফল দিতে। তোমরা জানো যে, আমরাই স্বর্গের অপার সুখ ভোগ করি। আর সেইসময় বাকীরা সব শান্তিধামে থাকে। শান্তি তো পায়, তাই না। সেই বিশ্বে সুখ-শান্তি-পবিত্রতা সবকিছু রয়েছে। তোমরা বোঝাও, বিশ্বে যখন এক ধর্ম ছিল তখনই শান্তি ছিল। তবু তারা বোঝে না। কদাচিৎ কেউ টিকে যায় এখানে। পরে অনেকেই আসবে। যাবে কোথায়! এ হলো একটাই হাট। যেমন দোকানদারের জিনিস যদি ভালো হয় তাহলে ফিক্সড রেট থাকে। এ হলো শিববাবার হাট, তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা-কেও অবশ্যই দরকার। তোমাদের বলা হয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিবকুমারী তো বলা হয় না। ব্রাহ্মণদেরও অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেবতাদের মতো গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে, ভিতরে যা কিছু অশুভ সংস্কার রয়েছে, ক্রোধ ইত্যাদির অভ্যাস রয়েছে, তা পরিত্যাগ করতে হবে। বিকর্মাজীত হতে হবে, তাই এখন যেন কোনো বিকর্ম না করা হয়।

২) হীরে-সম শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য জ্ঞান-অমৃত পান করতে এবং করাতে হবে। কাম-বিকারের উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারা পুরানো সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদানঃ:- বুদ্ধিকে আমার আমার ভাব এর ঘূর্ণাবর্তের থেকে বের করে সকল জটিলতার থেকে মুক্ত থাকা ডিট্যাচ, ট্রাস্টী ভব

বুদ্ধি যখন কোনো কারণে জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে তখন বুঝবে যে নিশ্চই কোনো না কোনো আমার ভাব আছে। যেখানেই আমার আমার আসবে সেখানেই বুদ্ধি ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে। গৃহস্থী হয়ে চিন্তা করলে ভুল হয়ে যায়, সেইজন্য একদম ডিট্যাচ আর ট্রাস্টী হয়ে যাও। এই আমার আমার ভাব - আমার নাম খারাপ হবে, আমার নিন্দা হবে... এইসব চিন্তা করাই হলো ঘূর্ণাবর্তে পড়া। তখন যতই জট ছাড়তে চাইবে ততই জট পাকিয়ে যাবে। সেইজন্য ট্রাস্টী হয়ে এই ঘূর্ণাবর্তের থেকে মুক্ত হয়ে যাও। ভগবানের বাচ্চারা কখনো ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আসতে পারে না।

স্লোগান:- তোমরা হলে মহান পিতার সন্তান, তাই না তো ক্ষুদ্র মতি হও আর না ক্ষুদ্র বিষয়ে ঘাবড়ে যাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“সাহসের আধারে নিজেকে পরিশ্রম মুক্ত সদা বিজয়ী অনুভব করো”

আজ নবযুগ রচয়িতা বাপদাদা নিজের অতি স্নেহী, সদা সহযোগী আর অতি সমীপ বাচ্চাদেরকে নবযুগ, নব জীবন আর নব বর্ষের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। চারিদিকের বাচ্চারা অতি স্নেহের সাথে বাপদাদাকে হৃদয়ের সম্মুখে রেখে বাপদাদার থেকে অভিনন্দন নিচ্ছে। বাপদাদা বাচ্চাদের নববর্ষের উৎসাহ উদ্দীপনাকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। মেজরিটি বাচ্চারা কেউ দূরে বসে আছে বা কেউ সমীপে বসে আছে কিন্তু সকলের মনের মধ্যে এই উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে এই বছরে নবীনতা করেই দেখাবে। সেটা স্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা সেবার সফলতাতে বা প্রত্যেক আত্মাকে শুভ ভাবনা শুভ কামনার দ্বারা পরিবর্তন করার ইচ্ছাও ভালো রয়েছে, উৎসাহও খুব ভালো রয়েছে। তারসাথে সাহসও যথাশক্তি রয়েছে। বাপদাদা এইরকম সাহসী বাচ্চাদেরকে এক সংকল্পের জন্য পদম গুণ সহায়তাও অবশ্যই দেন। সেইজন্য সাহসের সাথে সদা এগিয়ে যেতে থাকো। কখনও নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি সাহস কম করবে না। কেননা এই নবযুগ হলই সাহসের সাথে উড়তে থাকার যুগ, বরদানী যুগ, পুরুষোত্তম যুগ, ডাইরেক্ট বিধাতার দ্বারা সর্ব শক্তি উত্তরাধিকার রূপে সহজে প্রাপ্ত হওয়ার যুগ। সেইজন্য এই যুগের মহত্বকে সদা স্মৃতিতে রাখো। কোনও কার্য আরম্ভ করতে চাও, তা স্ব পুরুষার্থই হোক বা বিশ্ব সেবা, সদা সাহস আর বাপদাদার সহায়তার দ্বারা নিশ্চয় আছে যে স্ব পুরুষার্থে বা সেবাতে সফলতা হয়েই আছে। হতেই হবে। অসম্ভব, সম্ভব হবেই, কেননা এই যুগ হলো সফলতার যুগ। অসম্ভব সম্ভব হওয়ার যুগ। সেইজন্য হবে কি হবে না, কিভাবে হবে, এইরকম কোশ্চেন এই যুগে তোমাদের, ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্যই নয়। ব্রাহ্মণদের জন্মপত্নীতে আছে - ‘সফলতা তাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার’। অধিকারী আত্মাদেরকে এটা চিন্তা করার দরকার নেই, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেই।

তো নতুন বছরে এই বিশেষ স্মৃতি ইমার্জ করো যে সবদিক থেকে সফলতাতে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মার অধিকার আছেই। এই নিশ্চয়ের সাথে, আত্মিক নেশার সাথে উড়তে থাকো। (অভিমানী নেশা নয়, আত্মিক নেশা) নিশ্চয় বুদ্ধি সদা প্রত্যেক কার্যে বিজয়ী আছেই। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি ব্রাহ্মণ আত্মার ললাটে বিজয়ী ভাগ্যের রেখা সদা আছেই। বিজয়ের তিলক সদাই ললাটে ঝলমল করছে। এইজন্য এই বর্ষকে সদা বিজয়ী বর্ষ অনুভব করতে থাকো। এইরকম নিশ্চয় আর নেশা আছে? ডবল বিদেশীদের আছে? ডবল বিদেশী হুশিয়ার আছে? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) খুব ভালো। তিলক দেখা যাচ্ছে। আর ভারতবাসী তো আছেই ভাগ্যবান, কেন বলতো? কারণ ভারতের ধরনীই হলো ভাগ্যবান। সেইজন্য বিদেশী হোক বা ভারতবাসী, উভয়েই হল ভাগ্যবিধাতার সন্তান। সুইজন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই হলো বিজয়ী। কেবল সাহসকে ইমার্জ করো। সাহস সমাহিত হয়ে আছে, কেননা তোমরা হলে মাস্টার সর্বশক্তিমান - এইরকমই তো, তাই না? (সবাই হাত নাড়িয়েছে) হাত তো খুব ভালো নাড়াতে পারো। এখন মন থেকেও সদা সাহসের হাত নাড়াতে থাকো। বাপদাদার খুশী হচ্ছে, গর্ব হচ্ছে যে আমার প্রত্যেক বাচ্চাই হলো অনেকবারের বিজয়ী। এক বার নয়, তোমরা হলে অনেকবারের বিজয়ী আত্মা। তো কখনও এটা চিন্তা করবে না যে, জানিনা কি হবে? কি হবে - এই শব্দই মুখে আনবে না। বিজয় রয়েছে আর সর্বদা থাকবে। সবাই নিশ্চিত তোমরা? খুব ভালো। এখন আবার সেখানে গিয়ে এইরকম দুর্বল সমাচার লিখবে না যে দাদী, বাবা - মায়ী এসে গেছে, এইরকম লিখবে না। তোমরা হলে মায়াজিত। “আমরা হবো না তো আর কে হবে”, এই আত্মিক নেশা ইমার্জ করো। অন্যান্য কাজে মন আর বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে যায় তখন নেশা মার্জ হয়ে যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে চেক করো যে কর্ম করেও এই বিজয়ীভাবের আত্মিক নেশা আছে? নিশ্চয় আছে তো নেশাও অবশ্যই থাকবে। নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো নেশা আর নেশা আছে তো অবশ্যই নিশ্চয় আছে। এই দুটির মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। সেইজন্য এখন ১৯৯৯ এ নিজের নেশা সদা ইমার্জ রাখবে, তাহলে নির্ভুল হয়ে যাবে। না ভুল হবে আর না পরিশ্রম করতে হবে। বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, বাপদাদা যখন বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করতে দেখেন, যুদ্ধ করতে দেখেন তো বাচ্চাদের পরিশ্রম করা বাবার ভালো লাগে না। সেইজন্য এই নববর্ষ কিভাবে পালন করবে? মুক্তিবর্ষ পালন করবে। নেগেটিভ, ওয়েস্ট-কে (ব্যর্থ) সমাপ্ত করলে এই বর্ষ অটোমেটিক পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ হয়ে যাবে। সবাই আনন্দ করবে, পরিশ্রম করবে না। আনন্দ করতে ভালো লাগে নাকি পরিশ্রম করতে ভালো লাগে? আনন্দ (মৌজ) করতে ভালো লাগে তাইনা। তো এই বছর মনে, সংকল্পেও পরিশ্রম মুক্ত থাকবে।

বাপদাদার কাছে বাচ্চাদের পত্র বা কাগজ অনেক ভালো ভালো সাহসের বিষয়ে এসেছে যে আমি ১০৮ এর মালাতে

অবশ্যই আসবো। অনেকের ভালো ভালো উৎসাহ পত্রও এসেছে আর আত্মিক বার্তালাপেও অনেকে বাপদাদাকে নিজের নিশ্চয় আর সাহসের ভালো সমাচার দিয়েছে। বাপদাদা এইরকম বাচ্চাদেরকে বলছেন - বাবা তোমাদের সকলের অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য অতীতের কথা চিন্তা করবে না, এখন যে সাহস রেখেছো, সাহস আর সহায়তার সাথে এগিয়ে যেতে থাকো। নব বর্ষে নতুন উৎসাহও খুব ভালো ভালো লিখেছে, সেটা বিদেশের বাচ্চা হোক বা দেশের বাচ্চা, বাপদাদা এইরকম বাচ্চাদেরকে এই বরদান দিচ্ছেন যে - এই সাহসে, নিশ্চয়ে, নেশাতে অমর ভব। অমর থাকবে, তাই না? ডবল বিদেশী অমর থাকবে? ভারতবাসীও থাকবে, তাই না? ভারতকে তো নম্বর নিতেই হবে।

নতুন বছর কিভাবে পালন করে? এক তো গিফ্ট দেয় আর দ্বিতীয় হলো গ্রীটিংস দেয়। প্রচুর মিঠাই খায় এবং খাওয়ায়। নাচে এবং গানও অনেক করে। তো তোমরা কেবল ১২ টার পর শুধু একদিনের জন্য নতুন বছর পালন করবে না। বরং ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য এই নতুন যুগে প্রতিটি মুহূর্ত হলো নতুন, প্রতিটি শ্বাস হলো নতুন, প্রতিটি সংকল্প হলো নতুন। সেইজন্য সদা সম্পূর্ণ বর্ষ। একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, চার মাস নয়, আট মাস নয়, ১২ মাস-ই সদা একে-অপরকে দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করবে। বিতরণ করবে, তাই না! দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করতে পারো? সবাই দক্ষ এ বিষয়ে? তো দিলখুশ মিঠাই বিতরণ করবে। কেউ তোমাদের দিলখুশ মিঠাই নিজেদের স্বভাবের কারণে, সংস্কারের কারণে, সমস্যার কারণে যদি স্বীকার না-ও করে তো তোমরা হতাশ হবেনা। তোমরা দিয়েছো, তোমাদের আঞ্জাকারী থাকার চার্ট বাপদাদার কাছে জমা হয়ে গেছে। এটা দেখবে না যে আমি তো দিলখুশ মিঠাই খাইয়েছি কিন্তু এ' তো অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো, কোনও ব্যাপার নয়, সে এই রহস্যকে জানে না তাই তো অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা তো এই রহস্যকে জানো তাই না! তো এই রহস্যও জেনে নাও যে এই আত্মা হিসেব-নিকেশ বা সমস্যার বশীভূত। তোমরা আঞ্জাকারী হও। ঠিক আছে, তাই না? আঞ্জাকারী হতে হবে তাই না? এখানে তো খুব সুন্দর করে “হ্যাঁ” বলে, যদি তোমরা এখানে দেখো তো দেখবে হাত-ও খুব ভালো নাড়াতে থাকে, বাবাকে খুশী করে দেয়। কাঁধ-ও নাড়ায়, হাত-ও নাড়ায়। কিন্তু বাপদাদা তো তথাপি প্রত্যেক বাচ্চার প্রতি সদাই খুশী থাকেন। যখন আমার বাচ্চা বলি, তো যে-ই হও, যেরকমই হও, বাবা তো দেখে খুশী হন-ই। বাবা কথা দিয়েছিলেন যে - যেকরেই হোক বাচ্চাদেরকে যোগ্য বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবো। আমার সাথে তোমরা যাবে, তাই না? সাথে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছো? সবাই তৈরী হয়ে গেছো? এভাররেডি আছো? আচ্ছা, এভাররেডিও আছো, খুব ভালো। এভার হ্যাপী-ও তোমরা? আর যখন মায়া এসে যায়, তখন? তখন মনে মনে একটু একটু চিৎকার করবে? বাবা মায়া এসে গেছে, এসে গেছে। চিৎকার করবে না, নিজেকে উড়িয়ে নেবে। মায়া নীচে থেকে যাবে, তোমরা উপরে উড়ে যাবে আর তখন মায়া তোমাদেরকে দেখতে থাকবে। আচ্ছা, তো খুশীতে নাচতেও থাকো আর দিলখুশ মিঠাই বিতরণও করতে থাকো। যারা তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসছে তাদেরকেও কিছু না কিছু গিফ্ট দেবে, কেউ যেন খালি হাতে চলে না যায়, কি গিফ্ট দেবে? তোমাদের কাছে তো অনেক গিফ্ট আছে। গিফ্টের স্টক আছে? তো দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণ হবে না, দিতে থাকবে। উদার হৃদয় হও, কাউকে শক্তির সহযোগ দাও, শক্তির ভাইব্রেশন দাও, কাউকে কোনো গুণের গিফ্ট দাও। মুখ থেকে নয়, নিজের চেহারা আর চলনের দ্বারা দাও। যদি কোনও গুণ বা শক্তি ইমার্জ না-ও হয়, তথাপি ন্যূনতম ছোটো কিছু উপহারও দিও, সেটা কী? শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার উপহার। শুভ কামনা করো যে এ' আমার হারানিধি ভাই বা বোন, হারানিধি মনে করলে অশুভ ভাবনা থেকে শুভ ভাবনা হয়ে যাবে। এই ভাই-বোনও যেন উড়তি কলার পার্ট পায়। এরজন্য সহযোগ বা শুভভাবনা রয়েছে। কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে আমি তো দিই কিন্তু সে নেয় না। আচ্ছা শুভ ভাবনা নেয়না, কিছু তো দেয় তাই না। হয়তো তোমাদের কোনো অশুভ কথা বলে দেয়, অশুভ ভাইব্রেশন দেয়, অশুভ আচরণ করে, তো তোমরা কে? তোমাদের অক্যুপেশন কী? তোমরা বিশ্ব-পরিবর্তক হয়েছো? তোমাদের ধান্দা কী? বিশ্ব পরিবর্তন করা, তাই না! তো বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারো আর সেই আত্মা তোমাকে উল্টোপাল্টা কিছু বলে দিলো, তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করলো, তো তোমরা তাকে পরিবর্তন করতে পারবে না? পজিটিভ রূপে পরিবর্তন করতে পারবে না? নেগেটিভকে নেগেটিভ রূপেই ধারণ করবে নাকি নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে তোমরা প্রত্যেককে শুভভাবনা, শুভ কামনার গিফ্ট দেবে। শুভ ভাবনার স্টক সদা জমা রাখো। তোমরা দাও। পরিবর্তন করে দাও। তো তোমাদের যে টাইটেল আছে - বিশ্বপরিবর্তক, সেটা প্র্যাক্টিক্যালি ইউজ্ হতে থাকবে। আর এটা পাকাপাকি ভাবে বুঝে নাও যে, যে সদা প্রত্যেককে পরিবর্তন করে নিজের বিশ্ব-পরিবর্তকের কাজ সাকারে নিয়ে আসে, সে-ই সাকার রূপে ২১ জন্ম গ্যারান্টির সাথে রাজ্য-অধিকারী হবে। সিংহাসনে যদিও একবার-ই বসবে কিন্তু প্রত্যেক জন্মে রাজ পরিবারে, রাজ্য অধিকারী আত্মাদের নিকট সম্বন্ধে আসবে। তো বিশ্ব পরিবর্তকই বিশ্ব-রাজ্য-অধিকারী হবে। সেইজন্য সদা নিজেদের এই অক্যুপেশন স্মরণে রাখো - আমার কর্তব্যই হলো পরিবর্তন করা। দাতার বাচ্চা হয়েছো তাই দাতা হয়ে দিতে থাকো, তবেই ভবিষ্যতে যদিও হাতে করে কাউকে কিছু দেবে না কিন্তু সদা তোমাদের রাজ্যে প্রত্যেক আত্মা ভরপুর থাকবে, এটাই হলো এইসময়ের দাতা হওয়ার প্রালব্ধ। তাই হিসাব করো'না, এ'

এটা করেছে, এ' এতবার করেছে, মাস্টার দাতা হয়ে গিস্ট দিতে থাকো। আর কিরকম গিটিংস? দেখো, যদি কোনও আত্মার, অন্য কোনও আত্মার থেকে কিছু প্রাপ্তি হয় তো তার মুখ থেকে, মন থেকে এই শব্দ বেরিয়ে আসে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, একে-অপরকে খুশী বিতরণ করো তো বলবে - ধন্যবাদ। উৎসব পালন করলেও তারা বলবে যে অভিনন্দন, এইরকম যে কেউ তোমাদের সামনে আসবে তো মুখ থেকে এমন শব্দ বলো, সংকল্পে এমন শ্রেষ্ঠ সংকল্প হবে তো যে-ই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎকার করবে তো সে সবসময় হৃদয় থেকে অভিনন্দন বা আশীর্বাদ অবশ্যই দেবে। তো সদা এমন কথা বলো, এমন সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসো যে হৃদয় থেকে, মুখ থেকে অভিনন্দন বেরিয়ে আসবে বা আশীর্বাদ বেরিয়ে আসবে। এমন শব্দ বলবে না যেটা অভিনন্দন যোগ্য নয়। এক-একটি শব্দ যেন রত্নসম হয়। সাধারণ শব্দ যেন না হয়। বাপদাদা এখন পর্যন্ত রেজাল্টে দেখেছেন, কাল তো পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখেছেন যে বাণীতে যে সংযম আর স্নেহ থাকা উচিত সেই স্নেহও কম হয়ে যাচ্ছে আর সংযমও কম হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এমন বাণী বলো যেটা রত্নসম হয়ে যাবে। তোমরা স্বয়ং যখন হিরেতুল্য হবে তখন তোমাদের বাণীও রত্ন সমান হয়ে যাবে। এইরকম মূল্যবান হও। সাধারণ হয়ো না। না সাধারণ হবে আর না ব্যর্থ হবে। আর কখনও কখনও বাপদাদা দেখেন, রেজাল্ট শোনাবেন কেননা ১২টার পর সব সমাপ্ত করতে হবে তাই না! তো বাপদাদা এটাও দেখেছেন যে কোনো কোনো বাচ্চা ছোটো ছোটো কথার অনেক বিস্তার করে, এতে কি হয়, যে বেশী বলে তো যেমন বৃক্ষের বিস্তার হয়, তাতে বীজ গুপ্ত হয়ে যায়, তারা এমন মনে করে যে আমরা বোঝানোর জন্য বিস্তার করছি কিন্তু বিস্তারে তোমরা যে কথাটি বোঝাতে চাইছো তার সার সংক্ষেপ গুপ্ত হয়ে যায় আর তাছাড়া বোল, বাণীরও এনার্জি হয়। যেটা ওয়েস্ট বোল হয় তো বাণীরও এনার্জি কম হয়ে যায়। বেশী কথা বলা আত্মার বুদ্ধির এনার্জিও কম হয়ে যায়। “শর্ট এবং সুইট” এই দুটি শব্দ স্মরণে রাখো। আর কেউ বেশী শোনাতে যায় তো তাকে বলে দেয় যে আমার এত শোনার টাইম নেই। কিন্তু যখন নিজে শোনায় তখন টাইম ভুলে যায়। সেইজন্য নিজের খাজানার স্টক জমা করো। সংকল্পের খাজানা জমা করো, বাণীর খাজানা জমা করো, শক্তির খাজানা জমা করো, সময়ের খাজানা জমা করো, গুণের খাজানা জমা করো। প্রতি রাতে নিজের এই খাজানাগুলির জমা করার পোতামেল (দৈনন্দিন চার্ট) চেক করো। কত সংকল্প ওয়েস্ট করার পরিবর্তে বেস্ট-এর খাতাতে জমা করেছি? কতটা সময় বেস্ট-এর খাতায় জমা করেছি? গুণ আর শক্তিগুলির দ্বারা শ্রেষ্ঠ কাজ করেছি? গুণগুলিকে কাজে লাগিয়েছি? শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়েছি? এ হলো জমা করা। তো সকল সংকল্প, সময়, গুণ, শক্তি-র পোতামেল প্রতি রাতে চেক করো তারপর টোটাল করো, জমা কত হয়েছে? এই জমা করা খাজানা নিজেকেও সহযোগ দেবে আর অন্যদেরকেও দেবে। তাহলে বুঝেছো কি করতে হবে? সবাই জিজ্ঞেস করে যে - কি করতে হবে? তো এখন এটা করতে হবে। গিটিংস ও নিতে হবে আর গিস্টও দিতে হবে, জমাও করতে হবে আর পরিশ্রম করা ত্যাগ করতে হবে। যখন জমা করার প্রতি অ্যাটেনশন দেবে তখন আর পরিশ্রম করতে হবে না। পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ ধুমধাম করে পালন করবে। ওয়েস্ট আর নেগেটিভ মুক্ত বর্ষ পালন করবে। বাপদাদা মুক্তিবর্ষের রেজাল্ট এখনই জিজ্ঞেস করছেন না, বাপদাদার স্মরণে আছে। রেজাল্ট দেখবেন যে কতজন মুক্তিবর্ষ পালন করেছে, মুক্তি মাস পালন করেছে? ৬ মাস পালন করেছে, অর্ধেক পালন করেছে, সম্পূর্ণ পালন করেছে - এইসব হিসাব নেবেন? আচ্ছা।

চারিদিকের অতি স্নেহী সমীপ ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে নবযুগের রচয়িতার অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। এই মুহূর্ত হলো বিদায় আর অভিনন্দনের মুহূর্ত। সপ্তম হলো এটা। পুরানো বছরকে বিদায়, পুরানো বছরের সাথে সাথে পুরানো কথা, পুরানো সমস্যা, পুরানো সংস্কার সবকিছুকে বিদায় আর নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন বছরকে শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দনও। এই বছরকে সদা পরিশ্রম মুক্ত বর্ষ পালন করতে হবে। এইবছরকে সদা নিজেকে আর সকলকে নির্বিঘ্ন ভব-র বরদানের সাথে পালন করতে হবে। এই বছরকে ‘সর্বদা বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার’ - এই নিশ্চয় আর নেশাকে সদা প্রত্যেক কর্ম করেও ইমার্জ রাখার বর্ষ পালন করবে। এই বছরে প্রত্যেককে বাপদাদা আর দাদীদের দ্বারা নম্বর ওয়ান-এ যাওয়ার উপহার বা গিস্ট নিতে হবে, এরজন্য সকল বিদেশী বা ভারতবাসীদেরকে নম্বর ওয়ানের নিশ্চয় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেও হবে আর অন্যদেরকেও এগিয়ে দিতে হবে। তো অনেক অনেক স্মরণ এবং স্নেহের সাথে সকল প্রকারের মম্সার দ্বারা, বাণীর দ্বারা, সকল রূপের দ্বারা বাপদাদা পদ্মাপদ্ম গুণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এখন এক সেকেন্ড সবাই পাওয়ারফুল সংকল্পের দ্বারা, দৃঢ়তার দ্বারা পুরানো বস্তু, পুরানো বছরকে, পুরানো কথাতে সবসময়ের জন্য বিদায় দাও। এক সেকেন্ড সবাই - “দৃঢ়তাই হলো সফলতা” - এই দৃঢ় সংকল্পে স্থিত হয়ে যাও। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদান:-

টেনশনে পীড়িত দুঃখী আত্মাদেরকে সাহস দিয়ে এগিয়ে দেওয়া মাস্টার দয়াবান ভব

বর্তমান সময়ে প্রায় সকল আত্মাই টেনশনে পীড়িত, চিন্তা ভাবনা করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। তোমরা তাদেরকে সাহস দাও। যেরকম কারো পা না থাকলে তাকে কাঠের পা বানিয়ে দিলে সে চলতে পারে। সেইরকম তোমরা তাদেরকে সাহস রূপী পা দাও, কেননা বাপদাদা দেখেছেন যে অগুণী বাচ্চাদের

মনের অবস্থা কিরকম হয়ে আছে, বাইরের শো তো খুব ভালো টিপটপ কিন্তু অন্তর্মনে খুবই দুঃখী তাই তোমরা মাস্টার দয়াবান হও।

স্লোগান:- নির্মাণ হও, কোমল নয় নির্মাণতাই হলো মহানতা।

সূচনা :- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট থেকে ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিশেষ নিজের লাইট মাইট স্বরূপে স্থিত হয়ে, জ্ঞান সূর্য বাবার কিরণের নীচে বসে সম্পূর্ণ গ্লোব-কে শান্তি শক্তি আর পবিত্রতার সকাশ দেওয়ার সেবা করো। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি সর্বদা বাণীর উর্ধ্বে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের উপরাম (উর্ধ্বে স্থিতি) বানাতে এসেছি, তোমাদের সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন বাণীর উর্ধ্বে ঘরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট কাকে বলা হবে? তাদের মুখ্য নিদর্শন শোনাও?

*উত্তরঃ - ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট তারাই, যারা নিজের সঙ্গে কথা বলতে জানে, সূক্ষ্ম স্টাডি করে থাকে। পুরুষার্থী স্টুডেন্ট সদা নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে যে, আমার মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো? দৈবী গুণ কতখানি ধারণ করেছে? তারা নিজেদের রেজিস্টার রাখে যে, ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি সদা থাকে তো? ক্রিমিনাল খেয়াল চলে না তো?

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি, যারাই বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে। সে হলো সমস্ত আত্মাদের ঘর। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের এখন এই শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাই তোমাদের এই দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে উপরাম হতে হবে। এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া। এও আত্মারা জানে যে, আমাদের এখন যেতে হবে। বাবা এসেছেন আমাদের পাবন বানানোর জন্য। আমাদের আবার পাবন দুনিয়াতে যেতে হবে। অন্তরে এই বিচার সাগর মন্বন হওয়া উচিত। আর কারোরই এমন চিন্তা বা বিচার আসবে না। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আমাদের মন থেকে এই শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আবার নতুন পবিত্র সম্বন্ধে, নতুন দুনিয়াতে আসবো। এই স্মৃতিও খুব অল্পেরই থাকে। বাবা বলেন যে, ছোটো, বড়, বৃদ্ধ ইত্যাদি সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। আবার নতুন দুনিয়াতে পাবন সম্বন্ধে আসতে হবে। তোমাদের প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, আমরা এখন ঘরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। যা করবো, সেটাই সাথে যাবে। যে এখন ঈশ্বরের কারণে করে সে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে পদ্মাপদমপতি (লক্ষ কোটি গুণ ধনের অধিকারী) হয়। ওরা এই পুরানো দুনিয়াতে ইনডায়রেক্ট করে। তারা মনে করে, ঈশ্বর এর ফল দান করবে। বাবা এখন বোঝান, সে সব তোমরা অল্পকাল ক্ষণভঙ্গুর পাও। আমি এখন এসেছি, আমি তোমাদের রায় দিচ্ছি- এখন তোমরা যা দান করবে, তা তোমরা ২১ জন্মের জন্য পদ্ম সম প্রাপ্ত করবে। তোমরা মনে করো, বড় ঘরে গিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। আমরা তো নারায়ণ অথবা লক্ষ্মী হবো। তাহলে ততটাই পরিশ্রম করা উচিত। আমরা এই পুরানো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। এমন তৈরী থাকা উচিত যাতে পরের দিকে অন্য কেউই স্মরণে না আসে। যদি পুরানো দুনিয়া, মিত্র পরিজন ইত্যাদি স্মরণে আসে, তাহলে কি গতি হবে? তোমরা তো বলো - অন্তিমকালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে.... তাই বাবাকেই ফলো করা উচিত। এমন নয় যে, ব্রহ্মা বাবা বৃদ্ধ, তাই মনে করেন এই শরীর ত্যাগ করতেই হবে। তা নয়, তোমরা সকলেই বৃদ্ধ। সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকেই ফিরে যেতে হবে, তাই বাবা বলেন, এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। এখন তো নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর যতক্ষণ ওখানে থাকতে হয়, ততক্ষণই ওখানে থাকবে। যত পরের দিকে পার্ট থাকবে, ততই শেষের দিকে শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করবে। কেউ তো একশো বছর কম পাঁচ হাজার বছরও শান্তিধামে থাকবে। তারা শেষের দিকে আসবে। যেমন কাশী কলবট থায়, সবাই পাপ মুক্ত হয়ে শেষ হয়ে যায়। শেষের দিকে যারা আসবে তাদের আর কি পাপ হবে! এলো আর গেলো। বাকি কেউই মোক্ষ লাভ করবে না। ওখানে থেকে কি করবে। পার্ট তো অবশ্যই প্লে করতে হবে। তোমাদের পার্ট হলো শুরুর দিকে আসার। বাবা তাই বলেন -- বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। এখন তো তোমাদের ফিরে যেতে হবে, ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছো। এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। দৈবীগুণও ধারণ করো।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকো - আমাদের মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো? তোমাদের দৈবী স্বভাব থাকা উচিত। তারজন্য চার্ট রাখো তাহলে পাকা হতে থাকবে, কিন্তু মায়া এমনই যে, চার্ট রাখতে দেয় না। দুই - চারদিন রেখে আবার ছেড়ে দেয় কেননা ভাগ্যে নেই। ভাগ্যে থাকলে খুব ভালোভাবে রেজিস্টার রাখবে। স্কুলে তো অবশ্যই রেজিস্টার রাখে। এখানেও সমস্ত সেন্টারে সকলের চার্ট, রেজিস্টার রাখতে হবে। তারপর দেখতে হবে, আমরা রোজ যাই কি? দৈবী গুণ ধারণ করি কি? ভাই - বোনের সম্বন্ধের থেকেও উচ্চে যেতে হবে। কেবল ভাই - ভাইয়ের আত্মিক দৃষ্টি চাই। আমি হলাম আত্মা। কোনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেন না থাকে। ভাই - বোনের সম্বন্ধও এই কারণে, কেননা

তোমরা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । এক বাবার বাচ্চা । এই সঙ্গম যুগেই তোমরা ভাই - বোনের সম্বন্ধে থাকো । তাই বিকারের দৃষ্টি যেন বন্ধ হয়ে যায় । তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বাণীর উর্ধ্বেও যেতে হবে । এমন - এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে, এ হলো সূক্ষ্ম স্টাডি, এতে আওয়াজ করার কোনো দরকার নেই। এ তো বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য আওয়াজে আসতে হয় । বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার জন্যও বোঝাতে হয় । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

আম্মা বাবাকে ডেকেছে যে, আমাকে সাথে করে নিয়ে যাও । আমি পতিত, নিজে ফিরে যেতে পারি না । পতিত দুনিয়াতে এখন পাবন কে বানাবে ! সাধু - সন্ত ইত্যাদি কেউই পাবন বানাতে পারে না । তারা নিজেরাই পাবন হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করে । বাবাকে জানেই না । যারা পূর্ব কল্পে জেনেছিলো, তারাই এখন পুরুষার্থ করছে । এই পুরুষার্থও বাবা বিনা কেউই করাতে পারে না । বাবাই হলেন সবথেকে উচ্চ । এমন বাবাকে নুড়ি - পাথরে আছে বলার কারণে মানুষের কি হাল হয়ে গিয়েছে ! সিঁড়ি নেমেই এসেছে । কোথায় তাঁদের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর কোথায় এমন সম্পূর্ণ বিকারী । এই কথা তারাই মানবে, যারা পূর্ব কল্পে মেনেছিলো । তোমাদের দায়িত্ব হলো, যারাই আসুক না কেন, তাদের বাবার নির্দেশ বলে দেওয়া । সিঁড়ির চিত্রের উপরে বোঝাও । সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । সকলেই শান্তিধাম আর সুখধামে যাবে । সুখধামে তারাই যাবে, যে আম্মারা শক্তির দ্বারা বুদ্ধিযোগকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাবে । ভারতের প্রাচীন যোগের মহিমা আছে । আম্মার এখন স্মৃতি ফিরে আসে যে, বরাবর আমরা প্রথম দিকে এসেছিলাম । এখন আবার ফিরে যেতে হবে । তোমাদের নিজের পার্ট স্মরণে আসে । যারা এই কূলে আসবে না, তাদের তাদের মনেই হয় না যে, আমাদের পবিত্র হতে হবে । এই পবিত্র হওয়াতেই পরিশ্রম করতে হয় । বাবা বলেন, নিজেকে আম্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্মজিৎ হতে পারবে । আর ভাই - বোন মনে করলে তো দৃষ্টিরই পরিবর্তন হয়ে যাবে । সত্যযুগে কারোর দৃষ্টি খারাপ হয় না । বাবা তো বোঝাতেই থাকেন - বাচ্চারা, নিজেকে প্রশ্ন করো - আমরা সত্যযুগী দেবতা, নাকি কলিযুগী মনুষ্য? বাচ্চারা, তোমাদের অনেক ভালো ভালো চিত্র, স্লোগান ইত্যাদি বানানো উচিত । একজন বলবে - সত্যযুগী, নাকি কলিযুগী? অন্যরা আবার অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, এমন ভাবে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা উচিত ।

বাবা তো শ্রীমৎ দেন পতিতকে পাবন বানানোর জন্য । বাকি কাজ - কারবারের বিষয়ে আমি কি জানবো । বাবাকে ডাকাই হয়েছে, তুমি এসে মানব থেকে দেবতা হওয়ার পথ বলে দাও, সেটা আমি এসে বলি । এ কতো সিম্পল (সহজ) কথা । ইশারাও খুব সহজ - মন্মনাভব । নিজেকে আম্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ গঙ্গাকে পতিত - পাবনী মনে করে নিয়েছে । পতিত পাবন তো হলেন বাবা । এখন সকলেরই অন্তিম সময় । তিনি হিসেব - নিকেশ শোধ করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান । বাবা যখন বোঝান, তখন বোঝেও, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে নেমে যায় । বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের ভাই - বোন মনে করো, কখনোই যেন খারাপ দৃষ্টি না হয় । কারোর কামের ভুত, লোভের ভুত এসে যায়, কখনো ভালো ভোজন দেখলে আসক্তি এসে যায় । চানাওয়ালা দেখলেই খাওয়ার কথা মনে হবে । এরপর খেয়ে নিলে পরিপক্ব না হওয়ার কারণে প্রভাব পড়ে যায় । বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়ে যায় । মা - বাবা, অনন্য বাচ্চারা যাকে সার্টিফিকেট দেয়, তাকে ফলো করা উচিত । যজ্ঞ থেকে যাই প্রাপ্ত হয়, তাই মিষ্টি মনে করে খাওয়া উচিত । জিভ যেন লোভী না হয় । যোগেরও প্রয়োজন । যোগ না হলে বলবে, অমুক জিনিস খাওয়া উচিত, না হলে রোগগ্রস্ত হয়ে যাবো । বুদ্ধিতে থাকা উচিত, আমরা এখানে এসেছি দেবতা হওয়ার জন্য । এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর বাচ্চা হয়ে আবার মায়ের কোলে আসবো । মায়ের যে খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস, তার প্রভাব বাচ্চার উপরে আসে । ওখানে এইসব কোনো কথাই হয় না । ওখানে সবকিছুই ফার্স্টক্লাস হবে । আমাদের জন্য মাতা ফার্স্টক্লাস খাবারও থাকবে, যা আমাদের পেটে আসবে । ওখানে তো হলোই ফার্স্টক্লাস । জন্মগ্রহণ করামাত্রই খাওয়াদাওয়া সবই শুদ্ধ হয় । তাই এমন স্বর্গে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া উচিত । তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বাবা এসে তোমাদের রিজ্যুভিনেট (পুনরুজ্জীবিত) করেন । ওরা তো বানরের গ্লান্ড মানুষের মধ্যে স্থাপন করে । মনে করে, আমরা জোয়ান হয়ে যাবো । যেমন নতুন হার্ট প্রতিস্থাপন করে । বাবা কোনো হার্ট প্রতিস্থাপন করেন না । বাবা তো এসে চেঞ্জ করেন । বাকি এ সবই হলো সায়েন্স । মানুষ বোম্ব ইত্যাদি তৈরী করে । এ তো দুনিয়াকেই শেষ করে দেওয়ার মতো জিনিস । বুদ্ধি তো তমোপ্রধান, তাই না । ওরা তো খুশীই হয়, এও ভবিতব্য তৈরী হয়েই আছে । বম্বস তো অবশ্যই তৈরী হবে । শাস্ত্রতে আবার লেখা আছে যে, পেট থেকে মুসল নির্গত হয়েছিলো, আবার এমন হয়েছিলো । বাবা এখন বুঝিয়েছেন যে, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের কথা । রাজযোগ তো আমিই শিখিয়েছিলাম । সে'সব তো হল কাহিনী, যা শুনতে শুনতে এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে । বাবা এখন সত্য সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর কথা, অমরনাথের কথা শোনাচ্ছেন । এই ঈশ্বরীয়

পাঠের দ্বারা তোমরা এই পদ প্রাপ্ত করো। বাকি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি তো নেই, যাঁকে দেখানো হয়েছে যে স্বদর্শন চক্রের দ্বারা সবাইকে হত্যা করেছেন। আমি তো কেবল তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে পাবন বানাই। আমি তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানাই। ওরা তা আবার শ্রীকৃষ্ণের হাতে চক্র ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে। স্বদর্শন চক্র কিভাবে ঘোরাবে? জাদুর তো কথাই নয়। এ তো সবই গ্লানি, তাই না। সেও অর্ধেক কল্প ধরে চলে। এ কেমন ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। এখন ছোটো - বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এমন অবস্থা হলে তখনই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত - আমাদের রেজিস্টার কতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে? রেজিস্টার দেখে চলন জানা যাবে -- রেগুলার পড়ে, নাকি নয়? কেউ কেউ তো আবার মিথ্যাও বলে দেয়। বাবা বলেন, সত্যি বলো, না বললে তোমাদেরও রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তারপর তা যদি ভেঙ্গে ফেলো তাহলে তোমাদের কি অবস্থা হবে। বিকারে যদি পড়ে যাও তাহলেই শেষ। প্রথম নম্বর শত্রু হলো দেহ বোধ, তারপর কাম, ক্রোধ। দেহ বোধে আসাতেই বৃত্তি খারাপ হয় তাই বাবা বলেন - দেহী - অভিমানী ভব। অর্জুনও তো ইনিই। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই ছিল। এখন তো অর্জুন নাম নয়, নাম তো চেঞ্জ হয়, যেই দেহে প্রবেশ করে, তার নাম হয়। মানুষ তো বলে দেয়, এই বৃক ইত্যাদি সবই তোমাদের কল্পনা। মানুষ তো যা কল্পনা করে সেটাই বাস্তবে হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত - আমরা এখন স্বর্গে গিয়ে ছোটো বাচ্চা হবো। তখন নাম - রূপ - দেশ - কাল সবকিছুই নতুন হবে। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যা তৈরী আছে এবং আবারও হচ্ছে। এ তো হতেই হবে তাহলে আমরা চিন্তা কেন করবো? বাচ্চারা, এই ড্রামার রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া এই কথা আর কেউই জানে না। দুনিয়াতে এই সময় সবাই হলো পূজারী। যেখানে পূজারী থাকে সেখানে একজনও পূজ্য থাকতে পারে না। পূজ্য থাকে সত্যযুগ আর ত্রেতাতে। কলিযুগে সবাই হলো পূজারী, তাহলে তোমরা নিজেদের কিভাবে পূজ্য বলতে পারো? পূজ্য তো হলেন দেবী - দেবতারাই। পূজারী হলো মনুষ্য। বাবা মূল কথা বোঝান যে - পাবন হতে হলে মামেকম স্মরণ করো। ড্রামা অনুসারে যে যতটা পুরুষার্থ করেছে, ততটাই করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের পড়াশোনার রেজিস্টার রাখতে হবে। নিজের চার্ট দেখতে হবে যে, আমাদের ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টি কতখানি আছে? আমাদের দৈবী স্বভাব তৈরী হয়েছে কি?

২) নিজের কথার উপরে খুবই কন্ট্রোল রাখতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা দেবতা হতে চলেছি, তাই থাওয়াদাওয়ার প্রতি খুবই খেয়াল রাখা উচিত। রসনার দিকে মন যেন প্রভাবিত না হয়। মা - বাবাকে ফলো করতে হবে।

বরদান:- পরখ করার শক্তির দ্বারা বাবাকে চিনে অধিকারী হওয়া বিশেষ আত্মা ভব বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্বকে দেখেন, সম্পূর্ণ না হলেও, পুরুষার্থীও যদি হয়, তবুও এমন একটি বাচ্চাও নেই যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব থাকবে না। সবথেকে প্রথম বিশেষত্ব হলো, কোটির মধ্যে কয়েকজনের লিস্ট এসেছে। বাবাকে চিনে 'আমার বাবা' বলা আর অধিকারী হওয়া, এও বুদ্ধির বিশেষত্ব, পরখ করার শক্তি। এই শ্রেষ্ঠ শক্তিই বিশেষ আত্মা বানিয়ে দিয়েছে।

স্লোগান:- শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অঙ্কন করার কলম হলো শ্রেষ্ঠ কর্ম, সেইজন্য যত চাও ততই ভাগ্য তৈরী করে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের তন-মন-ধন দিয়ে আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে, আধ্যাত্মিক সেবার দ্বারা-ই ভারত গোল্ডেন এজ হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - চিন্তা মুক্ত থাকার জন্য সদা কোন্ কথটি স্মরণে রাখবে? তোমরা নিশ্চিত কখন থাকতে পারবে?

*উত্তরঃ - নিশ্চিত থাকার জন্য সদা স্মরণে রাখবে এই ড্রামা হলো একদম অ্যাকুরেট। যা কিছু ড্রামা অনুযায়ী চলছে সবই একদম অ্যাকুরেট। কিন্তু বাচ্চারা, এখন তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারছো না, যখন তোমাদের কর্মজীবনে অবস্থা হবে, তখন তোমরা নিশ্চিত হবে। এর জন্য যোগ খুব ভালো হওয়া উচিত। যোগী ও জ্ঞানী বাচ্চারা তখন গুপ্ত থাকতে পারবে না।

ওম্ শান্তি। পতিত-পাবন শিব ভগবানুবাচ। বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দেহধারী মানুষকে কখনও ভগবান বলা যায় না। মানুষ এও জানে, পতিত-পাবন হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হবে না। বেচারী জগতের মানুষ খুবই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। ভারতে যখন সূতোর জট পাকিয়ে যায়, তখন শিববাবাকে আসতে হয়। বাবা ব্যতীত সেই জটিলতা কেউ সরল করতে পারবে না। তিনি-ই হলেন পতিত-পাবন শিববাবা, যাঁকে শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা জানো। তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যদিও এখানে বসে আছে, প্রতিদিন শুনছে তবুও স্মরণে আসবে না যে আমরা শিববাবার কাছে বসে আছি, তিনি ব্রহ্মার মধ্যে বিরাজমান রয়েছেন, আমাদের পড়াচ্ছেন, পবিত্র করে তুলছেন, যুক্তি বলে দিচ্ছেন।

তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রচয়িতা ও রচনার নলেজ পেয়ে কাম বিকারকে জয় করে জগৎজিত হও। তাহলে সেই পিতা পতিত-পাবনও। নতুন রচনার রচয়িতাও হলেন তিনি। এখন তোমরা অসীমিত রাজ্য প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছে। প্রত্যেকে বুঝেছে যে আমরা শিববাবার কাছে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করছি। এই কথাও যথার্থ ভাবে বুঝতে পারে না। কেউ একটু জানে, কেউ তো একেবারেই জানে না। শিববাবা তো বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন। আমাকে এসে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি নিজের পরিচয় দিতে পারি। তোমাদেরও তো বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তাই না ! শিববাবা বলেন, আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। ব্রহ্মার এই দেহ হলো সাধারণ দেহ। কল্পবৃক্ষের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। পতিত দুনিয়ায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখানো হয় এবং তারপরে এর নীচে তপস্যা করছেন। তাদের তপস্যা করা শিববাবা শেখাচ্ছেন। রাজযোগ শিববাবা শেখাচ্ছেন। নীচে আছেন আদি দেব, উপরে আছেন আদি নাথ। বাচ্চারা তোমরা বোঝাতে পারো আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম শিববাবার সন্তান। তোমরাও শিববাবার সন্তান কিন্তু তোমরা জান না। ভগবান হলেন এক, বাকিরা সবাই হলো ব্রাদার্স। বাবা বলেন আমি নিজের বাচ্চাদেরই পড়াই। যারা আমার পরিচয় জানে তাদেরই পড়িয়ে দেবতায় পরিণত করি। ভারত-ই স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়েছে। যে কাম বিকারকে জয় করবে সে-ই জগৎজিত হবে। আমি গোল্ডেন ওয়ার্ল্ডের স্থাপনা করছি। অনেক বার এই ভারত স্বর্গ যুগ ছিল, তারপরে লৌহ যুগে এলো - সে কথা কেউ জানে না। রচয়িতা ও রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে কেউ জানে না। আমি হলাম নলেজফুল। এটাই হলো এইম অবজেক্ট। আমি এনার সাধারণ দেহে প্রবেশ করে নলেজ প্রদান করি। এখন তোমরাও পবিত্র হও। এই বিকার গুলি জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে। এই সব বাচ্চারা পুরুষার্থ করছে। তন-মন-ধন দ্বারা আধ্যাত্মিক সেবা করে, দৈহিক নয়। একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। এটা ভক্তি নয়। ভক্তির যুগ হলো দ্বাপর-কলিযুগ, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয় এবং সত্যযুগ-ত্রৈতাকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন। কোনও গীতাপাঠী এলে তাদেরকেও বোঝাবে গীতায় ভুল রয়েছে। গীতা কে গায়ন করেছে, রাজযোগ কে শিখিয়েছে, কে বলেছে কাম বিকারকে জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে? এই লক্ষ্মী-নারায়ণও জগৎজিত হয়েছে, তাই না ! এনার (ব্রহ্মার) ৮৪ জন্মের রহস্য বসে বোঝাও। তিনি যে-ই হোন, নলেজ নিতে তো এখানেই আসতে হবে, তাই না। আমি তো বাচ্চাদের পড়াই। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও অনেকেই আছে যে এইটুকুও বোঝে না। তাই তো কথিত আছে, কোটির মধ্যে কেউ....। আমি যা, আমি যেমন, কেউ তা ৫ পার্সেন্টও জানে না। তোমাদের, বাবাকে জেনে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। মামেকম স্মরণ করো না কেন? বলে বাবা ভুলে যাই। আরে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না। যদিও বাবা বোঝেন স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের কাজ, তবুও পুরুষার্থ করানোর জন্য তোমাদের পাম্প করতে থাকেন। আরে, যে বাবা তোমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান, বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকেই ভুলে যাও ! মায়া অবশ্যই ভুলিয়ে দেবে। টাইম লাগবে। এমনও নয় মায়া তো ভুলিয়ে দেবে তাই ডিলেটাল হয়ে বসে

যাবে। না, পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। কাম বিকারকে জয় করতে হবে। মামেকম্ স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যেমন বাম্ভারা আমি তোমাদের বলি, তেমনই কোনও বড় জাজ এলে তাকেও বাবা বলবেন - "বাম্ভা" কারণ আমি হলাম উঁচু ভগবান। উঁচু পাঠ তো আমি-ই পড়াই, প্রিন্স-প্রিন্সেস পদ প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বলেন, আমি এনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) পড়াই। ইনি পরে শ্রীকৃষ্ণ হন। ব্রহ্মা-সরস্বতী, তাঁরা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। এই প্রবৃত্তি মার্গ চলে আসছে। নিবৃত্তি মার্গের মানুষ রাজযোগ শেখাতে পারে না। রাজা-রানী দুই-ই চাই। বিদেশে গিয়ে বলে আমরা রাজযোগ শেখাই। কিন্তু তারা তো সুখকে কাক বিষ্ঠা সমান বলে দেয়, তো রাজযোগ শেখাবে কিভাবে। তো বাম্ভাদের উদ্দীপনা থাকা উচিত। কিন্তু বাম্ভারা এখনও ছোট, পূর্ণ বয়স্ক হয়নি। পরিপক্ব হওয়ার সাহস চাই।

বাবা বলেন - এ হলো রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা আহ্বান করো, পতিত-পাবন এসো। তো এটা পতিত দুনিয়া নাকি পবিত্র দুনিয়া? তোমরা বুঝেছো যে আমরা হলাম নরকবাসী। এইসময় কি দৈব সম্প্রদায় আছে? রামরাজ্য আছে? তোমরা কি রাবণ রাজ্যের নও? এখন রাবণ রাজ্যে সকলে অসুরী বুদ্ধি সম্পন্ন। এখন অসুরী বুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত করবে কে? এমন ৪-৫ টি প্রশ্ন করো, তখন মানুষ চিন্তায় পড়ে যাবে। বাম্ভারা, তোমাদের কাজ হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। কল্পবৃক্ষের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। তারপরে অনেক বৃদ্ধি হবে। মায়াও ঘোল খাইয়ে একদম নীচে ফেলে দেয়। বস্ত্রিং খেলায় অনেকে মরে, এখানেও। বিকারে গেলো আর মরলো। তখন আবার নতুন করে পুরুষার্থ শুরু করতে হয়। বিকার একদম মেরে দেয়। যেটুকু মরচে দূর করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঠেছিল, সব উপার্জিত ধন শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন করে পরিশ্রম করতে হয়। এমন নয় যে, তাদের এখানে অ্যালাও করা হবে না। না, তাদের বোঝাতে হবে যা কিছু স্মরণের যাত্রা করেছে, যা পড়েছে সব শেষ হয়ে গেছে। একদম মুখ খুঁড়ে পড়ে। যদি বারংবার নীচে পড়বে, তাহলে তখন বলা হবে গেট আউট। দুই, একবার দেখা হবে। দুই বার ক্ষমা করা হবে, তারপরে কেস হোপ্ লেস হয়ে যাবে। আবার আসবে, কিন্তু একদম ডার্ট ক্লাসে। সেক্ষেত্রে এমনই তো বলা হবে, তাইনা। যারা একদমই কম পদ প্রাপ্ত করে তাদের বলা হবে ডার্ট ক্লাস। দাস-দাসী, চন্ডাল, প্রজাদেরও চাকর-বাকর হয়, তাই না। বাবা তো জানেন আমি এদের পড়াছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে পড়াই। তারা লক্ষ বছর বলে দেয়। ভবিষ্যতে এও বলতে পারে যে একেবারে ৫ হাজার বছরের কথা। সেটাই হল মহাভারী লড়াই। কিন্তু স্মরণের যাত্রায় তারা থাকতে পারবে না। দিন দিন টু লেট হতে থাকবে। বলাও হয়, অনেক সময় গেছে কিছুটা আর বাকি। এইসব এখনকার কথা। একটু সময় আছে পবিত্র হওয়ার। লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে - আমরা কি স্মরণের যাত্রায় আছি? যখন নতুন কেউ আসে তো বাম্ভাদের দিয়ে ফর্ম অবশ্যই ভরাতে হবে। যখন ফর্ম ভরবে তারপরে তাদের বোঝানো হবে। যদি কেউ বুঝতে না চায় তবে সে ফর্ম ভরবে কেন? এমন তো অনেকে আসে। বলা, তোমরা যে বাবাকে আহ্বান করো - পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই দুনিয়াটা পতিত, তবেই তো বলা হয় এসে পবিত্র কর। তারপরে কেউ পবিত্র হয়, কেউ হয়না। বাবার কাছে অনেক চিঠিপত্র আসে। সবাই লেখে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। শিববাবাও বলেন - আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। এনাকে ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। আর কোনো মানুষ রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এখন বাবা-ই তোমাদের বলছেন। এই সব চিত্র ইত্যাদিও বাবা দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে তৈরি করিয়েছেন।

বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। আত্মারা সাথে সাথে অশরীরী হয়ে যায়। এই শরীর থেকে নিজেকে পৃথক ভাবতে হবে, বাবা বলেন - বাম্ভারা, দেহী-অভিমানী হও, অশরীরী হও। আমি আত্মাদের পড়াই। এই মেলা হলো আত্মা ও পরমাত্মার, একেই সঙ্গমের মেলা বলা হয়। বাকি গঙ্গা নদী পবিত্র করতে পারে না। সাধু, সন্ত, ঋষি, মুনি ইত্যাদি সবাই স্নান করতে যান। এবারে গঙ্গা নদী পতিত-পাবনী হবে কিভাবে? ভগবানুবাচ আছে না - কাম হল মহাশত্রু, এই বিকারকে জয় করলে তোমরা জগৎজিত হয়ে যাবে। গঙ্গা বা সাগর তো বলা যায় না। এইসব জ্ঞান সাগর বাবা বোঝান, এই বিকারকে জয় করতে মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। দৈবী গুণ ধারণ করো, কাউকে দুঃখ দিও না। এক নম্বর দুঃখ হলো কাম কাটারী চালানো। এই বিকার-ই আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয়। সত্যযুগে এইসব হয় না। সেটা হলো পবিত্র দুনিয়া, সেখানে কেউ পতিত থাকে না। যেমন তোমরা যোগ বলের দ্বারা রাজস্ব নাও, তেমনই সেখানে যোগবলের দ্বারা সন্তান জন্ম হয়। সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। তোমরা রাবণ দহন করো, কোন্ সময় থেকে তা আরম্ভ হয়েছে, তোমরা জানো না। রামরাজ্যে রাবণ থাকে না। এইসব বুঝবার বিষয়, যা বাবা বসে বোঝান। বাবা বোঝান খুব ভালো কিন্তু কল্প-কল্প যে যতটা পড়া করেছে, ততই পড়ে। পুরুষার্থের দ্বারা সম্পূর্ণটা জানা যায়। স্থূল সেবারও সাবজেক্ট আছে, মনের দ্বারা নয় তো বাণী দ্বারা, কর্মের দ্বারা। বাণীর দ্বারা সেবা তো খুবই সহজ। সর্ব প্রথম হলো মনের দ্বারা অর্থাৎ মন্বনাভব, স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অনেকে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। এমন বলা হবে না যে জ্ঞান স্মরণ করতে অসমর্থ। মামেকম্

স্মরণ করতে অপারগ। স্মরণ না করলে শক্তি পাবে কোথা থেকে। বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলেই শক্তি আসবে, একেই তরবারির ধার বলা হয়। কর্মণা যদি কেউ ভালো ভাবে করে, তবে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে। কর্মণাও না করলে কিছুই পদ পাবে না। চারটে সাবজেক্ট তো আছে, তাই না ! এসব হলো গুপ্ত বিষয়, গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে। তারা তো যোগ-যোগ বলতে থাকে, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, তোমরা যোগের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করে থাকো। যোগবলের দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়। এই কথাও কেউ জানে না। তোমাদের বোঝানো হয় তবু অর্ধকল্প পরে তোমরা মায়ার দাস হয়ে যাও। তারপর মায়ী তোমাদের এখনও ছাড়ে না। এখন তোমাদের শিববাবার গোলাম হতে হবে। কোনও দেহধারীর দাস নয়। বোন-ভাইও এখন বলা হয় - পবিত্র হওয়ার জন্যে। তারপরে তো এর থেকেও উর্ধ্বে যেতে হবে। ভাই-ভাই মনে করতে হবে। ভাই-বোনের দৃষ্টিও নয় (আত্মা-আত্মা) ।

ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু চলছে, সবই অ্যাকুরেট। ড্রামা একেবারে অ্যাকুরেট। শিববাবা তো হলেন সদা চিন্তা মুক্ত, ব্রহ্মা বাবার অবশ্যই চিন্তা থাকবে। চিন্তা মুক্ত বা নিশ্চিন্ত তখনই হবেন, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু হয়। যোগ ভালো চাই। যোগের জন্য বাবা এখন জোর দেন। এর জন্যই বলা হয় ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও তোমরা। বাবা অনুযোগ করেন, যে বাবা তোমাদেরকে এত খাজানা দেন তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও। বাবা জানেন, কার জ্ঞান আছে, কার নেই। জ্ঞানী কখনও গুপ্ত থাকবে না। সে সাথে সাথে সার্ভিস করে প্রমাণ দেবে। অতএব এইসব হলো বুঝবার বিষয়। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ! আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মায়ার বস্ত্রিং-এ হারবে না। পুরুষার্থে টিলেঢালা হয়ে বসে যাবে না। সাহসের সঙ্গে সেবা করতে হবে।

২) এই ড্রামা হলো অ্যাকুরেট, তাই কোনও বিষয়েরই চিন্তা করবে না। কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবার জন্য একমাত্র বাবা-র স্মরণে থাকতে হবে, কোনও দেহধারীর গোলাম হবে না।

বরদানঃ- শ্রীমৎ অনুসারে সেবাতে সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের অনুভবকারী সফলতামূর্তি ভব
যে সেবাই করো, কোনও জিজ্ঞাসু আসুক বা না আসুক কিন্তু নিজেই নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। নিশ্চয় রাখো যে যদি আমি সন্তুষ্ট থাকি তবে ম্যাসেজ অবশ্যই কাজ করবে। এতে উদাস হবে না। স্টুডেন্ট যদি নাও বৃদ্ধি হয়, কোনও ব্যাপার নয়, তোমাদের হিসেবপত্রে তো জমা হয়ে গেছে আর তাদেরও সন্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে। যদি স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকো তাহলে যা খরচা করেছে তা সফল হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে কাজ করেছে এটাই হলো সফলতামূর্ত হওয়া।

স্নোগানঃ- অসমর্থ আত্মাদেরকে সমর্থী দাও, তো তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার চাই, তবেই বিজয় হবে, জ্ঞানে যোগের ধার থাকলে তার প্রভাব অবশ্যই পড়বে"

- *প্রশ্নঃ - তোমরা হলে খোদার পয়গম্বর (ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক), সম্পূর্ণ দুনিয়াকে তোমাদের কোন্ বার্তা দিতে হবে?
- *উত্তরঃ - সম্পূর্ণ দুনিয়াকে এই বার্তা দাও যে, খোদা বলছেন - তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা ভাবো, দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, আমি তোমাদের পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের মাথা থেকে পাপের বোঝা নেমে যাবে। কেবল এই এক বাবার স্মরণের দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে। অন্তর্মুখী বাচ্চারা-ই এমন পয়গাম সবাইকে দিতে পারে।

ওম শান্তি। বাবা বুঝিয়েছেন যে মানুষ মাত্রই, তা সে দৈবী গুণধারী হোক বা অসুরী গুণধারী, তাকে ভগবান বলা যাবে না। এই কথা তো বাচ্চারা জানে - দৈবী গুণধারী মানুষ হয়ে থাকে সত্যযুগে, অসুরী গুণধারী মানুষ হয় কলিযুগে, তাই বাবা লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছেন যে তোমরা দৈবী গুণধারী মানুষ নাকি অসুরী গুণধারী? সত্যযুগী নাকি কলিযুগী? এই সব কথা বোঝা মানুষের পক্ষে কঠিন। তোমরা সিঁড়ির বিষয়টিতে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। তোমাদের জ্ঞানের বাণ খুব ভালো, কিন্তু তাতে ধার থাকা চাই। যেমন তলোয়ারে ধারালো ধার থাকে। কোনো কোনোটি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়। যেমন গুরু গোবিন্দসিং এর তলোয়ার বিদেশে চলে গেছে। সেই তলোয়ারটিকে নিয়ে পরিক্রমা করে। সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে রাখা হয়। কম দামের তলোয়ারও হয়, যে তলোয়ার ধারালো হয়, তার দামও অনেক। বাচ্চাদের কোয়ালিটিও ঠিক এইরকম হয়। কেউ জ্ঞানে খুব ভালো, কিন্তু যোগের ধার কম থাকে। যারা গরিব এবং বন্ধনে আছে, তারা শিববাবাকে অনেক স্মরণ করে। তাদের জ্ঞান কম থাকে, কিন্তু যোগের ধার থাকে অনেক। তারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। যেমন অর্জুন - একলব্যের (ভীল) দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অর্জুনের চেয়ে একলব্য তীর চালানোতে তীক্ষ্ণ ছিল। অর্জুন অর্থাৎ যারা ঘরে থাকে, যারা রোজ জ্ঞান শোনে। তাদের চেয়ে যারা বাইরে থাকে তারা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। যাদের জ্ঞানের ধার থাকে, তাদের সামনে বাকিরা নত হয়। বলবে এসবই ভবিষ্যৎ। কেউ ফেল হয় বা দেউলিয়া হয় তো কপালের ফের ভাবে। জ্ঞানের সাথে যোগের ধার অবশ্যই চাই। ধার না থাকলে বলা হয় মুখস্থ বিদ্যায়ুক্ত পণ্ডিত (মোরগ জ্ঞানী, কুঙ্কর জ্ঞানী)। বাচ্চারাও অনুভব করে। কারো নিজের স্বামীর প্রতি, কারো অন্য কারোর প্রতি ভালোবাসা থাকে। জ্ঞানে খুব তীক্ষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এখানে তো একেবারে সাধারণ থাকতে হবে।

সবকিছু দেখে শুনেও যেন দেখবে না। একমাত্র বাবার সাথেই প্রীতি থাকবে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - হাত কাজ করে যাবে, হৃদয় প্রভুকে স্মরণ করে যাবে.....। অফিস ইত্যাদি স্থানে কাজ করতে করতে বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে আমি আত্মা। বাবা ফরমান করেছেন যে আমাকে স্মরণ করো। ভক্তি মার্গেও কাজকর্ম করতে করতে নিজের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে। সে তো হলো পাথরের মূর্তি। তাতে আত্মা তো নেই। লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করা হয়। সেও তো পাথরের মূর্তি, তাই না। জিজ্ঞাসা করো এঁদের আত্মা কোথায়? এখন তোমরা জানো যে নিশ্চয়ই কোনও অন্য নাম রূপে আছে। এখন তোমরা আবার যোগবলের দ্বারা পবিত্র দেবতায় পরিণত হচ্ছে। তোমাদের সামনে এইম অক্টেব্রও রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বাবা বোঝিয়েছেন জ্ঞান সাগর এবং জ্ঞান গঙ্গা এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই হয়। শুধু এই একটি সময়েই হয়। জ্ঞান সাগর আসেন কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। জ্ঞান সাগর হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তাঁর দেহের প্রয়োজন হয়, যাতে কথা বলতে পারেন। বাকি জল ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নয়। এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত কর সঙ্গম যুগে। যদিও সকলের কাছে আছে ভক্তি। ভক্তি মার্গের মানুষ গঙ্গার জলকেও পূজা করে। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র বাবা। তিনি আসেন একবার, যখন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন করতে হয়। এবারে এই কথাটি কাউকে বোঝানোর জন্যে বুদ্ধি চাই। একান্তে বসে বিচার সাগর মন্বন করতে হয়। কি লেখা হবে যে মানুষ বুঝে যাক যে জ্ঞান সাগর পরম পিতা পরমাত্মা হলেন একমাত্র শিব। তিনি যখন আসেন তাঁর সন্তান যারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়, তারা জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞান গঙ্গায় পরিণত হয়। অনেক জ্ঞান গঙ্গারা রয়েছে, যারা জ্ঞান শোনাতে থাকে। তারা-ই সদগতি করতে পারে। জলে স্নান করে পবিত্র হতে পারবে না। জ্ঞান থাকে সঙ্গমে। এই কথা বোঝানোর যুক্তি চাই। প্রকৃত অন্তর্মুখী হতে হবে। শরীরের অনুভূতি ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। এই সময় আমরা হলাম পুরুষাথী, স্মরণ করতে করতে যখন পাপ ভস্ম হবে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, যতক্ষণ না সবাই খবর পেয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরীয় বার্তা বা মেসেজ তো শিববাবা-ই

প্রদান করেন। খোদাকে পয়গম্বর (বার্তা বাহক) বলা হয়, তাই না। তোমরা সবাইকে এই ঈশ্বরীয় বার্তা দাও যে, "নিজেকে আত্মা ভেবে পরম পিতা পরমাত্মার সাথে যোগ যুক্ত হও তো বাবা প্রতিজ্ঞা করেন যে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে"। এইসব তো বাবা (শিববাবা) ব্রহ্মা মুখের দ্বারা বোঝাচ্ছেন। গঙ্গা নদী কি বোঝাবে। অসীম জগতের পিতা, অসীমের আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা সত্যযুগে কত সুখী সম্পদশালী ছিলে, এখন দুঃখী, কাণ্ডাল হয়েছ। এ হল অসীম জগতের বিষয়। বাকি এই চিত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। ভক্তিমার্গের এইসব সামগ্রী অবশ্যই থাকতেই হবে। শাস্ত্র পাঠ, পূজো অর্চনা করা এইসব ভক্তি, তাই না! আমি খোড়াই এই শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করাই। তোমরা পতিত, আমি তো তোমাদের পবিত্র করার জন্যে জ্ঞান প্রদান করি যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। এখন আত্মা ও শরীর দুই ই হল পতিত। এখন বাবাকে স্মরণ কর তাহলে তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। দেহের সকল পুরানো আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মমত্ব মিটে যাবে। গায়নও করা হয় তুমি এলে আমরা অন্য কারো থেকে আর শুনবো না, একমাত্র তোমার সঙ্গেই সব সম্বন্ধ যুক্ত করব এবং সব দেহধারীদের ভুলে যাব। এখন বাবা তোমাদের সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাচ্ছেন। বাবা বলছেন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। এটাই হল এইম অক্টেট। রাজার সঙ্গে প্রজাও নিশ্চয়ই তৈরি হবে। রাজাদের দাস-দাসী চাই। বাবা সব কথা বোঝান। ভালো ভাবে যোগ যুক্ত না হলে, দৈবী গুণ ধারণ না করলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে কিভাবে? ঘরে ছোট ছোট কথায় ঝগড়া কলহ তো হয়, তাইনা? বাবা লিখে দেন তোমাদের ঘরে কলহ হয় তাই জ্ঞান স্থির থাকে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন স্ত্রী পুরুষ দুজনেই ঠিক করে চলে? চলন খুব ভালো চাই। ক্রোধের এতটুকু অংশ যেন না থাকে। এখন তো দুনিয়াতে কত হাস্যামা কত অশান্তি আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে তো আরও বেশি করে স্মরণ করবে। তোমাদের প্রাক্তিসও ভালো হয়ে যাবে এবং বুদ্ধিও বিশাল হয়ে যাবে।

ছোট চিত্র বাবার তেমন ভালো লাগে না। সব চিত্র বড় বড় হবে। বাইরে মুখ্য স্থানে রাখবে। যেমন নাটকের বড় বড় চিত্র রাখা হয় তাইনা। এমন করে ভালো ভালো চিত্র বানাও যা কখনও খারাপ হবে না। সিঁড়ির বড় চিত্র বানিয়ে এমন জায়গায় রাখ যাতে সবার নজরে পড়ে। এমন পাকা রঙ দিয়ে চিত্র তৈরি কর যাতে জলে ভিজে বা সূর্যের আলোয় খারাপ না হয়। মুখ্য স্থানে রেখে দাও বা কোথাও প্রদর্শনী ইত্যাদি হলে মুখ্য দুই তিনটি বড় বড় চিত্র-ই যথেষ্ট। এই গোলকের চিত্রটিও বাস্তবে দেওয়াল জুড়ে তৈরি হওয়া উচিত। সেই চিত্র তুলে রাখতে ৮-১০ জন লোক লাগে, তবুও। যাতে কেউ দূর থেকে দেখেই একদম ক্রিয়ার বুকতে পারে।

সত্যযুগে তো অন্য সব ধর্ম হয় না। সেসব তো আসেই পরবর্তী কালে। প্রথমে স্বর্গে মানুষের সংখ্যা অনেক কম থাকে। এখন স্বর্গ না নরক - তোমরা এই ব্যাপারে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পার। যে আসবে তাকেই বোঝাতে থাক। পাণ্ডবদের কেমন বিশাল মূর্তি বানানো হয়। তোমরাও তো হলে পাণ্ডব তাই না।

শিববাবা তো সঙ্গমে পড়ান। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স, তোমরা বোঝাতে- বোঝাতে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে নাও। কেউ পড়তে-পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। স্কুলেও যখন কেউ পড়া করে না তখন পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এখানেও অনেকে আছে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে তারা কি স্বর্গে আসবে না? আমি বিশ্বের মালিক, আমার কাছে যদি কেউ দুটো অক্ষরও শুনে নেয় তাহলেই স্বর্গে আসবে। ভবিষ্যতে অনেকে শুনবে। এই সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, কল্প পূর্বের মতন। বাম্ভারা বোঝে আমরা অনেক বার রাজত্ব নিয়েছি, অনেক বার হারিয়েছি। হীরে তুল্য ছিলাম পুনরায় কড়ি তুল্য হয়েছি। ভারত হীরে তুল্য ছিল। এখন কি হয়েছে? ভারত তো সেই রূপই হবে তাইনা। এই সঙ্গমকে পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। উত্তম থেকে উত্তম পুরুষও আছে। বাকি সবাই হলো কনিষ্ঠ। যারা পূজনীয় ছিল তারা-ই আবার পূজারী হয়েছে। ৮৪ বার জন্ম নিয়েছে। সেই শরীরও নষ্ট হয়েছে, আত্মাও তমোপ্রধান হয়েছে। যখন সতোপ্রধান থাকে তখন তো পূজা করে না। চৈতন্যে থাকে। এখন তোমরা শিববাবাকে চৈতন্যে থেকে স্মরণ কর। তারপরে যখন পূজারী হবে তখন পাথরের পূজো করবে। এখন বাবা হলেন চৈতন্য, তাইনা। পরে তাঁরই পাথরের মূর্তি তৈরি করে পূজো অর্চনা করে। রাবণ রাজ্যে ভক্তি আরম্ভ হয়। আত্মারা সবাই সেই আছে, ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করেছে। পতন হয়, তাই ভক্তি আরম্ভ হয়। বাবা পুনরায় এসে জ্ঞান প্রদান করেন তো দিন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হয়। এখন তো দেবতা বলা হবে না। ব্রহ্মা তো সত্যযুগে থাকেন না। এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করছেন। তিনি তো হলেন মানুষ। শিববাবাকে শিব - ই বলা হয়। ব্রহ্মার মধ্যে আছেন, তবুও শিববাবা-ই বলা হবে। দ্বিতীয় কোনও নাম রাখা হয় না, এনার মধ্যে শিববাবা আসেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, এই ব্রহ্মার দেহের আধার নিয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। তাই চিত্র ইত্যাদি খুব বুঝে শুনে তৈরি করতে হয়। এতে লিখিত বক্তব্য গুলি কাজে লাগে। পতিত-পাবন কি জলের সাগর বা নাকি নদী? নাকি জ্ঞান-সাগর এবং তাঁর

থেকে ইমার্জ হওয়া জ্ঞান গঙ্গা স্বরূপ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা? এদের বাবা জ্ঞান প্রদান করেন। ব্রহ্মা দ্বারা যারা ব্রাহ্মণ হয় তারা-ই পুনরায় দেবতায় পরিণত হয়। বিরাট রূপের বিশাল চিত্র দেখাতে হবে। এটাই হল মুখ্য চিত্র।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের নিজের বুদ্ধিকে সিভিল (শিষ্টাচার পূর্ণ) বুদ্ধি করতে হবে। যখন বাবা দেখেন যে, দৃষ্টি ক্রিমিনাল, তখন বুঝতে পারেন চলতে পারবে না। তোমাদের আত্মা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছে, এই কথাও যে বুঝবে, তেমন আত্মা বিরল। বোধহীন আছে অনেক। বাবাকে ত্যাগ করে যায়। বাচ্চারা এই কথা তো বোঝে যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে সব চাই। পরে গিয়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। দাস-দাসীও ফার্স্ট ক্লাস হবে। তারা কৃষ্ণের লালন পালন করবে। বাসন ধোওয়ার, খাবার খাওয়ানোর, পরিষ্কার করার সব থাকবে। এখান থেকেই তারা বেরোবে। ফার্স্ট নম্বরের আত্মা নিশ্চয়ই ভালো পদ পাবে। এটা তো বোঝাই যায়। বাবা বাচ্চাদের দেখে বোঝেন মুরলী ক্লাস ভালো করায়, কিন্তু যোগ কম আছে। কোনও স্ত্রী, পুরুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী হয়। একজন জ্ঞানে আছে, বলে বাবা দ্বিতীয় চাকা ঠিক নয়। একে অপরকে সাবধান করতে হবে। প্রবৃত্তি মার্গ কিনা। জুটি একরকম হওয়া উচিত। নিজের মতন তৈরি করতে হবে। পরে তোমরা দুনিয়াকে ভুলে যাবে। এই কথা তো বোঝো যে আমরা হংস, তারা বক পাখি। কারো কোনও অবগুণ আছে কারো আবার অন্য দোষ আছে। মন কষাকষি তো চলতেই থাকে। পরিশ্রম অনেক। আবার খুব সহজও বটে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। কোনও কড়ি খরচ না করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পার। যারা গরিব তারা ভালো সার্ভিস করে। এটা তো জানা আছে না যে, কারা কারা খালি হাতে এসেছে। যারা অনেক কিছু নিয়ে এসেছিল তারা আজ নেই আর গরীবরা উঁচু পদ প্রাপ্ত করছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ! আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের তলোয়ারে স্মরণের ধার ভরতে কর্ম করাকালীন অন্তর্মুখী হয়ে অভ্যাস করতে হবে যে, "আমি হলাম আত্মা । আমি আত্মার প্রতি বাবার আদেশ হলো, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীতি রাখো। দেহ এবং দেহের আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মমতা ছিন্ন করো।

২) প্রবৃত্তিতে (গৃহস্থে) থেকে একে-অপরকে সাবধান করে হংস হয়ে উঁচু পদ নিতে হবে। ক্রোধের অংশটুকুও বের করে দিয়ে, নিজের বুদ্ধিকে সিভিল বুদ্ধি করতে হবে।

বরদানঃ:- সাফলী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে কর্তৃত্বের অভিমান থেকে মুক্ত, অশরীরী ভব যখন চাও শরীরে এসো আর যখন চাও তো শরীর থেকে মুক্ত হয়ে যাও। কোনও কর্ম করতে হলে কর্মেন্দ্রিয়ের আধারে করো কিন্তু ‘আমি আত্মা কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নিয়েছি’ - এটা ভুলে যেও না। আমি করছি না, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা করছি। যেরকম অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করাও তো সেই সময় নিজেকে আলাদা মনে করে থাকো, সেইরকমই সাফলী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করাও, তাহলে কর্তৃত্বের অভিমান থেকে মুক্ত অশরীরী হয়ে যাবে। কর্ম করার সময় মাঝে মাঝে এক-দু মিনিটের জন্যও অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো তাহলে লাস্ট সময়ে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ:- বিশ্ব রাজন হওয়ার জন্য বিশ্বকে সকাশ প্রদানকারী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের দ্বারা জীবন্মুত হওয়ার জন্য অভ্যাস করো - 'আমিও আত্মা, তুমিও আত্মা' -- এই অভ্যাসের দ্বারা মমতা দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি? সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - সকল দেহধারীদের থেকে মমতা দূর হয়ে যাবে, সদা ভাই - ভাইয়ের স্মৃতি থাকবে - এটাই হল উচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তারাই পৌঁছাতে পারবে, যারা নিরন্তর দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করে। দেহী - অভিমানী না হলে কোথাও না কোথাও আটকে যাবে, নয় নিজের শরীরে না হলে কোনো না কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে। তাদের কারোর কথা ভালো লাগবে বা কারোর শরীর সুন্দর মনে হবে। উচ্চ লক্ষ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা কোনো দেহকে ভালবাসতে পারে না। তাদের দেহ - ভাবের বোধ ছিল হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলছেন - দেখো বাচ্চারা, আমি তোমাদের আমার তুল্য বানাতে এসেছি। এখন বাবা তাঁর নিজের তুল্য বানাতে কিভাবে আসবেন? তিনি হলেন নিরাকার, তিনি বলেন, আমি নিরাকার। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান অর্থাৎ নিরাকারী বানাতে, কিভাবে জীবন্মুত হতে হয় তা শেখাতে এসেছি। বাবা তো নিজেকেও আত্মা মনে করেন, তাই না। তাঁর এই দেহ - ভাব নেই। শরীরে থেকেও তাঁর শরীরের বোধ নেই। এই শরীর তো তাঁর নয়, তাই না। বাচ্চারা তোমরাও এই দেহ - ভাব দূর করো। তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের আমার সাথেই যেতে হবে। এই শরীর আমি যেমন লোন নিয়েছি, তেমনি আত্মারাও লোন নেয় ভূমিকা পালন করার জন্য। তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে শরীর ধারণ করে এসেছো। এখন আমি যেমন বেঁচে থেকেও এই শরীরে আছি কিন্তু পৃথক অর্থাৎ মৃত তুল্য। দেহ ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয়। তোমাদেরও এমনই জীবন্মুত হতে হবে। আমিও আত্মা, তোমরাও আত্মা। তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে, নাকি এখানে বসে থাকবে? এই শরীরে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের মোহ রয়েছে। আমি যেমন অশরীরী, তোমরাও তেমনি বেঁচে থেকেও নিজের অশরীরী মনে করো। আমাদের এখন বাবার সাথে চলে যেতে হবে। বাবার যেমন এই শরীর পুরানো, তোমাদের আত্মাদেরও এই শরীর পুরানো। এই পুরানো জুতো রূপী শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। আমার যেমন এই শরীরের প্রতি কোনো মমত্ব নেই, তোমরাও এই পুরানো দেহ রূপী জুতো থেকে মমতা দূর করো। তোমাদের এই মমতা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার এই অভ্যাস নেই। আমি জীবন্মুত অবস্থায় আছি। তোমাদেরও এমন জীবন্মুত হতে হবে। আমার সঙ্গে যেতে হলে এখন এই অভ্যাস করো। কত পরিমাণে দেহ - ভাব থাকে, তা আর বোলো না। শরীর রোগী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা তাকে ছাড়তে চায় না, তোমাদের এর থেকে মমতা দূর করতে হবে। আমাদের তো অবশ্যই বাবার সঙ্গে চলে যেতে হবে। নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করতে হবে। একেই জীবন্মুত বলা হয়। নিজের ঘরের কথাই মনে থাকবে। তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে এই শরীরে থেকে এসেছো, তাই তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বেঁচে থেকেও মরে যেতে হয়। আমি তো সাময়িক ভাবে এনার মধ্যে আসি। তাই নিজেকে মৃত মনে করলে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে চললে কোনো দেহধারীর প্রতিই আর মমতা থাকবে না। বেশীরভাগ সময় কারোর না কারোর প্রতি মোহ হয়ে যায়। ব্যস, তাকে না দেখে থাকতে পারে না। এই দেহধারীর স্মরণ একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্য খুবই বড়। খাওয়া দাওয়া করেও যেন এই শরীরে নেই। তোমাদের এমন অবস্থাই পাকা করতে হবে, তাহলেই আট রঞ্জের মালায় আসতে পারবে। পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া সম্ভবই নয়। জীবন্মুত হয়েই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমি তো ওখানেরই অধিবাসী। বাবা যেমন এনার মধ্যে সাময়িক বসে আছে, তেমনি এখন আমাদেরও ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবার যেমন মমতা নেই, তেমনি আমাদেরও এতে কোনো মমতা রাখা চলবে না। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানোর জন্য বাবাকে তো এই শরীরে এসে বসতে হয়।

তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে তাই কোনো দেহধারীর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। অমুকে খুব ভালো, খুবই মিষ্টি -- আত্মার বুদ্ধি তো এইভাবেই চলে যায়, তাই না। বাবা বলেন, শরীরকে নয়, আত্মাকে দেখতে হবে। শরীরকে দেখলে তোমরা আটকে যাবে। এই লক্ষ্য হলো খুবই বড়। তোমাদেরও জন্ম - জন্মান্তরের পুরানো মমত্ব আছে। বাবার কোনো মমত্ব নেই, তাই তো তিনি তোমাদের শেখাতে এসেছেন। বাবা নিজেই বলেন, আমি তো এই শরীরে আটকে নেই, তোমরা আটকে রয়েছো। আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তোমরা শরীরের ভাব ত্যাগ করো। দেহী - অভিমানী হয়ে না থাকার কারণে তোমরা কোথাও না কোথাও আটকে যেতে থাকবে। কারোর কথা

ভালো লাগবে, কারোর আবার শরীরকে ভালো লাগবে, তাই ঘরেও তাদের কথাই মনে আসবে। শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে তোমরা হেরে যাবে। এমনভাবে অনেকেই খুব খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন, স্ত্রী - পুরুষের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। এও আত্মা আর আমিও। আত্মা মনে করতে করতে দেহ - ভাব অবলুপ্ত হবে। বাবার স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হবে। এই বিষয়ে তোমরা খুব ভালোভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে পারো। বিচার সাগর মন্বন না করলে তোমরা উচ্ছসিত হতে পারবে না। এ কথা পাকা হওয়া উচিত যে, আমাদের বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে। মূল বিষয় হলো স্মরণের। ৮৪ এর চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার শুরু হতে হবে। এই শরীর থেকে মমত্ব দূর না করলে তোমরা আটকে পড়বে, হয় নিজের শরীরে, আর নয় কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে। তোমরা অন্য কারোর সঙ্গে মনকে যুক্ত করবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমি আত্মাও নিরাকার, বাবাও নিরাকার, ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসেছো। "হে প্রভু" বললে শিবলিপ্সের স্মৃতিই সামনে আসে। কোনো দেহধারীকে "হে প্রভু" বলা যাবে না। সকলেই শিব মন্দিরে যায়, তাঁকেই পরমাত্মা মনে করে পূজা করে। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান একজনই। উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাৎ পরমধাম নিবাসী। ভক্তিতেও প্রথমে একজনেরই অব্যাভিচারী ভক্তি ছিলো। তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায়। তাই বাবা বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, উঁচু পদ পেতে হলে তোমরা এই অভ্যাস করো। দেহ বোধ ত্যাগ করো। সন্ন্যাসীরাও বিকার ত্যাগ করে, তাই না। আগে তো তাঁরা সতোপ্রধান ছিলো, এখন ওরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতোপ্রধান আত্মা আকৃষ্ট করে। অপবিত্র আত্মাদের টানে। কারণ আত্মা পবিত্র। যদিও তারা পুনর্জন্ম নেয় তবুও পবিত্র হওয়ার কারণে টানে। তাদের কতো ফলোয়ার্স তৈরী হয়। পবিত্রতার যত শক্তি থাকে, ততই ফলোয়ার্স তৈরী হয়। এই বাবা হলেন এভার পিওর আর গুপ্তও। ইনি তো ডবল তাই না! সমস্ত শক্তি হলো তাঁর। ব্রহ্মার নয়। শুরুতেও তিনিই তোমাদের টেনে এনেছেন, এই ব্রহ্মা নন, কারণ তিনি তো এভার পিওর। তোমরা কেউই এনার (ব্রহ্মার) পিছনে ছুটবে না। ইনি বলেন, আমি তো সবথেকে বেশী পুরো ৮৪ জন্ম প্রবৃত্তি মার্গে ছিলাম। ইনি তো তোমাদের আকর্ষণ করতে পারবেন না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের টেনে এনেছি। যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও আমার মতো পবিত্র তো কেউই হবে না। তাঁরা তো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। আমি এসে তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাই। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছে আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। এখন বিষ্ণু তো ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনান না। ওরা তো বিষ্ণুকেও ভগবান মনে করে নেয়। বাবা বোঝান, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই। আমি কখনোই বিষ্ণুর দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনাই না। কোথায় ব্রহ্মা আর কোথায় বিষ্ণু। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এরপর ৮৪ জন্মের পরে আবার সঙ্গম হবে। এ তো নতুন কথা, তাই না। বোঝানোর জন্য এ কতো ওয়ান্ডারফুল কথা।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের জীবন্মৃত হতে হবে। তোমরা তো শরীরে বেঁচে থাকো। তোমরা মনে করো, আমরা তো আত্মা, আমরা বাবার সাথে চলে যাবো। এই শরীর ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না। বাবা এখন এসেছেন, কিছু তো নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবেন। মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করে অন্য জন্মে কিছু পাবার জন্য। তোমরাও নতুন দুনিয়ায় পাবে। তারাই করবে যারা আগের কল্পে করেছিলো। কম চেষ্টায় কিছুই হবে না। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। কিছু বলারও দরকার নেই তাও বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা যা কিছুই করবে তারও অহংকার আসা উচিত নয়। আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে যাবো। সেখানে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবো। এমন বলা হয় যে - রাম গেলো, রাবণ গেলো.... রাবণের পরিবার কতো বড়। তোমরা তো অল্প কয়েক মুষ্টি। এ সমস্তই রাবণের সম্প্রদায়। তোমাদের রাম সম্প্রদায় কতো অল্প - মাত্র নয় লাখ। তোমরা তো ধরিগ্রীর নক্ষত্র। মা - বাবা আর তোমরা বাচ্চারা। বাবা তাই বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, জীবন্মৃত হওয়ার প্রচেষ্টা করো। যদি কাউকে দেখে বুদ্ধিতে মনে হয় যে - এ তো খুবই ভালো, খুবই মিষ্টি করে বোঝায়, এও মায়ারই আঘাত, মায়া লোভ দেখায়। তাদের ভাগ্যে নেই তাই মায়া সামনে এসে দাঁড়ায়। যতই বোঝাও রাগ হয়ে যায়। এও বোঝে না যে, এই দেহ অভিমানই এই কাজ করছে। আবার বেশী বোঝালে ভেঙ্গে পড়বে তাই ভালোবেসে বোঝাতে হয়। কারোর প্রতি মন লেগে গেলে, পাগল হয়ে যায়। মায়া একদম অবুদ্ধ করে দেয় তাই বাবা বলেন, কখনোই কারোর নাম রূপে আটকে যেও না। আমি আত্মা, আর এক বাবা যিনি বিদেহী, তাঁর প্রতিই প্রেম রাখতে হবে। এতেই হলো পরিশ্রম। কোনো দেহের প্রতিই যেন মমতা না থাকে। এমন নয় যে ঘরে বসেও এমন কথা স্মরণে আসবে - খুব মিষ্টি, খুব ভালো বোঝায়। আরে, মিষ্টি তো জ্ঞান। আত্মা হলো মিষ্টি। আত্মাই কথা বলে। কখনোই কোনো শরীরের প্রতি প্রেমিক হবে না।

আজকাল তো ভক্তিমার্গ অনেক। আনন্দময়ী মাকেও মা - মা বলে স্মরণ করতে থাকে। আচ্ছা, বাবা কোথায়? অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে পাবে নাকি মায়ের থেকে? কেবল মা - মা বললেই সামান্যতম পাপও কাটবে না। বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। নাম - রূপে আটকে যেও না, তাহলে আরো পাপ হয়ে যাবে, কেননা তোমরা তখন বাবার অবাধ্য

সন্তান হয়ে যাও । অনেক বাচ্চারাই ভুলে গেছে । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে এসেছি, তাই অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো, তাই তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এক আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ কাটবে । ভক্তিমাগে তোমরা অনেককে স্মরণ করে এসেছো কিন্তু বাবা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে । বাবা কখনোই বলেন না যে, মাকে স্মরণ করো । বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আমিই হলাম পতিত - পাবন । তোমরা বাবার নির্দেশে চলো । তোমরাও বাবার নির্দেশে অন্যদের বোঝাতে থাকো । তোমরা কখনোই পতিত - পাবন নয় । স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে । আমাদের তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । বাবা, আমরা তোমার কাছেই আছি - সমর্পণ করবো । আত্মা সমর্পণ তো শিববাবার কাছেই করতে হবে, অন্যান্য সকলকেই ভুলে যেতে হবে । ভক্তিমাগে তো অনেককেই স্মরণ করে । এখানে তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । তবুও যদি কেউ নিজের মত চালাতে থাকে, তাহলে কি গতি - সঙ্গতি হবে ! মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয় -- বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো? আরে, তোমাদের নিজের আত্মার কথা স্মরণে নেই কি, যে আমি হলাম আত্মা । সেও তো বিন্দু রূপ । তাই তোমাদের বাবাও বিন্দু । বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । মা তো দেহধারী হয়ে যায় । তোমরা বিদেহীর থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও তাই বাকি সব বিষয় ছেড়ে এক এর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ ভাবকে সমাপ্ত করার জন্য চলতে - ফিরতে অভ্যাস করতে হবে -- যেন এই শরীরের দিক থেকে আমি মৃত, পৃথক । আমি যেন এই শরীরে নেই । শরীর ছাড়া আত্মাকে দেখো ।

২) কখনোই কোনো শরীরের প্রেমিক হবে না । এক বিদেহী বাবার প্রতিই ভালোবাসা রাখতে হবে । এক এর সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে ।

বরদানঃ:- সেবা আর স্ব-পুরুষার্থের ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্তকারী কর্মযোগী ভব কর্মযোগী অর্থাৎ কর্ম করার সময়ও যোগের ব্যালেন্স থাকবে । সেবা অর্থাৎ কর্ম আর স্ব পুরুষার্থ অর্থাৎ যোগযুক্ত - এই দুয়ের ব্যালেন্স রাখার জন্য একটাই শব্দ স্মরণে রাখো যে বাবা হলেন করাবনহার আর আমি আত্মা হলাম করণহার । এই একটা শব্দ খুব সহজে “ব্যালেন্স” এনে দেবে আর সকলের ব্লেসিং-ও প্রাপ্ত হবে । যখন করণহারের পরিবর্তে নিজেকে করাবনহার মনে করো তখন ব্যালেন্স থাকেনা আর মায়াও নিজের চাপ্স নিয়ে নেয় ।

স্লোগানঃ:- দৃষ্টির দ্বারা ভরপুর করার সেবা করতে হবে, তারজন্য বাপদাদাকে নিজের দৃষ্টিতে সমাহিত করে নাও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের চার্ট রাখো তবেই জানা যাবে যে আমরা এগিয়ে চলেছি নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি, দেহ-অভিমান পিছিয়ে দেয়, দেহী-অভিমानी স্থিতি এগিয়ে যেতে সাহায্য করে"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগের আদিতে আসা আত্মা আর দেহীতে আসা আত্মার মধ্যে কি পার্থক্য থাকবে?

*উত্তরঃ - আদিতে আসা আত্মারা সুখের আকাঙ্ক্ষা রাখবে, কারণ সত্যযুগের আদিতে সনাতন ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করবে। দেহী করে আসা আত্মারা সুখ চাইতেই জানবে না, তারা শান্তি শান্তি চাইতে থাকবে। অসীম জগতের বাবার থেকে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি আত্মারই প্রাপ্ত হয়।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। যখন ভগবানুবাচ বলা হয় তখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আসে না। বুদ্ধিতে শিববাবায় আসেন। মূল কথা হলো বাবার পরিচয় দেওয়া কারণ বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এ'ভাবে বলবে না যে আমরা হলাম শিববাবার ফলোয়ার্স। না, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। সর্বদা নিজেদেরকে সন্তান মনে করো। আর কারোর এ কথা জানা নেই যে তিনি হলেন বাবা, টিচার, গুরুও। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অনেকেই রয়েছে যারা ভুলে যায়। এ'কথা স্মরণে থাকলেও -- অহো, সৌভাগ্য! বাবাকে ভুলে যায় তারপর লৌকিক দেহের সম্বন্ধ স্মরণে চলে আসে। বাস্তবে তোমাদের বুদ্ধি থেকে আর সবকিছু বেরিয়ে যাওয়া উচিত। অদ্বিতীয় বাবাই যেন স্মরণে থাকে। তোমরা বলো -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... যদি অন্য কেউ স্মরণে আসে তাহলে এ'ভাবে বলবে না যে সঙ্গতি তে যাচ্ছি, দেহ-অভিমাণে থাকলে তো দুর্গতিই হয়, দেহী-অভিমानी হলে তখন সঙ্গতি হয়। কখনো নীচে, কখনো উপরে ওঠানামা করতে থাকে। কখনো এগিয়ে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে। দেহ অভিমান তো অনেক আসে, সেইজন্য বাবা সর্বদাই বলেন চার্ট রাখো তবেই জানতে পারবে যে আমরা এগিয়ে চলেছি নাকি পিছিয়ে পড়ছি। সবকিছুর ভিত্তি স্মরণ উপরেই রয়েছে। উপর-নিচ হতেই থাকে। বাচ্চারা চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কান্নাকাটি করে -- বাবা এইরকম হয়। স্মরণ ভুলে যায়। দেহ-অভিমান এলেই পিছিয়ে পড়ে। কিছু না কিছু পাপ করে ফেলে। সবকিছুর ভিত্তি স্মরণের উপরেই। স্মরণের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য 'যোগ' শব্দটি হলো প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের সাবজেক্ট তো অত্যন্ত সহজ। অনেকেই আছে যাদের জ্ঞানও নেই আবার যোগও নেই, অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। অনেকের দ্বারা মেহনত হয় না। পড়াশোনাতেও নম্বরের অনুগ্রহ তো হতেই থাকে। পড়াশোনার দ্বারাই বোঝা যায় যে এরা কতখানি আর কার কার সার্ভিস করে? সকলকেই শিববাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা জানো অসীম জগতের উত্তরাধিকার একমাত্র অসীম জগতের বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। মুখ্য হলো মাতা-পিতা আর তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা। এ হলো ঈশ্বরীয় আত্মীয়তা(কুটুম্ব)। আর কারোর বুদ্ধিতে এ'কথা থাকবে না যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সেও তিনি হলেন নিরাকার শিববাবা, পরিচয়ই এভাবে ঝুঁকি। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তাঁকে সর্বব্যাপী কি'ভাবে বলবে? অবশ্যই, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? পবিত্র কিভাবে হবে? হতেই পারবে না। বাবা প্রতিমুহূর্তে বলেন -- মন্বনাভব, আমায় স্মরণ করো। আমায় কেউই জানে না। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণকেও সকলে জানে না। সেই ময়ূর মুকুটধারী এখানে কিভাবে আসবেন? এ হলো অতি উচ্চমার্গের জ্ঞান। উচ্চমার্গের জ্ঞানে অবশ্যই সামান্য অসুবিধা হবে। সহজ নামও রয়েছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া তো সহজ, তাই না ! বাচ্চারা ডিফিকাল্ট কেন মনে করে? কারণ বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। বাবা বাচ্চাদেরকে দুর্গতি এবং সদগতির রহস্যও বুঝিয়েছেন। এই সময় সকলেই দুর্গতিতে রয়েছে, মানুষের মত দুর্গতিতে নিয়ে যায়। এ হলো ঈশ্বরীয় মত। সেইজন্য বাবা কনট্রাস্ট তৈরি করেন। প্রত্যেক মানুষই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করুক যে আমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গবাসী ? এখন সত্যযুগ আছে কি? কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। সত্যযুগকেও কল্পনা মনে করে। অনেক মত রয়েছে, অনেক মতের জন্যই দুর্গতি হয়। এক মতে সঙ্গতি হয়। এ তো অত্যন্ত ভালো স্লোগান -- মানুষ, মানুষকে দুর্গতিতে নিয়ে যায়, একমাত্র ঈশ্বরই সকলকে সদগতি প্রদান করেন। তাহলে তোমরা তো শুভ কথাই বলো, তাই না ! বাবার মহিমা করো। তিনি হলেন সকলের পিতা, সকলের সঙ্গতি সাধন করেন। বাবা বাচ্চাদের অনেক বুঝিয়েছেন যে অবশ্যই প্রভাত ফেরী বের করো। বলো, হেভেনলি গড ফাদার আমাদের এই পদ প্রাপ্ত করছেন, এখন নরকের অন্তিম সময় আসছে। বোঝাতে মেহনত তো করতে হয়। এরোপ্লেন থেকে প্রচারপত্র ফেলতে পারো। আমরা তো অদ্বিতীয় বাবারই মহিমা করে থাকি, তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে সদগতি দিয়ে থাকি। তারপর তোমাদের দুর্গতি দেয় কে? বলা হয়ে থাকে অর্ধেক কল্প হলো হেভেন, তারপর হলো হেল। রাবণ রাজ্য মানেই আসুরী রাজ্য, নিচেই পড়তে থাকে -- রাবণের উল্টো মতানুসারে।

পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবাই, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই শরীরের থেকেও মোহ বের করে দিতে হবে। যদি হংস এবং বক একসাথে থাকে তাহলে মোহ কিভাবে বেরোবে? প্রত্যেকের সারকমস্টেন্স (পরিস্থিতি) দেখা হয়ে থাকে। হিম্মত থাকলে নিজের শরীর নির্বাহ নিজেই করতে পারো তাহলে আবার বেশি ঝামেলায় কেন আটকে পড়ো? পেট অনেক কিছু খায় না, ব্যস্ দুটো রুটি খাও আর কোনো চিন্তা নেই। তবুও নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে নেওয়া উচিত যে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, যারফলে সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে কাজকর্ম করবে না। কাজকর্ম না করলে তখন টাকা পয়সা কোথা থেকে আসবে? ভিক্ষা তো চাইবে না। এ হলো ঘর, শিববাবার ভান্ডারা থেকে ভোজন করে। যদি সার্ভিস না করে তাহলে তো ফ্রিতে খায়, তাহলে ভিক্ষার উপরেই চলে। ২১ জন্ম পুনরায় সার্ভিস করতে হবে। রাজা থেকে ফকির পর্যন্ত সকলেই এখানে রয়েছে, ওখানেও আছে কিন্তু ওখানে সদাই সুখ রয়েছে, এখানে সদাই রয়েছে দুঃখ। পজিশন (পদমর্যাদা) তো থাকে, তাই না! বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ রাখতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো যে, আমরা যশ্বে কতখানি সেবা করি? বলা হয়ে থাকে যে ঈশ্বরের কাছে সমস্ত হিসাব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা রয়েছে। তা সাক্ষী হয়ে দেখা হয় যে এই চালচলনের দ্বারা কোন পদ পাবে? এও বুঝতে পারে যে শ্রীমৎ অনুসারে চললে কত উঁচু পদ পাবে, না চললে কত কম পদ হয়ে যায়। এসব হলো বোঝার মতন কথা। তোমাদের কাছে প্রদর্শনীতে যখন কোনো ধর্মাবলম্বীরা আসে তখন তাদের বলা অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবাই হলেন শান্তি দাতা। ওঁনাকেই বলা হয় শান্তি দেবা। এখন কোনো জড় চিত্র খোড়াই শান্তি দিতে পারবে? বাবা বলেন তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্ত। তোমরা শান্তিধামে যেতে চাও। তোমরা বলা -- শিববাবা শান্তি দাও, তাহলে বাবা কেন দেবেন না? বাবা কি বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেবেন না? বলা হয় শিববাবা সুখ দাও। তিনি তো হলেন হেভেনের স্থাপনাকার, তাহলে সুখ কেন দেবেন না? ওঁনাকে স্মরণই করবে না, ওঁনার কাছে চাইবেই না, তাহলে তিনি দেবেন কি? শান্তির সাগর হলেন বাবা-ই, তাই না! তোমরা সুখ চাও, বাবা বলেন শান্তির পরে আবার সুখে আসতে হবে। সর্বপ্রথমে যারা আসবে তারা সুখ পাবে। দেবী করে আগতরা সুখ চাইতে জানবেই না। তারা মুক্তিই চাইবে। প্রথমে সকলেই মুক্তিতে যাবে। সেখানে তো দুঃখ থাকবেই না। তোমরা তো জানো যে আমরা মুক্তিধামে গিয়ে তারপর জীবন মুক্তিতে আসবো। বাকি সকলেই মুক্তিতে চলে যাবে, একে কেয়ামতের সময় (বিনাশের দিন) বলা হয়। সকলের হিসেব-নিকেশ মিটে যাবে, পশুদেরও হিসেব-নিকেশ হয়, তাই না! কেউ কেউ রাজাদের কাছে থাকে, তাদের কত ভালোভাবে প্রতিপালন হয়। রেসের ঘোড়ার কতো ভালোভাবে দেখাশোনা হয় কারণ ঘোড়া তীব্র গতিসম্পন্ন হলে তখন উপার্জনও ভালো হবে। ধনীরা অবশ্যই ভালবাসবে। এও ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। ওখানে এসব হয়ই না। এই রেস ইত্যাদি পরে শুরু হয়েছে। সমগ্র এই খেলা হলো পূর্ব নির্ধারিত। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকেও তোমরা জেনে গেছো। আদিতে অতি অল্প মানুষজন থাকবে। আমরা বিশ্বে রাজ্য করতে থাকবো। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা হতে পারবো কি পারবো না? আমরা কি অনেকের কল্যাণ সাধন করি? এর উপরেই মেহনত করতে হবে যখন বাবাকে পাওয়া গেছে। দুনিয়ার মানুষ তো পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বিনাশের জন্য কি কি সব তৈরী করতে থাকে? এমন এমন বোমা বানায়, যার দ্বারা আগুন লেগে যাবে। খোড়াই দুনিয়ায় আগুন কমকিছু কি লাগবে! না তা নয়। নেভানোর কেউ থাকবে না। অগণিত বোমা বানাতেই থাকে। তাতে গ্যাস, পয়জন (বিষ) ইত্যাদি ঢেলে দেয়, যাতে হাওয়া চললেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইজন্য বাবা বলেন -- উত্তরাধিকার নিতে হলে নিয়ে নাও। মেহনত করো। অত্যধিক কাজকর্মাদির মধ্যে যেওনা। কত চিন্তা করতে হয়। বাবা তো এঁনার (চিন্তা) ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এ হলো ছিঃ-ছিঃ (খারাপ) দুনিয়া। বাচ্চারা তোমাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নিতে পারো। অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখলেই হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। এঁনারাই হলো আমাদের এইম অবজেক্ট। অবশ্যই পূজা করতাম কিন্তু এ'কথা খোড়াই জানা ছিল যে আমরা এরকম হতে পারি। কাল পূজারী ছিলাম, আজ পূজ্য হতে চলেছি। বাবা এসেছেন তাই পূজো করা ছেড়ে দিয়েছি। বাবা বিনাশের এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তাই না! আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। এই সমস্তকিছুই শেষ হয়ে যাবে, তাহলে আমরা কেন না বাবাকেই স্মরণ করি? ভিতরে একজনের মহিমা কীর্তনই হতে থাকে -- বাবা, তুমি কত মিষ্টি।

তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন সেই একজনই। ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আমরা ভক্তিমার্গে ওঁনাকে স্মরণ করতাম, তিনি পরমধামে নিবাস করেন, সেইজন্য তো ওঁনার চিত্রও রয়েছে। যদি না আসতেন তাহলে চিত্র কেন তৈরি হবে? শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। ওঁনাকে বলাই হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা। এছাড়া তো সকলকেই মানুষ অথবা দেবতা বলা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, পরে অন্যান্য ধর্ম আসে। তাহলে এমন বাবাকে কত প্রেমপূর্বক স্মরণ করা উচিত। ভক্তিমার্গে তো প্রচুর কান্নাকাটি করে, অর্থ কিছুই

জানে না। যে-ই আসে মহিমা করতে থাকে। অনেক স্তুতি আছে। বাবার স্তুতি কিভাবে করবে? তুমিই হলে কৃষ্ণ, তুমিই হলে ব্যাস, তুমিই হলে অমুক.... এ তো গ্লানি করাই হলো। বাবার কত অপকার করে। বাবা বলেন ড্রামা অনুসারে এরা সকলেই আমার অপকার করে, তারপর আমি এসে সকলের উপকার, সকলের সদগতি করি। আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। এটাই হলো হার-জিতের খেলা। এ হলো ৫ হাজার বছরের পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, এতে সামান্যতমও অন্তর হতে পারে না। এই ড্রামার রহস্য বাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারে না। মানুষের মত প্রচুর বেরোতে থাকে। দেবতাদের মত তো পাওয়া যায় না। বাকি হলো মানুষের মত। প্রত্যেকেই নিজেদের বুদ্ধি বের করতে থাকে। এখন তোমাদের আর কাউকেই স্মরণ করতে হবে না। আস্তা কেবল নিজের বাবাকেই স্মরণ করতে থাকে। মেহনত করতে হবে। যেমন ভক্তেরাও মেহনত করে, তাই না ! অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করে। যেমন ওটা হলো ভক্তি, আর তোমাদের হলো জ্ঞানের পরিশ্রম। ভক্তিতেও কম পরিশ্রম করে কি ? গুরুরা বলে -- রোজ ১০০ মালা জপ করো, তখন কুঠুরিতে বসে পড়ে। মালা জপ করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে যায়। অনেকেই রয়েছে যারা রাম-রাম সুরে গাইতে থাকে, এখানে তো তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন কত মধুর থেকেও মধুর। তিনি কেবল বলেন আমায় স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো। নিজে করবে তবেই তো অন্যদের রাস্তা বলে দেবে। বাবার মতন মিষ্টি আর কেউই হতে পারে না। কল্প পরে তোমরা মিষ্টি বাবাকে পাও। তারপর জানা নেই, এ'রকম মিষ্টি বাবাকে কেন ভুলে যাও ! বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তোমরাও অবশ্যই স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। তাহলে জং নিষ্কাশনের জন্য বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করার এমন কোন্ অসুবিধা রয়েছে, কারণ বলো ! বাবাকে স্মরণ করা কি ডিফিকাল্ট? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি লাকি নক্ষত্রদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আস্তাদের পিতা তাঁর আস্তারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম অবশ্যই করো কিন্তু টু মাচ্ ঝামেলায় আটকে পড়ো না। কাজকর্মাদির এমন চিন্তা যেন না থাকে যে বাবার স্মরণই ভুলে যাও।

২) অনেক মানুষের মত ত্যাগ করে অদ্বিতীয় বাবার মতেই চলতে হবে। অদ্বিতীয় বাবার মহিমাই গাইতে হবে। একমাত্র বাবাকেই ভালোবাসতে হবে, বাকি সকলের থেকে মোহ নিষ্কাশিত করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা পুরানো সংস্কারের আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকা মাস্টার নলেজফুল ভব
পুরানো সংস্কারের কারণে সেবায় অথবা সম্বন্ধ সম্পর্কে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। সংস্কারই বিভিন্ন রূপে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যেখানে কোনো দিকের আকর্ষণ রয়েছে সেখানে বৈরাগ্য থাকতে পারে না। সংস্কারের লুকানো অংশও যদি থাকে, তখন তা সময়ানুসারে বংশের (বিশাল) রূপ ধারণ করে, পরবশ করে দেয়। সেইজন্য নলেজফুল হয়ে, অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তির দ্বারা পুরানো সংস্কারগুলি, সম্বন্ধগুলি, পদার্থগুলির (বস্তুর) আঘাত থেকে মুক্ত হও, তবেই সুরক্ষিত থাকবে।

স্লোগানঃ:- মায়ার থেকে নির্ভীক হও আর পারস্পরিক সম্পর্কে নির্মাণ (বিনম্র) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন হোলিহংস হওয়ার পুরুষার্থ করছো, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো তোমাদের হোলিহংস অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞানমার্গে তীব্রগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সহজ উপায় (বিধি) কি?

*উত্তরঃ - এই জ্ঞানে যদি তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে হয় তবে আর সব চিন্তা ছিন্ন হয়ে কেবল বাবার স্মরণে মন জুড়ে যায়, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং অশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। স্মরণের যাত্রাই হলো উচ্চপদ লাভের আধার। এর দ্বারাই তোমরা কড়ি থেকে হীরে-তুল্য হতে পারো। তোমাদের কড়ি থেকে হীরে, পতিত থেকে পবিত্র বানানোই হলো বাবার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন ব্যতীত বাবাও যে থাকতে পারেন না।

ওম শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, এই দুনিয়ায় কেউ হোলিহংস-সদৃশ রয়েছে তো কেউ বক সদৃশও রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল হোলিহংস, তোমাদের ঐদের মতো হতে হবে। তোমরা বলবে যে, আমাদের দৈবী-সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে, আমি তোমাদের হোলিহংসে পরিণত করি, এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ তৈরী হওনি, হতে হবে। হংস মূক্তো বেছে নেয় আর বক নোংরা খায়। এখন আমরা হোলিহংসে পরিণত হচ্ছি তাই দেবতাদের ফুল বলা হয় আর ওদের বলা হয় কাঁটা। হংস ছিলে তারপরে আবার নিম্নে অবতরণ করতে করতে বকে পরিণত হয়েছে। অর্ধ-কল্প হোলিহংস, অর্ধ-কল্প বক। হংস হওয়ার পথেও মায়ার অনেক বিঘ্ন আসে। কিছু না কিছু কারণে পতন হয়। মুখ্যতঃ দেহ-অভিমানের কারণেই পতন হয়। বাচ্চারা, এই সঙ্গমেই তোমাদের পরিবর্তিত হতে হবে। যখন তোমরা সম্পূর্ণ রাজহংসে পরিণত হও তখন শুধু হংসই হংস (সকলেই হংস) হও। হোলিহংস অর্থাৎ দেবী-দেবতা, তাঁরা থাকেন নতুন দুনিয়ায়। পুরানো দুনিয়ায় একজনও হংস হতে পারে না। যদিও সন্ন্যাসীরা রয়েছে কিন্তু তারা হল পার্থিব জগতের সন্ন্যাসী। তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী। বাবা বেহদের সন্ন্যাস শিখিয়েছেন। এই দেবতাদের মতো সর্বগুণসম্পন্ন আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা হতেই পারে না। এখন বাবাও এসেছেন -- আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। তোমরাই নতুন দুনিয়ায় সর্বপ্রথমে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আসো, আর কেউ কি নতুন দুনিয়ায় আসতে পারে? না, পারে না। এখন এই দেবতাদের ধর্মই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এই কথাও তোমরা এখনই শুনছ আর বুঝতে পারছ। আর কেউ-ই বুঝতে পারে না। ওসব হল মনুষ্য মত, বিকারের দ্বারা জন্মলাভ করেছে, তাই না। সত্যযুগে বিকারের কোনো কথাই নেই। দেবতারা পবিত্র ছিল। সেখানে সবকিছুই যোগবলের দ্বারা হয়। এখানকার পতিত মনুষ্যরা কি করে জানবে যে সেখানে সন্তান কিভাবে জন্মলাভ করে? সেখানকার নামই হল ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পবিত্র)। বিকারের কোনো কথাই নেই। তারা বলবে যে পশু ইত্যাদিরা কিভাবে জন্ম নেয়। তাদের বলা, ওখানে আছে শুধুই যোগবল, বিকারের কোনো কথাই নেই। ১০০ শতাংশ পবিত্র দুনিয়া। আমরা তো শুভ কথা বলি। তোমরা অশুভ কথা কেন বল? এর নামই হল বেশ্যালয় আর ওখানকার নামই হল শিবালয়। সেই শিবালয়ের স্থাপনা শিববাবাই করছেন। শিববাবা হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম টাওয়ার। আর শিবালয়ও এমনই লম্বা বানান। শিববাবা তোমাদের-কেও সুখ-স্বস্তি পরিণত করেন, আবার সুখের টাওয়ারে (স্বস্তি) নিয়ে যান, তাই বাবার প্রতি আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। ভক্তিমাৰ্গেও শিববাবার সাথে অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। অত্যন্ত ভালবেসেই শিববাবার মন্দিরে যায় কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন হচ্ছে, এখনও হওনি। তোমাদের পরীক্ষা তখনই হবে যখন তোমাদের রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে। তখন আর সবকিছুই সমাপ্ত হয়ে যাবে, আর পুনরায় নম্বরের ক্রমানুসারে অল্প-অল্প করে আসতে থাকবে। তোমাদের রাজত্ব তো সর্বপ্রথমেই শুরু হয়। আর অন্য কোনো ধর্মের রাজত্ব প্রথমে শুরু হয় না। তখন শুধু তোমাদেরই রাজত্ব। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই এই বিষয়টি জানো। বাচ্চারা বেনারসে সেবায় গেছে, তাদের বোঝানোর নেশা রয়েছে। কিন্তু লোকেরা এতটা বুঝতে পারে না। কথিতও আছে - কোটিতে কেউ। হংস কোনো বিরল ব্যক্তিই হয়। যদি না হয়, তবে অনেক শাস্তিভোগ করতে হয়। কেউ কেউ তো ৯৫ শতাংশ শাস্তিভোগ করে, শুধু ৫ শতাংশই চেষ্টা হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বর তো হয়, তাই না। এখন কেউ-ই নিজেকে রাজহংস বলতে পারে না। পুরুষার্থ করছে। যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন লড়াই-ও লাগবে। জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে। সেই লড়াই-ই ফাইনাল হবে। এখনও তো কেউ ১০০ শতাংশ তৈরী হয়নি। এখন তো ঘরে-ঘরে সমাচার পাঠাতে হবে। অনেক বড় অভ্যুত্থান (রিভলিউশন) হবে। যাদের বড়-বড় সংস্থা রয়েছে, সেইসবই নড়বড়ে হয়ে যাবে। ভক্তিমাৰ্গের আসনও নড়বড় করবে। এখন তো ভক্তির রাজ্য, তাই না। এর উপরেই তোমরা বিজয় লাভ কর। এখন হল প্রজার উপর প্রজার রাজ্য,

পুনরায় বদল হবে। এই রাজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের হবে। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। কিভাবে রাজধানী পরিচালিত হয়। কিন্তু যাঁরা সাক্ষাৎকার করেছিলেন তাঁরা আজ আর নেই। এও ড্রামা। ড্রামায় যার যা পার্ট রয়েছে তা চলতেই থাকবে। এতে আমরা কি কারও মহিমা করব ? না করব না। বাবাও বলেন, তোমরা আমার মহিমা কিভাবে করবে? আমার কর্তব্যই হল পতিত থেকে পবিত্র বানানো। টিচারের কর্তব্য পড়ানো। নিজের কর্তব্য যারা পালন করছে তাদের কি মহিমা করবে? বাবা বলেন, আমিও ড্রামার অধীনেই রয়েছি, এতে আবার শক্তি কিসের। এ হল আমার কর্তব্য। প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা বলে দিই। আর আমিও পবিত্র করার কর্তব্য ব্যতীত থাকতে পারি না। আমার পার্ট একেবারে অ্যাকিউরেট। এক সেকেন্ডও দেরী বা পূর্বে আসতে পারি না। একদম সঠিক সময়ে সেবার পার্ট করি। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ড্রামা আমাকে দিয়ে তা করিয়ে নেয়। আমিও পরবশ, এতে মহিমার কোনো কথা নেই। আমি প্রতিকল্পে আসি, আমাকে আহ্বান করা হয় যে, হে পতিত-পাবনকারী, এসো। দুনিয়াতে কত কত পতিত। এক একটি অবগুণ ছাড়তে কত পরিশ্রম করতে হয়। অনেক সময় কাল পবিত্র থেকেও চলতে-চলতে মায়ার থাপ্পড় খেয়ে মুখ কালো করে ফেলে।

এ হলই তমোপ্রধান দুনিয়া। শত্রু-রূপী মায়া অনেক বাধার সৃষ্টি করে। সল্ল্যাসীও তো বিকার থেকেই জন্ম নেয়। কোনো জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে না, কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। আত্মা তো অবিনাশী, আর তার পার্টও অবিনাশী, তাহলে জ্যোতি মহাজ্যোতিতে কিভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যত বেশী মানুষ তত বেশী কথা। এ সবই হল মনুষ্য মত। ঈশ্বরীয় মত হল একটাই (অদ্বিতীয়)। দেবতা মত তো এখানে হতে পারে না। দেবতা হয় সত্যযুগে। এ হলো অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। মানুষ তো কিছুই জানে না, তবেই তো ঈশ্বরকে ডেকে বলে যে, কৃপা কর। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন যোগ্য বানাই, যার ফলে তোমরা পূজন যোগ্য হয়ে যাও। এখন কি তোমরা পূজ্য হয়েছ ? না, হও নি। এখন যোগ্য হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরা এমন হবো, পুনরায় ভক্তিমার্গে আমাদেরই মহিমা হবে, আমাদেরই মন্দির তৈরী হবে। তোমরা জানো যে, চন্ডিকা দেবীরও মেলা হয়। চন্ডী, যে বাবার শ্রীমতে চলে না। তথাপি বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য কিছু না কিছু তো সাহায্য করে, তাই না ! তাদের সেনাও রয়েছে, তাই না। তোমরা সাজা ভোগ করেও আবার বিশ্বের মালিক হও, তাই না। এখানে যদি কোনো ভীলও(নিম্নবর্গের লোক) থাকে, সেও বলবে যে আমি ভারতের মালিক। আজকাল দেখো একদিকে গায়, ভারত আমাদের সর্বাপেক্ষা উষ্ণ দেশ আর অন্যদিকে আবার বলে, ভারতের দেখো কি হাল হয়েছে ! রক্তের নদী বইতে থাকে। রেকর্ডের এক পিঠে মহিমা তো আর এক পিঠে নিন্দা ! কিছুই বোঝে না। এখন বাবা তোমাদের সঠিক রীতিতে বোঝাচ্ছেন। মানুষ কি জানে যে, এদের ভগবান পড়ায় ? না, জানে না। তারা বলবে যে, ও আচ্ছা ! এরা ভগবানকে টিচার বানিয়ে রেখেছে ! আরে, ভগবানুবাচ রয়েছে না যে, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই। শুধু গীতায় মানুষের নাম দিয়ে গীতাকে খন্ডন করে দিয়েছে। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এ তো মনুষ্য মত গেল, তাই না। কৃষ্ণ কিভাবে এখানে আসবে? তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। ওঁনার কিসের চিন্তা রয়েছে যে উনি এই পতিত দুনিয়ায় আসবেন।

বাচ্চারা, বাবাকে তো তোমরাই জানো কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কোনো কোনো বিরল ব্যক্তিই যথার্থ রীতিতে বাবাকে জানে। বাচ্চারা, তোমাদের মুখ থেকে সদা রত্ন নির্গত হওয়া উচিত, পাথর নয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা কি এরকম তৈরী হয়েছি ? যদিও চায় যে, আমরা যেন অশুদ্ধতা (নোংরা) থেকে শীঘ্রই বেরিয়ে আসতে পারি কিন্তু শীঘ্রই তা হতে পারে না। সময় লাগে, তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যারা বোঝায় তারাও নস্বরের ক্রমানুসারেই হয়। যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে ধীরে ধীরে পারবে, তখন তোমাদের তীর নিশানায় লাগবে। তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের পঠন-পাঠন চলছে। পড়ান যিনি, তিনি তো অদ্বিতীয়। সকলেই তাঁর কাছে পড়ে। ভবিষ্যতে তোমরা এমন লড়াই দেখবে যে সেকথা আর এখন জিজ্ঞাসা কোরো না। লড়াই-য়ে তো অনেক মারা যাবে। তখন এতো আত্মারা কোথায় যাবে। আবার কি একসাথেই জন্ম নেবে? বৃক্ষ (সৃষ্টি ঝাড়) বড় হতেই থাকে, অনেক শাখা-প্রশাখা, পাতা হয়ে যায়। রোজ কত জন্ম নেয় আবার মরেও কত। ফিরে তো কেউ-ই যেতে পারে না। মানুষের বৃদ্ধি হতেই থাকে। এই বিস্তারিত কথায় যাওয়ার পূর্বে বাবাকে স্মরণ কর যাতে বিকর্ম বিনাশ হয় আর অশুদ্ধতা দূর হয়ে যায়। তারপর অন্যকথা। তোমরা এসব চিন্তা করতে যেও না। প্রথমে নিজের পুরুষার্থ কর, যেন এরকম হতে পারো। মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা আর সকলকে সমাচার দিতে হবে। পয়গম্বর হলেন একমাত্র তিনিই। ধর্মস্থাপকদেরও প্রিসেন্টার্স বলতে পারো না। সন্নতি দাতা হলেন এক সদ্গুরুই। এছাড়া ভক্তিমার্গেও তো মানুষ নিজেদেরকে কিছুটা সংশোধন করে। কোনো না কোনো দান করে। তীর্থস্থানে গিয়েও কিছু না কিছু দান করে আসে। তোমরা তো একথা জানো যে এই অন্তিম জন্মে বাবা আমাদের হীরে-তুল্য বানাচ্ছেন। একেই অমূল্য জীবন বলে। কিন্তু পুরুষার্থ তো এতটা করতে হবে। তোমরা বলবে যে আমাদের কোনো দোষ

নেই। আরে, আমি এসেছি সুন্দর ফুল (গুল-গুল) বানাতে, তাহলে তোমরা কেন তা হও না ? পবিত্র বানানোই হল আমার কর্তব্য। তাহলে তোমরা কেন পুরুষার্থ করো না? যিনি পুরুষার্থ করান সেই বাবাকে তো পেয়েছ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে এমন বানিয়েছে? দুনিয়া কি জানে, না জানে না। বাবা আসেনই সঙ্গমে। এখন তোমাদের কথা কেউ বুঝতে পারে না। ভবিষ্যতে যখন সবাই তোমাদের কাছে আসবে তখন গুরুদের ভক্তরা কমে যাবে। বাবা বলেন, এই বেদ শাস্ত্রের সার কথা আমি শোনাই। অনেক অনেক গুরু রয়েছে, সবই ভক্তিমার্গের। সত্যযুগে সকলেই পবিত্র ছিল পরে পতিত হয়ে গেছে। এখন পুনরায় বাবা এসে তোমাদের অসীমের সন্ধ্যাস করান, কারণ এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তাই বাবা বলেন -- এই কবরখানা থেকে বুদ্ধিযোগ বের করে এনে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন হল বিনাশের সময়। সকলের হিসেব-নিকেশ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সমগ্র দুনিয়ায় যত আত্মা রয়েছে, সব আত্মাতেই সম্পূর্ণ পাট ভরা রয়েছে। আত্মা শরীর ধারণ করে অভিনয় (পাট) করে। তাই আত্মাও অবিনাশী আর পাটও অবিনাশী। এতে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। হবহু রিপীট হতেই থাকে। এ হল অসীম জগতের অনেক বড় ড্রামা। আর এ নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। কেউ সূক্ষ্ম সার্ভিস করে তো কেউ স্থূল সার্ভিস করে। কেউ কেউ বলে, বাবা আমরা আপনার ড্রাইভার হব, তাহলে ওখানেও বিমানের মালিক হয়ে যাব। আজকের ধনী ব্যক্তির মনে করে যে এখন এই আমাদের কাছে স্বর্গ। বড়-বড় বাড়ি রয়েছে, বিমান রয়েছে। বাবা বলেন, এইসব হলো আর্টিফিসিয়াল, একে মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। কি কি শিখতে থাকে। জাহাজ ইত্যাদি তৈরী করে। এখন এই জাহাজ ইত্যাদি ওখানে কি কোনো কাজে লাগবে? না, লাগবে না। বোমা তৈরী করে, এসব কি ওখানে কোনো কাজে আসবে, না আসবে না। সুখ প্রদানকারী জিনিসপত্র কার্যে আসবে। বিনাশের কার্যে সায়েন্স অনেক সাহায্য করে। আবার সেই সায়েন্সই তোমাদের নতুন দুনিয়া স্থাপনে সাহায্য করবে। বড় আশ্চর্যজনকভাবে এই ড্রামা তৈরী হয়েছে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই বিনাশের সময় পুরানো দুনিয়া থেকে অসীম জগতের সন্ধ্যাস নিতে হবে। এই কবরখানা থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে। (বাবার) স্মরণে থেকে সব পুরানো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নিতে হবে।

২) মুখ দিয়ে যেন সদা স্তোত্র-রত্ন নির্গত হয়, প্রস্তুত নয়। সম্পূর্ণরূপে রাজহংস হতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- সেবার সাথে সাথে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির সাধনাকে ইমার্জকারী সফলতামূর্তি ভব সেবার দ্বারা খুশী বা শক্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেবাতেই বৈরাগ্য বৃত্তিও সমাপ্ত হয়ে যায়, সেইজন্য নিজের অন্তরে বৈরাগ্য বৃত্তিকে জাগাও। যেরকম সেবার প্ল্যানকে প্র্যাক্টিক্যালি ইমার্জ করো তাই সফলতা প্রাপ্ত হয়। এইরকম এখন অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তিকে ইমার্জ করো। যত সাধনই প্রাপ্ত হোক না কেন, অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির সাধনা যেন মার্জ না হয়। সাধন আর সাধনার ব্যালেন্স থাকলে তবেই সফলতা মূর্তি হতে পারবে।

স্লোগানঃ- অসম্ভবকে সম্ভব বানানোই হলো পরমাত্ম প্রেমের নিদর্শন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সকল প্রাপ্তিগুলির স্মৃতি ইমার্জ করে অচল স্থিতির অনুভব করো আর জীবন্মুক্ত হও"

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা সমগ্র বিশ্বে নিজের সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যের মহিমা স্বয়ং ভগবান গাইছেন। বাবার মহিমা তো আত্মারা গায়ন করে কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের মহিমা স্বয়ং বাবা করছেন। এইরকম কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলে কি যে আমাদের ভাগ্য এত শ্রেষ্ঠ হবে, কিন্তু তোমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠই ছিল, বর্তমানেও আছে। জগতের মানুষ বলে যে ভগবান আমাদেরকে রচনা করেছেন কিন্তু আমরা না ভগবানের বিষয়ে কিছু জানি আর না তাঁর রচনার বিষয়ে জানি। তোমরা প্রত্যেক ভাগ্যবান বাচ্চারা অনুভব আর নেশার সাথে বলো যে আমরা হলাম শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। আমাদের এটা জানা আছে যে বাপদাদা আমাদেরকে কিভাবে রচনা করেছেন! ছোটো বাচ্চা হোক বা বৃদ্ধ পাণ্ডব, শিবশক্তি, যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের বাবা কে, তো কি বলবে? নিশ্চয়ের সাথে বলবে যে আমাদেরকে শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা রচনা করেছেন সেইজন্য আমরা হলাম ভগবানের সন্তান। আমরা ভগবানের সাথে ডায়রেক্ট মিলিত হই, পরম আত্মা বা ভগবান কেবলমাত্র আমাদের বাবা-ই নন, একাধারে তিনি বাবাও, শিক্ষকও এবং সঙ্গীও। সকলের মধ্যে এই নেশা আছে? (সবাই হাততালি বাজালো) এক হাতের তালি বাজাবে - এখন এই এক্সারসাইজ বয়স্কদের শেখাতে হবে। বাচ্চাদেরকে খুশীতে দেখে বাপদাদাও খুশীতে দুলছেন আর সদা বলছেন - বাঃ আমার প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বিশেষ আত্মারা...। বাবার রূপে পরমাত্ম পালনার অনুভব করছো। এই পরমাত্ম পালনা সমগ্র কল্পে কেবল এই ব্রাহ্মণ জন্মে বাচ্চারা তোমাদের প্রাপ্ত হয়, যে পরমাত্ম পালনাতে আত্মার সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব হয়। পরমাত্ম প্রেম সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করায়। পরমাত্ম প্রেম নিজের দেহ অভিমানকেও ভুলিয়ে দেয়, সাথে সাথে অনেক স্বার্থ সম্পন্ন ভালোবাসাকেও ভুলিয়ে দেয়। এইরকম পরমাত্ম প্রেম, পরমাত্ম পালনার অন্দরে পালিত হওয়া ভাগ্যবান আত্মা হলে তোমরা। তোমাদের ভাগ্য এতটাই শ্রেষ্ঠ যে বাবা স্বয়ং নিজের বতন ত্যাগ করে তোমাদেরকে অর্থাৎ গডলি স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে আসেন। এইরকম কোনও টিচার দেখেছো, যিনি প্রতিদিন সকালে দূরদেশ থেকে পড়াতে আসেন? এইরকম টিচার কখনও দেখেছো? কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের জন্য বাবা প্রতিদিন শিক্ষক হয়ে তোমাদের কাছে পড়াতে আসেন আর কতইনা সহজ করে পড়ান। দুই শব্দের পড়া - তুমি আর বাবা, এই দুই শব্দেই চক্র বোলো, ড্রামা বোলো, কল্পবৃক্ষ বোলো, সমগ্র নলেজ সমাহিত আছে। অন্যান্য জাগতিক পড়াতে বুদ্ধি কতই না ভারী হয়ে যায় আর বাবার পড়াতে বুদ্ধি একদম হাল্কা হয়ে যায়। হাল্কা-র লক্ষণ হলো উপরের দিকে উড়ে যায়। হাল্কা জিনিস স্বতঃই উপরের দিকে উঠতে থাকে। তো এই পড়াশোনার দ্বারা মন-বুদ্ধি উড়ন্ত কলার অনুভব করে। তাহলে, বুদ্ধি হাল্কা হয়েছে তাই না! ত্রিলোকের নলেজ প্রাপ্ত হয়। তো এইরকম পড়া সমগ্র কল্পে কেউ পড়েছে? এরকম কোনও শিক্ষক পেয়েছে? এটাই হলো তোমাদের ভাগ্য তাই না! পুনরায় সঙ্গুর দ্বারা এমন শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যা সবসময়ের জন্য কি করবো, কিভাবে চলবো, এইভাবে করবো নাকি করবো না, কি হবে... এইসকল কোশ্চেন সমাপ্ত হয়ে যায়। কি করবো, কিভাবে করবো, এইভাবে করবো নাকি ওইভাবে করবো... এইসকল কোশ্চেনের একটি শব্দে উত্তর হলো - ফলো ফাদার। সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো, নিরাকারী স্থিতিতে অশরীরী হওয়ার জন্য শিব বাবাকে ফলো করো। বাবা আর দাদা দু'জনকে ফলো করা অর্থাৎ কোশ্চেন মার্ক সমাপ্ত হওয়া বা শ্রীমতে চলা। এটা কি করা অসম্ভব মনে হয়? জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা আছে কী? কপি করতে হবে, নিজের বুদ্ধি (মনমত) চালাবে না। বাবার সমান হওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করা। এটা করা অসম্ভব নাকি সহজ? সহজ তাই না? ৩০ বছর গুণানে চলা আত্মারা হাত তোলো, আচ্ছা ৩০ বছরে অসম্ভব মনে হয়েছিল নাকি সহজ লেগেছিল? এখন দেখো ৩০ বছরের বাচ্চাদেরও সহজ মনে হয়েছে তো তোমরা যারা পরবর্তীকালে এসেছো তোমাদের কাছে অসম্ভব নাকি সহজ? সহজ তাই না? (গরমের কারণে সকলের হাতে রঙ-বেরঙের পাখা আছে যেটা নাড়াচ্ছিল) ভালো লাগছে, পাখার রিমিমিমও ভালো লাগছে। সীন খুবই সুন্দর। নবীনতা হওয়া চাই, তাই না। তো এই গ্রুপের এটাও এক নবীনতা, এটাও টি.ভি-তে এসে গেলো। খুব ভালো, সবাই দৌড়ে এসে এখানে পৌঁছে গেছে, বাপদাদাও স্নেহের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। দেখো, পার্থিব জগতে যে গুরুরা আছে, তারা কত বরদান দেয়? একটা বা দশটা, বেশী দেয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গুর দ্বারা প্রতিদিন বরদান প্রাপ্ত হয়। এইরকম গুরু কখনও দেখেছো? দেখোনি, তাই না! তোমরাই দেখেছো, প্রত্যেক কল্পে দেখেছো। তো সদা নিজের ভাগ্যের প্রাপ্তিগুলিকে সামনে রাখো। কেবল বুদ্ধি মার্জ করে রেখো না, ইমার্জ করো। মার্জ করে রাখার সংস্কারকে পরিবর্তন করে ইমার্জ করো। নিজের প্রাপ্তিগুলির লিস্ট সদা বুদ্ধিতে ইমার্জ রাখো। যখন প্রাপ্তিগুলির লিস্ট ইমার্জ হবে তখন কোনও প্রকারের বিঘ্ন আক্রমণ করবে না। বিঘ্ন মার্জ হয়ে যাবে

আর প্রাপ্তিগুলি ইমার্জ রূপে থাকবে।

বাপদাদা যখন শোনে আজ কোনও কারণে কোনও কোনও বাচ্চা পরিশ্রম করছে, মায়ার সাথে যুদ্ধ করছে, যোগ লাগাতে চাইছে কিন্তু লাগছে না, সোল কনসাসের পরিবর্তে বডি কনসাসে এসে যাচ্ছে, তখন বাপদাদার ভালো লাগে না। কারণ কি? নিজের ভাগ্যের প্রাপ্তিগুলি ইমার্জ থাকে না, মার্জ থাকে। পুনরায় যখন কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় তখন চিন্তা করে যে এইরকম হওয়া উচিত...! এরজন্য খুব সহজ পুরুষার্থ হলো - প্রাপ্তিগুলিকে ইমার্জ রাখো। যখন থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে তখন থেকে নিজের ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকো। দোলাচলে আসবে না, অচল হও কেননা এখানে আবুতে তোমাদের কোন স্মরণিক আছে? অচলঘর আছে নাকি দোলাচল ঘর আছে? অচলঘর আছে তাই না? এটা কাদের স্মরণিক? তোমাদেরই স্মরণিক তাই না? তো যখনই কোনো সূক্ষ্ম পুরুষার্থের মার্গ অসম্ভব মনে হয়, বুদ্ধি অত্যাধিক দোলাচলে থাকে, তখন নিজের স্মরণিককে স্মরণ করো। অনেক সময় বাচ্চার জ্ঞানের পয়েন্টও বলে থাকে যে - আমি হলাম আত্মা, এটা হলো ড্রামা, এটা তো হলো বিপ্লব, এটা তো হলো সাইড সীন, বলতেও থাকে আবার স্থিতিরও দোলাচল হতে থাকে। দোলাচলে থেকেই জ্ঞানের পয়েন্ট বলতে থাকে। যখন বুদ্ধি এইরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ অচল থাকতে পারবে না তখন মধুবনের অচলঘর স্মরণ করবে। এটা তো স্কুল জিনিস তাই না! সূক্ষ্ম তো নয়। চোখ দিয়ে দেখার জিনিস, আমার স্মরণিক হলো অচলঘর, দোলাচল ঘর নয়, কেননা বাপদাদা এই বছরে সকল বাচ্চাদেরকে মুক্তি বর্ষ পালন করতে চাইছেন। এমন যেন না হয় যে হাত তুলতে বললে কেউ তুলবে, কেউ তুলবে না। সবাই খুশীর সাথে হাততালি বাজাবে, (সবাই বাজাতে শুরু করলো) এখন বাজিয়েছো তো ঠিক আছে, কিন্তু বাপদাদা এই বছরের সমাপ্তিতে এইরকমই এতই আওয়াজ করে তালি বাজাতে যেন দেখেন। এখন তো বাজিয়েছো ভালো হয়েছে, কিন্তু তখনও বাজাবে। বাজাবে তো? দেখো, হাততালি বাজিয়ে তো খুশী করে দিয়েছো কিন্তু বাপদাদা নতুন বছরে যে ১৮ জানুয়ারী বিশেষ ব্রহ্মা বাবার শরীর থেকে মুক্ত হওয়ার দিন, তো ১৮ জানুয়ারীতে বাপদাদা পুনরায় হাত তুলতে বলবেন যে মুক্তিবর্ষ পালন করেছে নাকি কেবল চিন্তাই করেছে? পালন করতে হবে, পালন করতে হবে - শুধু চিন্তাই করে যাচ্ছে, এমন তো নয়, স্বরূপে নিয়ে এসেছো নাকি চিন্তা করতে করতে লাস্টেও চিন্তাই করতে থাকবে! এই রেজাল্ট বাপদাদা দেখতে চাইছেন। দেখাবে? আচ্ছা। স্মরণে থাকবে তো! প্রাপ্তিগুলিকে সামনে রাখো। বাবার স্মরণের সাথে সাথে, বাবা যা কিছু দিয়েছেন সেগুলিও স্মরণ করো - কিরকম বানিয়েছেন আর কি প্রাপ্ত হয়েছে!

বাপদাদা এই বছরের পর থেকে প্রত্যেক বাচ্চাকে জীবন্মুক্ত স্থিতিতে দেখবেন। ভবিষ্যতে জীবন্মুক্ত হবে কিন্তু জীবন্মুক্ত সংস্কার এখন থেকেই ইমার্জ করতে হবে। আর নিরন্তর কর্মযোগী, নিরন্তর সহজযোগী, নিরন্তর মুক্ত আত্মার সংস্কার এখন থেকেই অনুভবে নিয়ে এসো, কেন? বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছিলেন যে সময়ের পরিবর্তন তোমাদের অর্থাৎ বিশ্বপরিবর্তক আত্মাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রকৃতি তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিপতি আত্মাদের জন্য বিজয় মালা নিয়ে আহ্বান করছে। সময় বিজয় ঘন্টা বাজানোর জন্য তোমাদেরকে অর্থাৎ ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকারী আত্মাদেরকে দেখছে যে কখন ঘন্টা বাজাবো, ভক্ত আত্মারা সেই দিনটি সবসময় স্মরণ করছে যে কবে আমাদের পূজ্য দেব আত্মারা আমাদের উপর প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে মুক্তির বরদান দেবে! দুঃখী আত্মারা আহ্বান করছে যে কবে দুঃখ হতা সুখ কর্তা আত্মারা প্রত্যক্ষ হবে! এইজন্য এরা সবাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা বা আহ্বান করছে। এইজন্য হে করুণাময়, বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা এখন এদের অপেক্ষার অবসান ঘটাও। তোমাদের জন্য সবকিছু আটকে আছে। তোমরা সবাই মুক্ত হয়ে যাও তো সকল আত্মারা, প্রকৃতি, ভক্তরা মুক্ত হয়ে যাবে। তো মুক্ত হও, মুক্তির দান কারী মাস্টার দাতা হও। এখন বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী আত্মা হও। তোমরা দায়িত্ববান, তাই না! বাবার সহায়ক হয়েছে। তোমাদের কি দয়া হয় না? হৃদয়ে দুঃখের বিলাপ অনুভূত হয় না? হে বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা এখন নিজের দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক পালন করো।

বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে ১০০ টা হিমালয়ের সমান বড়-র থেকেও বড় বিপ্লব যদি আসে তথাপি তোমরা সরে যাবে না, পরাজিত হবে না, রাজ্যাভিষেকের মুক্তি বর্ষ অবশ্যই পালন করবে। বাপদাদা প্রতিদিন চাট দেখবেন। এমন নয় যে এখান থেকে যাওয়ার সময় টেনেই বলবে যে জানি না কি হয়ে গেলো, ঘরে যাওয়ার সাথে সাথেই বক আর হংসের যুদ্ধ লেগে গেলো, এইরকম বলবে না - এটা হয়ে গেলো, ওটা হয়ে গেলো...। এসব শুনবো না। তোমাদের পত্র ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেবো, শুনবোই না। দূঢ় সংকল্প করো - হতেই হবে। যেখানে দূঢ়তা আছে সেখানে সফলতা হবে না, এটা অসম্ভব। তো তোমরা সবাই দূঢ় সংকল্প করেছে তাই না। টিচার্স হাত তোলো, টিচার্স অনেক এসেছে। সব সেন্টার্স খালি করে চলে এসেছো নাকি?

দেখো, একটা খুশীর খবর শোনাই - বাপদাদা দেখেছেন, এখন দেখেছেন, শুনেছেন - সমগ্র মধুবন নিবাসী বাচ্চারা স্ব পরিবর্তনের লক্ষ্য খুব ভালো রেখেছে, লক্ষণ তো দেখবো কিন্তু লক্ষ্য খুব ভালো রেখেছো, নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটাও লিখেছে কিন্তু বাপদাদার এটা শুনে খুশী হচ্ছে যে বাচ্চাদের মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে এবং পরেও হতে থাকবে। কিন্তু সবাই নিজেদের দৃঢ় সংকল্পের উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো দেখিয়েছে। এখন কাগজে আছে কিন্তু কাগজেও প্রথম কদম তো আছে। তো বাপদাদার খুশী হচ্ছে কেন? সমগ্র বিশ্বের জন্য অর্জুন হলো মধুবন নিবাসী। নিমিত্ত হলো মধুবন নিবাসী, সেকেন্ড নম্বরে হলো দেশ-বিদেশের নিমিত্ত সেবাধারী টিচার্স আর সকল সহযোগী সাথী সমগ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ আত্মারা। তো বাপদাদা মধুবনের নকশা দেখতে চান যে সবাই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। মধুবন নিবাসী তো কম এসেছে। কেউ কেউ তো লেখেইনি। যারা সামনের দিকে বসে আছে তারা কম লিখেছে, অনেক ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু যখন সেবা প্রাপ্ত হয় তো লেখাতেও মার্কস জমা হয়। যদি না লেখো তো মার্ক্স এক্সট্রা কম হয়ে যাবে, নিজেরই ক্ষতি করে দেবে। যাকিছু ডায়রেকশন প্রাপ্ত হচ্ছে, সেটা যদি নিমিত্ত আত্মা দাদীদের দ্বারাও প্রাপ্ত হয়, সেই নির্দেশকে রিগার্ড দেওয়া অতি আবশ্যিক। এতে না কোনো অজুহাত দেখাবে আর না অবহেলা করবে। ভবিষ্যতের জন্য বাপদাদা বলে দিচ্ছেন যে মার্ক্স জমা হয়নি। এইজন্য একে মহত্ব দেওয়া অর্থাৎ মহান হওয়া। এটাকে হাল্কা ভাবে নেবে না। বাচ্চারা বড়ই চতুর, বলে যে বাপদাদা তো জানেন-ই, তাই না। বাবা তো জানেন তথাপি বলছেন কেন? জেনে-শুনেই তো বলছেন! তো এইভাবে নিজেকে আড়াল করা উচিত নয়, এইরকম অনেক কাজ আছে, ছোটো ছোটো কথা, যেগুলিকে 'হা জি' করলে এক্সট্রা মার্কস জমা হয়। এমনও অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কোনও পাস্ট-এর সংস্কারের বশীভূত হয়ে খুব ভালো উৎসাহ উদ্দীপনাতে এগিয়ে যেতে থাকে কিন্তু কোনও না কোনও সূক্ষ্ম সুতো, খুবই সূক্ষ্ম সুতো তাকে এগিয়ে যেতে দেয় না। সে বুঝতেও পারে যে এই সূক্ষ্ম সুতো রয়ে গেছে, কিন্তু... কিন্তু-ই করতে থাকে। এমনও অনেক পুরুষার্থী আছে যারা ছোটো ছোটো কমন কথাতে 'হা জি' করে মার্কস নিয়ে নেয়। এইরকমও হয় যে সে অল্প অল্প মার্কস একত্রিত করে পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসতে পারে, এইরকমও বাপদাদার কাছে উদাহরণের রূপে আছে। সেইজন্য সহজ পদ্ধতি হলো ছোটো ছোটো কথাতে 'হা জি' করে মার্কস জমা করতে থাকো। অপব্যয় করো না, জমা করো। এছাড়া বাপদাদা দেখেছেন মেজরিটি বাচ্চারা নিজেদের উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো দেখিয়েছে, এইজন্য দৃঢ় সংকল্পের জন্য বিশেষ সেই মধুবন নিবাসী বাচ্চাদেরকে বাপদাদা 'হা জি' করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। স্মরণ আর স্নেহও দিচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ গুণ স্মরণ আর স্নেহ দিচ্ছেন। কেন? মধুবন হলো বাপদাদার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার শীশমহল। তো একটা বিষয়ের জন্য তো খুশী হচ্ছে, এখন কাগজে এসেছে, কর্মতে নিয়ে আসতেই হবে। ঠিক আছে তাই না! আচ্ছা। অভিনন্দন।

এখন হঠাৎ করে যদি তোমাদের সকলকে ডায়রেকশন দেওয়া হয় যে এখনই অশীর্ষী হয়ে যাও তো হতে পারবে নাকি দোলাচল হবে? কি? লাস্ট সময়ের এই অভ্যাস পাশ উইথ অনার বানিয়ে দেবে। তো এখন বাপদাদাও বলছেন যে এক সেকেন্ডে সকল কথাগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অশীর্ষী ভব। (ড্রিল) আচ্ছা।

চারিদিকের অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, পরমাত্ম পালনার অধিকারী আত্মারা, পরমাত্ম শিক্ষার অধিকারী, পরমাত্মা সঙ্গুরুর বরদানের অধিকারী, সদা দৃঢ়তার দ্বারা সফলতার অধিকারী, সদা অখণ্ড যোগী, অচল যোগী, সদা বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী, সদা সর্ব প্রাপ্তিগুলিকে ইমার্জ রূপে অনুভবকারী এইরকম বিশেষ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

এখন মুক্তবর্ষে নম্বর ওয়ান হলো মধুবন নিবাসী। ঠিক আছে? হতে পারে নাকি হওয়া কঠিন? (হ্যাঁ বাবা) তাহলে তো বাপদাদা মধুবন নিবাসীদেরকেও গোল্ডেন ব্যাজ দেবেন। মধুবন নিবাসীদেরকে ব্যাজ দেওয়া হবে, অন্য সবাইকে দেওয়া হয়েছে, মধুবন নিবাসীদেরকে মুক্ত বর্ষের প্রাইজ দেবেন। আচ্ছা তোমাদেরকে ব্যাজ দেবো। আচ্ছা।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে নেওয়া স্বতঃ আর সহজ যোগী ভব ব্রাহ্মণ জীবনে সকল বাচ্চাদের প্রতিগ্ণা হলো - “এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়”। যখন সংসারই হলো বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় তো স্বতঃ আর সহজযোগী স্থিতি সদা থাকবে। যদি দ্বিতীয় কেউ থাকে তাহলে পরিশ্রম করতে হবে। এখানে বুদ্ধি যেন না যায়, ওখানে যায়। কিন্তু এক বাবা-ই হলো সবকিছু তাহলে বুদ্ধি আর অন্য কোথাও যেতে পারবে না। এইরকম সহজযোগী, সহজ স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাবে। তার চেহারাতে আত্মিকতার ঔজ্জ্বল্য একরস একইরকম থাকবে।

স্নোগানঃ- বাবার সমান অব্যক্ত বা বেদেহী হওয়া - এটাই হলো অব্যক্ত পালনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - টিচার হলেন বিদেহী, তাই তোমাদেরকে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে, এই স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখনই তোমরা ঘরে চলে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে, কোন্ ধোঁকাতে কখনোই তোমরা আসবে না ?

*উত্তরঃ - আত্মার সাক্ষাৎকার হল, ঝলমলে রূপে দেখলে - এতে কোনো লাভ নেই, এমন নয় যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা বা বাবার দৃষ্টি পড়লেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে অথবা মুক্তি পেয়ে যাবে। তা কিন্তু নয়। এতে তো আরও ধোঁকায় থেকে যাবে। স্মরণের পরিশ্রম করো, এই পরিশ্রমেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। এমন নয় যে, বাবা দৃষ্টি দিলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি পড়ান, যোগও শেখান। যোগ করা কোনো কঠিন বিষয় নয়। বাচ্চারা যখন পড়ে, যোগ তো তখন টিচারের সঙ্গেই থাকে, আমাদের অমুক টিচার পড়াচ্ছেন - নিজের সমান বানানোর জন্য। এইম অবজেক্ট তো থাকেই। তারা মনে করে যে, আমরা এই নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছি। এখানে টিচার বলবেন না যে, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও। অটোমেটিক্যালি যিনি পড়ান, তাঁর সাথে যোগ লেগেই থাকে। সারাদিন তো তিনি পড়ান না। লৌকিক পড়া তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে এসেছে। অভ্যাস হয়ে গেছে। এখানে তো তোমাদের একদম নতুনই প্র্যাক্টিস হচ্ছে। ইনি কোনো দেহধারী টিচার নন। ইনি হলেন বিদেহী টিচার, যাঁর সাথে প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমরা মিলিত হও। তিনি নিজেই বলেন, আমি তোমাদের দেহধারী টিচার নই, তাই তোমাদের এই স্মরণ স্থায়ী হয় না। নিজেকে আত্মা মনে করে স্মরণ করতে হবে যে, আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা টিচার পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না পরীক্ষায় পাস করছ ততক্ষণ টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষায় পাস করে যাবে তখন ঘরে চলে যাবে। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই এই নাটক শেষ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এটা জানো যে, আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট নিহিত আছে যা আমাদের পালন করতে হবে। এটাও তোমরা এখন জানতে পেরেছো। পরে ওখানে তোমাদের এই কথা মনে থাকবে না। এখানে তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও। টিচার-ই বসে সম্পূর্ণ নলেজ বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, যা তোমাদের বুঝতে হবে আর স্মরণেও রাখতে হবে। প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন - মন্মনা ভব। 'মন্মনা ভব'-র অর্থও আছে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই শব্দটি সঠিক। বাবা নিজেই বলেন যে, আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় তো লাগেই। নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। লৌকিক পড়াতে যেমন অনেক বিষয় থাকে, যেমন - ইতিহাস, হিসেব - নিকেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি। ছাত্ররা বুঝতে পারে যে, আমরা কত নম্বর নিয়ে পাস হব। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এতো নম্বর নিয়ে পাস হবো। নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই না তো? অনেকেই লেখে যে, বাবা, মায়া বারেবারে ভুলিয়ে দেয়। মায়ার ঝড় অনেক আসে, ব্যর্থ চিন্তাও (বিকল্প) আসে। না বোঝার কারণে লেখে, বাবা, এতে পাপ লাগবে না তো? বাবা বলেন, না, পাপ তখনই হবে যখন কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা বিকর্ম করবে।

বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, বাচ্চাদের জ্ঞান তো আছেই, তারা এও জানে যে, বিষ্ণু আর কৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন চক্র কেন দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে অকাসুর, বকাসুরকে মেরেছিল। এখানে মারার তো কোনো কথাই নেই। এ তো হল নিজের পাপ কাটার কথা। শিববাবাকেও তো স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে তাই না। ওঁনার মধ্যে তো সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান রয়েছে। আত্মা বাবার থেকে এই জ্ঞান পেয়েছে যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়। স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপ ভস্ম করতে হবে। জ্ঞান ধারণ করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবার স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হয়। প্রত্যেকেরই নিজেদের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। এমন নয় যে, বাবা বসে দৃষ্টি দেবেন আর পাপ কেটে যাবে। বাবা বসে এমন কাজ করেন না। এমনিতে তো তিনি সকলকেই দেখবেন কিন্তু দেখলে বা জ্ঞান দিলেই বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবা তো পথ বলে দেন যে, এমন - এমন কর, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি শ্রীমত দেন। আত্মা, মনে কর বাবা এলেন - আত্মা মনে করে আমাদের দেখলেন। এমন নয় যে এতে আমাদের পাপ কেটে যাবে, তা নয়। পাপ কাটে নিজেদের পরিশ্রমে। বাবা যদি বসে এমন করেন তাহলে এ তো এক ব্যবসা হয়ে গেল। বাবা বোঝান যে, তোমরা এমনভাবে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শ্রীমতের দানই করেন। পরিশ্রম নিজের করতে হবে। অনেকেই মনে করে অমুক সাধু - সন্ন্যাসীর দৃষ্টিই সব। কৃপা - আশীর্বাদ নিতে নিতে নামতেই থাকে। তারা কি কৃপা করবে? তাঁরা তো তাঁদের ব্রহ্ম - মহাতত্ত্বকেই স্মরণ করে। বাবা তো পরিষ্কার ভাবেই রাস্তা বলে দেন যে, এমন এমন করো। এমন গায়নও আছে যে - নগ্ন

এসেছিলাম আবার নগ্নই যেতে হবে। এই গায়নও এই সময়েরই। বাবার ভাস্কর্য আবারও ভক্তিতে কাজে আসে। বাবা এখন বলছেন যে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা তো শ্রীমৎ দেন। ড্রামাতে এও তাঁর পার্ট। একেই সহায়তা বলো তোমরা, ড্রামা অনুসারে শ্রীমতের গায়নও আছে। বাবাকে মত দিতে হবে। তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। এমন নয় যে তিনি সাহায্য করে কর্মাক্রান্ত অবস্থায় নিয়ে যাবেন। তা নয়। এতে সময় লাগে। অনেক পরিশ্রমও করতে হয়। নিজেকে আত্মা মনে করার খুব সুন্দর অভ্যাস করতে হবে। বাস্তবে মায়েরা অনেক সময় পায়। পুরুষের কাজের নেশা থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে লটারী নিতে হবে। যাতে সমস্ত জং বের হয়ে যায়। অনেকে ভালো পুরুষার্থী এমন অনুভবও হয়। তারা চাটও রাখে। ভক্তিতে যেমন দু - তিন ঘণ্টা মানুষ আরাধনা করতে বসে যায়। বাণপ্রস্তু গুরু ইত্যাদি অনেকই করে থাকে কিন্তু তাদেরও এতো স্মরণ করে না, যতটা দেবতাদের স্মরণ করে। বাস্তবে দেবতাদের স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর না দেবতারা কখনো তা শেখান।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য নতুন কথা নয়, আর না লাখ বছরের কথা। বাবা তো তখনই আসেন যখন স্থাপনা আর বিনাশের কার্য আরম্ভ হয়। বাচ্চারা জানে যে, এই বিনাশ তো কল্পে কল্পে হয়ে থাকে। আগের কল্পেও হয়েছিলো। তোমরা এ কথাও লেখো যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এই বিনাশ হয়েছিল। বাবা তাঁর সাথে মিলনের যে পথ বলে দেন, এ কোনো নতুন কথা নয়। বাবা বলেন যে, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পথ বলে দিই। বাচ্চারা, তোমরা জান যে, এ আমাদের রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে। মানুষ যেই দেবতাদের পূজা করে, তাঁদের রাজ্য আবারও স্থাপন হচ্ছে। পাঁচ হাজার বছরের চক্র যা আবারও ঘুরতে থাকে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সকলেই মায়ার মতে চলছে। রাবণকে কেন জ্বালানো হয় এর অর্থ কিছুই জানে না। তোমাদের নাম হল স্বদর্শন চক্রধারী। এ হল তোমাদের এইম অবজেক্ট। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তিনি আত্মাদের দিয়েছেন। ড্রামার চক্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি এসে এই জ্ঞান দেন। বাবা এসেই এই কর্ম করা শেখান। এরপর বাম মার্গে যেতে শুরু করলেই রাত শুরু হয়ে যায়। এরপর আমরা নীচে নামতেই থাকি। সুখ কম হয়ে যায়। বাবার বুদ্ধিতে যেমন সম্পূর্ণ চক্র আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও সেই সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। বাকি তোমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা এইজন্যই তাঁকে ডাকো যে, বাবা তুমি এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো, এরপর জ্ঞানও তো চাই। তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। বাবা আসেন বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে। অন্য কাউকেই তিনি শেখাতে আসবেন না। মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে -- বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও। এখন তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছে। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী আবারও রিপিট হচ্ছে। এ কতো রহস্যময় কথা। মানুষ না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে জানে। আত্মা যে যেমন, তেমন তার পার্ট। তাও বাবাই বলে দেন। এ এক আশ্চর্য যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কি কি পার্ট ভরা আছে। শুনেই রোমাঞ্চিত হয়ে যায়। কারোর আবার আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। আত্মাকে ঝলমলে দেখা যায় কিন্তু তাতে কি লাভ? এখানে তো যোগ লাগতে হবে। মানুষ মনে করে, সাক্ষাৎকার হলো আর মুক্তি পেলাম। পাপ ভস্ম হয়ে গেল। এ তো আরো ধোকাতে থেকে যায়। বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন, তোমাদের আমি গুহ্য কথা শোনাই। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। ব্যস, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। টিচারকেও স্মরণ করতে হবে আর নলেজকেও স্মরণ করতে হবে। এই স্মরণ করতে করতে ড্রামা অনুসারে তোমরা কর্মাক্রান্ত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। যেমন বস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলে, ঠিক তেমনই যেতে হবে। তোমরা দৈবী সংস্কার নিয়েই যাও। ওখানে কোনো জ্ঞান থাকে না। একেই বলা হয় সহজ স্মরণ। যোগ শব্দে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। ওরা হল হঠযোগী। সহজ যোগ তো বাবা-ই শেখান। তোমরা আগে শুনেছিলে - গীতার ভগবান সহজ যোগ শিখিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে কেউ জানত না। একশো ভাগই ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ পতিত হয়ে গেছে। অনেক মত তৈরী হয়েছে। যারা গৃহস্থ জীবনে থাকে তাদের জন্যই এই গীতা শাস্ত্র। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের। আগে তোমাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল এখন সবাই অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন আবারও তোমাদের পবিত্র হতে হবে। বাবা হলেন চির পবিত্র। তিনি শ্রীমত দিতেই আসেন।

বাবা বলেন যে, এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রথমে সবাই সতোপ্রধান ছিল। আমরাও যেমন প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম তারপর তমোপ্রধান হয়েছি। যারাই প্রথমে আসেন, যেমন পোপ, পাদ্রী সকলেই প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর অ্যাডিশন হতে হতে সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তো জর্জরিভূত অবস্থায় রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পার যে, আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম আবার ক্রমানুসারে তমোপ্রধান হই। আবার সতোপ্রধান হতে হবে। ক্রমানুসারেই তোমরা হতে থাকবে। নাটকের নিয়ম অনুসারে। এই রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক কথাই আছে। বীজ যেমন জানে, কেমনভাবে গাছ বের হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন। বাগানের মালিকও তো তিনিই। তিনি জানেন, আমার বাগান কত সুন্দর ছিল। বাবার তো জ্ঞান আছে, তাই না। কত ফার্স্টক্লাস ঈশ্বরীয় বাগান ছিল।

এখন তো শয়তানের বাগান। রাবণ রাজ্যকে শয়তান বলা হয়। যেখানে সেখানে মহামারী লেগে আছে। এখন বাকি যেসব অ্যাটমিক বোম্ব রয়েছে, তাও তৈরী করে বসে আছে। সবাই বুঝতে পারে, এ কোনো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়, এতে অবশ্যই বিনাশ হতে হবে। বিনাশ যদি না হয় তাহলে সত্যযুগ কিভাবে আসবে। এ তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার কথা - যদিও দেখানো হয় - মহাভারী মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, পাঁচ পাণ্ডব বেঁচে গিয়েছিল। তাঁরাও পরে মারা গিয়েছিল কিন্তু রেজাল্ট কিছুই নেই। এই নাটকও বানানো হয়েছে যা বাবা বসে বোঝান। ভারতকেই লুণ্ঠন করেছিল, এখন আবার রিটার্ন দিচ্ছে। পরের দিকেও দিতে থাকবে। এও তোমরা জানো যে, বিনাশে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যখন রাজ্য ছিল তখন অন্য কারও রাজ্য ছিল না। হিন্দি অবশ্যই রিপিট হবে। ভারত আবার স্বর্গ হবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য আসবে। আমরা আবার এমন হবো। আর কোনো খন্ডের নাম সেখানে থাকবে না। এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়, এরপর লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব আসবে। আমরা আবার এমন হবো। বাবা বলেন, আমি আসি রাজযোগ শেখাতে। কল্প - কল্প অনেকবার তোমরা মালিক হয়েছেো। সারা বিশ্বে এদের রাজধানী ছিল। এরা অনেক জ্ঞানী। ওখানে ওদের উপদেষ্টা প্রমুখদের থেকে রায় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই নাটক বানানো আছে, আবার রিপিট হবে। কৃষ্ণের মন্দিরকে বলা হয় সুখধাম। শিববাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন। খ্রীষ্টানরা নিজেরাই বলে যে, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিল। প্রথমে এক ধর্ম ছিল তারপর অন্য ধর্ম এসেছে। বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের কিভাবে বাদশাহী দেন। বাবা এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন। এ কতো সহজ, কিন্তু তারাই বুঝতে পারবে যারা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে আগের কল্পে বুঝেছিল। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপকে ভস্ম করতে হবে। নজরে রেখো -- কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম যেন না হয়। কর্মভীতি হওয়ার স্বয়ং প্রচেষ্টা করো।

২) সাক্ষাৎকারের আশা রাখবে না। সাক্ষাৎকারে মুক্তি পাওয়া যায় না, পাপও কাটে না, সাক্ষাৎকারেও কোনো লাভ নেই। বাবা আর তাঁর জ্ঞানকে স্মরণ করলেই জং দূর হবে।

বরদানঃ:- চেহারার দ্বারা সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিগুলির অনুভব করিয়ে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব সঙ্গম যুগে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের বরদান হলো “সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব”। এইরকম বরদানী আত্মাদেরকে পরিশ্রম করতে হয় না। তাদের চেহারার জৌলুস বলে দেয় যে এরা কিছু পেয়েছে, এরা হলো প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা। কোনো কোনো বাচ্চার চেহারাকে দেখে সাধারণ মানুষ বলে এদের লক্ষ্য অনেক উঁচু, এরা অনেক ত্যাগ করেছে, ত্যাগ দেখা যায় কিন্তু ভাগ্য নয়। যখন সর্বপ্রাপ্তির নেশাতে থেকে নিজেদের ভাগ্য দেখাবে তখন সবাই সহজ আকৃষ্ট হয়ে এখানে আসবে।

স্নোগানঃ:- যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা আর এক মত-এর সংগঠন থাকবে, সেখানে সফলতা সমাহিত হয়েই আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা বাবার স্মরণের চিন্তন এবং জ্ঞানের বিচার সাগর মন্ডন করো তবেই নতুন নতুন পয়েন্টস্ বের হতে থাকবে, খুশিতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামায় সবচেয়ে বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ চমৎকার কার এবং কেন?

*উত্তরঃ - ১) সবথেকে বড় চমৎকার হলো শিববাবার, কারণ তিনি তোমাদের সেকেন্ডে পরী বানিয়ে দেন। এমন পড়াশোনা করান যার ফলে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। দুনিয়ায় এমন পড়াশোনা বাবা ব্যতীত আর কেউ পড়াতে পারে না। ২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা, হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া, এ হলো বাবার কাজ। সেইজন্য ঔঁনার মতন বিস্ময়কর চমৎকারী কার্য কেউ করতে পারে না।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা রোজ-রোজ বাচ্চাদের বোঝান আর বাচ্চারা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবার কাছ থেকে শোনে। যেমন বাবা হলেন গুপ্ত তেমনই জ্ঞানও হলো গুপ্ত, কারোরই বোধশক্তিতে আসে না যে আত্মা কি, পরমপিতা পরমাত্মা কি। বাচ্চারা, তোমাদের পাকাপাকিভাবে অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত যে আমরা হলাম আত্মা। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকেই শুনিয়ে থাকেন। এ'কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে আর পার্ট প্লে করতে হবে। তাছাড়া কাজকর্মাদি (ধান্ধা) তো করতেই হবে। কেউ ডাকলে তখন অবশ্যই নাম ধরেই ডাকবে। নাম-রূপ আছে তবেই তো বলতে পারে। যাকিছু করতে পারে। কেবল এ'কথা পাক্সা করতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা। সমস্ত মহিমা হলো নিরাকারের। যদি সাকারে দেবতাদের মহিমা থাকে তবে তাদেরকেও মহিমাযোগ্য বাবাই বানিয়েছেন। মহিমাযোগ্য ছিলেন, এখন পুনরায় বাবা মহিমাযোগ্য করে তুলছেন সেইজন্য নিরাকারেরই মহিমা রয়েছে। বিচার করা হয়ে থাকে, বাবার মহিমা কতখানি আর ঔঁনার সার্ভিস কতখানি। তিনি হলেন সমর্থ, তিনি সব কিছুই করতে পারেন। আমরা তো অত্যন্ত সামান্য মহিমা করে থাকি। ঔঁনার মহিমা তো অনেক। মুসলমানেরা বলে আল্লাহ্ মিঞা (ঈশ্বর) এ'ভাবে আঙুটা করেন। এখন আঙুটা রাখেন কার সামনে? বাচ্চাদেরকে আঙুটা করেন যারফলে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। আল্লাহ্ মিঞা কারোর উদ্দেশ্যে তো আঙুটা করেছিলেন, তাই না ! বাচ্চারা, তোমাদেরকেই বুঝিয়ে থাকেন, যা কারোরই জানা নেই। তোমরা এখন জেনেছো তারপর এই নলেজই হারিয়ে যাবে। বৌদ্ধরাও এ'ভাবেই বলবে, খ্রীষ্টানরাও এ'ভাবেই বলবে। কিন্তু কি আঙুটা করেছিলেন, তা কারোর জানা নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে অল্ক আর বে (ঈশ্বর এবং বাদশাহী) সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। আত্মারা বাবার স্মরণ ভুলতে পারেনা। আত্মা হলো অবিনাশী, তাই স্মরণও অবিনাশীই থাকে। বাবাও হলেন অবিনাশী। গাওয়া হয়ে থাকে, আল্লাহ্ মিঞা এ'রকম বলেছিলেন কিন্তু তিনি কে? কি বলতেন? তার কিছুই জানা নেই। আল্লাহ্ মিঞাকে পাথর-মাটির টুকরোয় বলে দিয়েছে তাহলে আর জানবে কিভাবে? ভক্তিমার্গে প্রার্থনা করে থাকে। এখন তোমরা বোঝো যে যারাই আসে, তাদেরকে সত্য, রজা, তমোতে আসতেই হবে। থ্রাইস্ট, বুদ্ধ যারাই আসেন, তাদের পিছনে সকলকেই নামতে হবে। উত্তরণের(চড়া) কোনো কথা নেই। বাবাই এসে সকলকে তোলেন। সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন একজনই। আর কেউ সদগতি করতে আসে না। মনে করো ক্রাইস্ট এসেছেন, কাউকে বসে বোঝাবেন ! এইসকল কথাগুলিকে বোঝার জন্য ভালো বুদ্ধি চাই। নতুন-নতুন যুক্তি বের করা উচিত, মেহনত করতে হবে, রত্ন বের করতে হবে সেইজন্য বাবা বলেন বিচার সাগর মন্ডন করে লেখো, তারপর পড়ো যে কি কি মিস হয়েছে ? বাবার যে পার্ট রয়েছে, তা চলতেই থাকবে। বাবা কল্প-পূর্বের নলেজ শুনিয়ে থাকেন। বাচ্চারা এ'কথা জানে যে যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন তাদের পিছনে পিছনে তাদের ধর্মাবলম্বীদেরকেও নিচে নামতে হবে। তারা কাউকে চড়াবে কিভাবে ? সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই হবে। প্রথমে হলো সুখ, পরে হলো দুঃখ। এই নাটক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বানানো রয়েছে। বিচারসাগর মন্ডন করার আবশ্যিকতা রয়েছে। ওরা কারোর সদগতি করতে আসে না। ওরা আসে ধর্ম স্থাপন করতে। জ্ঞানের সাগর হলেন একজন আর কারোর মধ্যে জ্ঞান নেই। ড্রামায় সুখ-দুঃখের খেলা তো সকলের জন্যই রয়েছে। দুঃখের থেকেও অধিক রয়েছে সুখ। ড্রামায় ভূমিকা পালন করেন তখন অবশ্যই সুখ থাকা উচিত। বাবার দুঃখ খোড়াই স্থাপন করবেন। বাবা তো সকলকে সুখ প্রদান করেন। বিশ্বের শান্তি চলে আসে। দুঃখধামে তো কখনো শান্তি থাকতে পারে না। শান্তি তখন পাওয়া যাবে যখন শান্তিধামে ফিরে যাবে। বাবা বসে বুঝিয়ে থাকেন। এ'কথা কখনো ভোলা উচিত নয় যে আমরা বাবার সঙ্গে রয়েছি। বাবা এসেছেন অসুর থেকে দেবতায় পরিণত করতে। এই দেবতার সদগতিতে থাকেন, তখন বাকি সমস্ত আত্মারা মূললোকে থাকে। ড্রামায় সবচেয়ে বড় চমৎকার হলো অসীম জগতের বাবার, যিনি তোমাদের পরী বানিয়ে দেন। পড়াশোনার

মাধ্যমে তোমরা পরী হয়ে যাও। ভক্তি মার্গে মনে করে কিছুই নেই, মালা জপ করতে থাকে। কেউ হনুমানকে, কেউ কাউকে স্মরণ করে, তাদের স্মরণ করে লাভ কি ? বাবা বলেছেন -- 'মহারথী', তখন ওরা বসে হাতীর উপর সওয়ারী দেখিয়ে দিয়েছে। এ'সব কথা বাবাই বোঝান। বড়-বড় ব্যক্তির কোথাও গেলে তখন কত সমারোহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়। তোমরা আর কাউকে অভ্যর্থনা করবে না। তোমরা জানো এই সময় সমগ্র বৃক্ষই জরাজীর্ণ। বিষের থেকেই জন্ম হয়। তোমাদের এখন ফিলিংস আসা উচিত যে সত্যযুগে বিষের কথা নেই।

বাবা বলেন -- আমি তোমাদেরকে পদ্মাপদমপতি বানিয়ে দিই। সুদামা পদ্মাপদমপতি হয়েছিল, তাই না ! সকলে নিজের জন্যই করে। বাবা বলেন এই পড়ার মাধ্যমে তোমরা কত উঁচু হয়ে যাও। ওই গীতা সকলেই শোনে, পড়ে। ইনিও পড়তেন কিন্তু যখন বাবা বসে শুনিয়েছেন তখন বিস্মিত হয়ে গেছেন। বাবার গীতার দ্বারাই সদগতি হয়েছে। মানুষেরা বসে-বসে এ'সব কি বানিয়েছে। বলে যে আল্লাহ মিঞা এ'রকম বলেছেন। কিন্তু বোঝে না কিছুই -- আল্লাহ কে? দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই ভগবানকে জানে না তাহলে যারা পরে আসে তারা কিভাবে জানবে। সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণী গীতাকেই ভুল করে দিয়েছে তাহলে আর বাকি শাস্ত্রগুলির কি হবে? বাচ্চারা, বাবা যা আমাদেরকে শুনিয়েছেন তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাবার থেকে শুনে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। পুরোনো দুনিয়ার হিসেব তো সকলকেই চুক্ত করতে হবে, তারপর আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। ওদেরও কিছু হিসেব-নিকেশ থাকবে তখন তা চুক্ত করতে হবে। আমরাই সর্বপ্রথমে যাই তারপর সর্বপ্রথমে আসি। বাকি সকলেই সাজা ভোগ করে হিসেব-নিকেশ চুক্ত করবে। এই কথার মধ্যে বেশি যেও না। প্রথমে তো নিশ্চয় করাও যে সকলের সদগতিদাতা হলেন বাবা। টিচার, গুরুও হলেন সেই অদ্বিতীয় বাবাই। তিনি হলেন অশরীরী। ওই আত্মায় কত জ্ঞান আছে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ঔনার কত মহিমা। তিনিও হলেন আত্মা। আত্মাই এসে শরীরে প্রবেশ করে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্যতীত কেউই আত্মার মহিমা করতে পারে না। আর সকলেই দেহধারীদের মহিমা কীর্তন করবে। ইনি হলেন সুপ্রিম আত্মা। শরীর বিহীন আত্মার মহিমা একমাত্র নিরাকার বাপ ব্যতীত আর কারোর হতে পারে না। আত্মাতেই জ্ঞানের সংস্কার রয়েছে। বাবার মধ্যে কত জ্ঞানের সংস্কার রয়েছে। প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর..... এগুলো কি আত্মার মহিমা ? কোনো মানুষের এরকম মহিমা হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম স্থানাধিকারী প্রিন্স। বাবাই এসে বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন সেই জন্য ঔনার মহিমা গায়ন করা হয়ে থাকে। শিব-জয়ন্তী হলো হীরেতুল্য। ধর্ম-স্বাপকেরা আসে, কি করে ? মনে করো থ্রাইস্ট এসেছে, সেই সময় খ্রিস্টানরা তো থাকে না। কাকে কি নলেজ দেবে? তখন বলবে চালচলন ভালো করো। এ তো অনেক মানুষই বোঝাতে থাকে। এছাড়া সদগতির নলেজ কেউ দিতে পারে না। তাদের নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যো, রজো, তমোতে আসতেই হবে। এলেই খ্রীষ্টানদের চার্চ কিভাবে নির্মিত হবে? যখন অনেক হয়ে যাবে, ভক্তি শুরু হবে তখন চার্চ নির্মাণ করবে। তারজন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্যও অর্থ চাই। সেইজন্য বাবা বুমিয়ে থাকেন, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষ। বৃক্ষ কখনো লক্ষ লক্ষ বছরের হয় কি ? হিসেব করা যায় না। বাবা বলেন -- হে বাচ্চারা, তোমরা কত অবুঝ ছিলে। এখন তোমরা বোধসম্পন্ন হয়ে যাও। প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে আসো, রাজ্য করার জন্য। ওরা তো একলা আসে, তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে। বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হলো দেবী-দেবতা, তার থেকে আবার তিনটি টিউব বের হয়। তারপর ছোট ছোট মঠ-পন্থ আসে। বৃদ্ধি হতে থাকে তারপর তার কিছু মহিমাও হয়। কিন্তু লাভ কিছুই নেই। সকলকে নিচে আসতেই হবে। তোমাদের এখন সমগ্র নলেজ প্রাপ্ত হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে -- গড ইজ নলেজফুল। কিন্তু নলেজ কি -- তা কারোর জানা নেই। এখন তোমরা নলেজ পাচ্ছে। ভাগ্যশালী রথ তো অবশ্যই চাই। বাবা সাধারণ শরীরে আসেন, তখনই ইনি ভাগ্যশালী হন। সত্যযুগে সকলেই পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হয়। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, যার দ্বারা তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হয়ে যাও। জ্ঞান তো একবারই প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে তো ধাক্কা খেতে থাকে, অন্ধকার রয়েছে। জ্ঞান হলো দিন, দিনে ধাক্কা খায় না। বাবা বলেন অবশ্যই ঘরে গীতা পাঠশালা খোলো। এমন অনেকেই আছে যারা বলে আমরা তো (জ্ঞান) গ্রহণ করি না, অন্যদের জন্য জায়গা দিয়ে থাকি। সেও ভালো।

এখানে অত্যন্ত সাইলেন্স থাকা উচিত। এ হলো হোলিয়েস্ট অফ হোলি ক্লাস। যেখানে শান্তিতে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। এখন আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। সেইজন্য বাবাকে অতি প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে ২১ জন্মের জন্য তোমরা সুখ-শান্তি দুই-ই পাও। অসীম জগতের বাবা হলেন অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদানকারী। তাহলে এ'রকম বাবাকে ফলো করা উচিত ! অহংকার আসা উচিত নয়, তা পতন ঘটায়। অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন অবস্থা চাই। হঠ (অহংকার) নয়, দেহ-অভিমানকে হঠ বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। দেবতার কত মিষ্টি, কত আকর্ষণ করে। বাবা তোমাদের এইরকম বানিয়ে দেন। তাহলে এ'রকম বাবাকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। বাচ্চাদের তাহলে এ'কথা বারবার স্মরণ করে প্রফুল্লিত থাকা উচিত। ঔনার তো নিশ্চয় আছে যে আমি শরীর ত্যাগ করে এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ)

হবে। এইম অবজেক্টের চিত্র সর্ব প্রথমে দেখতে হবে। ওরা তো হলো শিক্ষাদানকারী দেহধারী টিচার। এখানে শিক্ষাদানকারী হলেন নিরাকার বাবা, যিনি আত্মাদের পড়ান। এই চিন্তন করলেই আনন্দ হয়। এঁনার এই নেশা থাকতো যে ব্রহ্মাই বিষ্ণু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা কিভাবে হয় ? এই আশ্চর্যজনক কথাগুলি তোমরাই শুনে ধারণ করে তারপর শোনাও। বাবা তো সকলকেই বিশ্বের মালিক করে দেন। এছাড়া একথা তো বুঝতে পারে যে রাজত্বের উপযুক্ত কে কে হবে। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চাদের উপরের দিকে তুলে নিয়ে যাওয়া। বাবা সকলকেই বিশ্বের মালিক করে দেন। বাবা বলেন আমি বিশ্বের মালিক হই না। বাবা এই মুখের দ্বারা বসে নলেজ শুনিয়ে থাকেন। আকাশবাণী বলে কিন্তু অর্থ বোঝেনা। প্রকৃত আকাশবাণী তো হলো এ'টাই, যা বাবা উপর থেকে এসে এই গো-মুখের দ্বারা শুনিয়ে থাকেন। এই মুখের দ্বারা বাণী নিঃসৃত হয়।

বাচ্চারা অত্যন্ত মিষ্টি । বলে বাবা আজ টোলি (ভোগ) খাওয়াও। অনেক টোলি রয়েছে বাচ্চারা । ভালো বাচ্চারা বলবে আমরা হলাম বাচ্চাও আবার সার্ভেন্টও। বাচ্চাদের দেখে বাবার অত্যন্ত খুশি হন। বাচ্চারা জানে যে সময় অতি অল্প রয়েছে। এতো যে বোমা বানানো হয়েছে, তা এমনভাবে ফেলে দেবে কি? যা কল্পপূর্বে হয়েছিল তা পুনরায় হবে। মনে করে বিশ্বে শান্তি হোক। কিন্তু এ'ভাবে তো হতে পারে না। বিশ্বে শান্তি তোমরা স্বপন করো। তোমরাই বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ পাও। প্রদানকারী হলেন বাবা। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। শারীরিক বলের দ্বারা বিশ্বের বিনাশ হয়। সাইলেন্সের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থা অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন করতে হবে। বাবাকে ফলো করতে হবে। কোনো কথায় অহংকার দেখানো উচিত নয়। দেবতাদের মতন মিষ্টি হতে হবে।

২) সদা প্রফুল্লিত হয়ে থাকার জন্য জ্ঞানকে স্মরণ করতে থাকো। বিচার সাগর মন্ডন করো। আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, আবার সার্ভেন্টও -- এই স্মৃতির দ্বারা সেবায় তৎপর থাকো।

বরদান:- 'মন্মনাভব'-র সাথে 'মধ্যাজীভব' মন্ত্রের স্বরূপে স্থিত থাকা মহান আত্মা ভব বাচ্চারা, তোমাদের 'মন্মনাভব'-র সাথে 'মধ্যাজীভব'-রও বরদান রয়েছে। নিজেদের স্বর্গের স্বরূপ স্মৃতিতে রাখা -- একেই বলা হয় 'মধ্যাজীভব'। যে নিজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি গুলির নেশায় থাকে, সে-ই 'মধ্যাজীভব' মন্ত্রের স্বরূপে স্থির থাকতে পারে। যে 'মধ্যাজীভব', সে 'মন্মনাভব' তো হবেই। এ'রকম বাচ্চাদের প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি বাণী আর প্রতিটি কর্ম মহান হয়ে যায়। স্মৃতি স্বরূপ হওয়া মানেই মহান আত্মা হওয়া।

স্নোগান:- খুশি হলো তোমার স্পেশাল ঐশ্বর্য (খাজানা), এই ঐশ্বর্যকে কখনো ত্যাগ ক'রো না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতবাসীদেরকে প্রমাণ করে বোঝাও যে শিব জয়ন্তী-ই হলো প্রকৃত গীতা জয়ন্তী। গীতার দ্বারাই পরবর্তীকালে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়”

- *প্রশ্নঃ - যে কোনো ধর্ম কোন্ মুখ্য বিষয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়? কোন্ কার্য অন্যান্য ধর্ম স্থাপকেরা করে না, কিন্তু বাবা করেন?
- *উত্তরঃ - যেকোনো ধর্ম স্থাপনের জন্য পবিত্রতার শক্তির প্রয়োজন। সকল ধর্মই পবিত্রতার শক্তির দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোনো ধর্ম স্থাপক-ই কাউকে পবিত্র বানায় না। কারণ, যখন ধর্ম-স্থাপন হয় তখন মায়ার রাজত্ব চলে অর্থাৎ সবাইকে পতিত হতেই হবে। পতিতদেরকে পবিত্র বানানো কেবল বাবার-ই কর্তব্য। তিনিই পবিত্র হওয়ার শ্রীমৎ দেন।
- *গীতঃ- এই পাপের দুনিয়ার থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন বুঝে গেছে যে কাকে পাপের দুনিয়া বলে, আর কাকে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া বলে। বাস্তবে এই ভারত-ই হলো পাপের দুনিয়া এবং এই ভারত-ই পরবর্তীকালে পুণ্যের দুনিয়া বা স্বর্গ হয়। ভারত-ই এক সময়ে স্বর্গ ছিল এবং ভারত-ই এখন কাম-চিন্তাতে জ্বলে পুড়ে নরক হয়ে গেছে। ওখানে তো কাম-চিন্তা থাকবেই না, তাই কেউই কাম-চিন্তায় পুড়বে না। এমন নয় যে সত্যযুগেও কাম-চিন্তা ছিল। এটা তো বোঝার ব্যাপার। সবার আগে প্রশ্ন ওঠা উচিত যে, ভারত আজ এত পতিত-দুঃখী হয়ে গেছে, সেই ভারত নিশ্চয়ই কখনো পবিত্র-সুখী ছিল। বলা হয় আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম ছিল। কিন্তু আদি-সনাতন ধর্ম কাকে বলা যাবে? আদি মানে কি, আর সনাতন মানেই বা কি ? আদি মানে সত্যযুগ। সেই সত্যযুগে কারা ছিল? এটা তো সবাই জানে যে তখন লক্ষ্মী-নারায়ণই ছিল। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই কারোর সন্তান ছিল এবং পরবর্তী কালে সত্যযুগের মালিক হয়েছিল। ওরা সত্যযুগের স্থাপক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ছিল। কিন্তু এখন আর নিজেদেরকে তাঁর সন্তান বলে ভাবে না। যদি সন্তান বলে মনে করত, তাহলে তো বাবাকে জানত। কিন্তু বাবাকেই জানে না। গীতাতে তো হিন্দু ধর্মের উল্লেখই নেই। গীতাতে তো ভারতভূমির নাম রয়েছে এবং এটাকেই হিন্দু মহাসভা বলা হয়। শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা হল সকল শাস্ত্রের জননী। গীতা জয়ন্তী এবং শিব জয়ন্তী দুটোই পালন করা হয়। কিন্তু শিব জয়ন্তী কবে হয়েছিল, সেটা তো জানতে হবে। তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছো যে শিব জয়ন্তীর পরেই গীতা জয়ন্তী হয়। গীতা জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। গীতা জয়ন্তীর দ্বারা-ই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়। এই গীতা জয়ন্তীর সাথে মহাভারতের যুদ্ধেরও কানেকশন রয়েছে। ওতে যুদ্ধের কথা আছে। লেখা আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন ধরনের সেনা ছিল - যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব। যাদবরা মুশল (মিসাইল) আবিষ্কার করে। সেখানে মদ্যপান করে আর মুশল ছাড়ে। তোমরা জানো যে এখন ঐরকম মুশল আবিষ্কৃত হচ্ছে। ওরা নিজেদের বংশকেই ধ্বংস করার জন্য একে অপরকে হুমকি দিচ্ছে। ওরা সবাই খ্রীস্টান। ওই ইউরোপ নিবাসীরাই হলো যাদব। সেটা হলো আরেকটা সভ্য। নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই ওদের বিনাশ হয়। গোটা ইউরোপের-ই এই অবস্থা হয়। এর মধ্যে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকলেই আছে। এখানে আছে পাণ্ডব এবং কৌরবরা। কৌরবদেরও বিনাশ হয়েছিল। কেবল পাণ্ডবরাই বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো - যিনি সহজ যোগ এবং জ্ঞান শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানিয়েছেন, সেই গীতার ভগবান আসলে কে? তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন? কিন্তু কৌরবরা তো কলিযুগে ছিল। কৌরব এবং পাণ্ডবদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসবে কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী পালন করা হয়। তিনি তো সত্যযুগের শুরুতে ছিলেন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরে ত্রেতাযুগে ছিলেন ১৪ কলাযুক্ত রাম। কৃষ্ণ হলেন রাজাদের রাজা বা প্রিন্সদের প্রিন্স। বিকারী প্রিন্সরাও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে। কারণ তারা জানে যে ইনি হলেন সত্যযুগের ১৬ কলা সম্পূর্ণ প্রিন্স, আর আমরা হলাম বিকারী প্রিন্স। প্রিন্সরাও নিশ্চয়ই এইরকম বলবে। এখন পুনরায় শিব জয়ন্তী আসছে। সবথেকে বড় মন্দির তো তাঁর-ই রয়েছে। ওটা হল নিরাকার শিববাবার মন্দির। তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে তো দেবতা বলা হয়। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। আর কয়েকদিন পরেই শিবরাত্রি। এটা সবাইকে প্রমাণ করে বোঝাতে হবে যে ভগবান শিবকেই জ্ঞানের সাগর অথবা দুনিয়াকে পবিত্র করতে সক্ষম পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। গান্ধীজিও এইরকম মহিমা করতেন। কিন্তু তিনি কখনো কৃষ্ণের নাম নিতেন না। সুতরাং আসল প্রশ্নটা হল - শিব জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে, নাকি কৃষ্ণ জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে? কৃষ্ণ জয়ন্তী তো সত্যযুগে হয়। কিন্তু শিব জয়ন্তী কবে হয় সেটা কেউই জানে না। শিববাবা তো হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি সঙ্গমযুগে নুতন দুনিয়ার রচনা করেছিলেন। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের রাজত্ব ছিল।

তাহলে নিশ্চয়ই আগে শিব জয়ন্তী হয়। যেসকল ব্রাহ্মণকুলভূষণ বাম্ভারা সেবারত থাকে, তাদেরকে এটা নিয়ে বুদ্ধি খাটাতে হবে যে কিভাবে ভারতবাসীদেরকে প্রমাণ করে বোঝাব যে শিব জয়ন্তী-ই হল আসল গীতা জয়ন্তী। এরপর এই গীতার দ্বারা-ই শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি রাজাদের রাজা, তার জয়ন্তী হয়। কৃষ্ণ হলেন পবিত্র দুনিয়ার রাজা। ওখানে তার রাজত্ব ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েই গীতা শোনায়নি। তাছাড়া সত্যযুগে তো ঐরকম মহাভারতের যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এটা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই হয়েছিল। বাম্ভারা, তোমাদেরকে এই বিষয়টা নিয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। পাণ্ডব এবং কৌরবদের সভা সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডব-পতি রূপে দেখানো হয়েছে। মানুষ মনে করে, সেই হয়তো সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শিখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এইরকম কোনো যুদ্ধ হয়নি। পরমপিতা পরমাত্মা যাদেরকে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তারাই বিজয়ী হয়েছিল। তারাই ২১ জন্মের জন্য সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হয়ে যায়। তাই আগে এই হিন্দু মহাসভাকে বুঝতে হবে। আরও অনেক সভা রয়েছে। যেমন - লোকসভা, রাজ্যসভা। কিন্তু মুখ্য হল এই হিন্দু মহাসভা। যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব নামক এই তিন রকম সৈন্য এই সঙ্গমযুগেই তৈরি হয়েছে। এখন সত্যযুগের স্থাপন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রস্তুতি চলছে। গীতাজ্ঞান নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কার পক্ষে সঙ্গমযুগে আসা সম্ভব? কৃষ্ণের পক্ষে তো আসা সম্ভব নয়। সে কেন শুধু-শুধু পবিত্র দুনিয়া ছেড়ে এই পতিত দুনিয়াতে আসবে। তাছাড়া কৃষ্ণ তো এখন এখানে নেই। তোমরা জানো যে কৃষ্ণ এখন তার ৮৪তম জন্মে রয়েছে। কিছু লোক আবার বিশ্বাস করে যে কৃষ্ণ হল সর্বব্যাপী, ডাকলেই হাজির হয়ে যায়। কৃষ্ণের ভক্তরা তো বলে যে সব জায়গায় কেবল কৃষ্ণই বিরাজমান। কৃষ্ণই এইরকম রূপ ধারণ করেছে। যারা রাধাপন্থী, তারা বলবে রাধা-ই সকল স্থানে বিরাজমান, আমিও রাধা - তুমিও রাধা। অনেক রকম মত বেরিয়েছে। কেউ বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কেউ বলে কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, কেউ বলে রাধা সর্বব্যাপী। বাবা এখন তোমাদের মতো বাম্ভাদেরকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। তাই তোমাদের মতো বাম্ভাদেরকেও তিনি সেই অথরিটি দিচ্ছেন যে কিভাবে সবাইকে বোঝাতে হবে। হিন্দু মহাসভার লোকদেরকে বোঝাও। ওরাই এইসব বিষয় বুঝতে পারবে। ওরা নিজেদেরকে ধর্মীয় মনোভাবের মানুষ বলে মনে করে। গভর্নমেন্ট তো কোনো ধর্মকেই মানে না। ওরা নিজেরাই সংশয় মনোভাবাপন্ন হয়ে গেছে। কেবল পরমাত্মা শিব-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। আর কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তিনি সম্মুখে এসে জ্ঞান দিলেই রাজত্ব স্থাপন হয়। একবার রাজত্ব স্থাপন হয়ে গেলে, বাবা পুনরায় সম্মুখে আসবেন যখন আমরা সেই রাজত্ব হারিয়ে ফেলবো। সুতরাং তোমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে পরমাত্মা শিব-ই হলেন জ্ঞানের সাগর এবং শিব জয়ন্তী-ই হলো প্রকৃত গীতা জয়ন্তী। এটা নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে যাতে কৃষ্ণের কথা মানুষের বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। নিরাকার শিব পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। যত রকম শাস্ত্র রয়েছে, সবগুলোই মানুষের মত অনুসারে, মানুষের দ্বারা বানানো হয়েছে। বাবার তো কোনো শাস্ত্র নেই। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের সামনে এসে তোমাদেরকে ভিত্তি থেকে রাজকুমার বানিয়ে দিই এবং তারপর আমি চলে যাই। কেবল আমিই তোমাদেরকে সামনে এসে এই জ্ঞান শোনাতে পারি। দুনিয়ায় যারা গীতা শোনায়, তারাও হয়তো গীতা পাঠ করে, কিন্তু সেখানে তো সম্মুখে ভগবান থাকেন না। বলা হয় - গীতার ভগবান সকলের সম্মুখে ছিলেন এবং স্বর্গ রচনা করে চলে গেছেন। কিন্তু দুনিয়ায় যে গীতা পাঠ করা হয়, সেটা শুনলে কি কেউ স্বর্গবাসী হতে পারে? মৃত্যুর সময়েও মানুষকে গীতাই শোনানো হয়, অন্য কোনো শাস্ত্র শোনানো হয় না। মানুষ মনে করে গীতার দ্বারা তো স্বর্গের স্থাপন হয়েছিল, তাই গীতা-ই শোনায়। সুতরাং সকল গীতা অভিন্ন হওয়া উচিত। অন্যান্য ধর্মগুলো তার পরে এসেছে। অন্য কেউই এইভাবে বলতে পারবে না যে তুমি স্বর্গবাসী হবে। মানুষকে গঙ্গাজল-ই খাওয়ানো হয়। যমুনার জল খাওয়ানো হয় না। যত মহিমা, সব কেবল গঙ্গাজলের। অনেক বৈষ্ণব সেখানে যায় আর বোতল ভর্তি করে গঙ্গাজল নিয়ে আসে। তারপর সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মিশিয়ে পান করে যাতে সব রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা-ই ২১ জন্মের জন্য দুঃখের অবসান হয়। তোমাদের মতো চৈতন্য জ্ঞান গঙ্গাতে স্নান করলেই মানুষ স্বর্গবাসী হয়। তাই পরবর্তী কালে নিশ্চয়ই এইরকম জ্ঞান গঙ্গা তৈরি হবে। জলের নদী তো সবদিন-ই রয়েছে। জল থেয়ে কি কেউ কখনো দেবতা হয়ে যায় ? এখানে কেউ যদি একটুও জ্ঞান শোনে, তাহলেই স্বর্গের দাবীদার হয়ে যায়। এরা হল জ্ঞানের সাগর শিববাবার জ্ঞানগঙ্গা। শিববাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ গীতা জ্ঞান দাতা, কৃষ্ণ নয়। সত্যযুগে একজনও পতিত মানুষ থাকবে না যাকে জ্ঞান দিতে হবে। ভগবান এসেই এইসকল কথা বোঝান। অর্জুন বা সঞ্জয়ের নাম খুবই বিখ্যাত। যারা লিখেছে তারা খুব ভালো লেখক। লেখার জন্য নিমিত্ত হয়েছে। এখন শিব জয়ন্তী আসছে। তাই এই কথাগুলো বড় বড় হরফে লিখতে হবে। শিববাবা হলেন নিরাকার। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর অথবা কল্যাণকারী বলা হয়। পরমাত্মা শিববাবা-ই জ্ঞান দান করেন এবং করুণা করেন। এই জ্ঞান দেওয়াটাই হল করুণা করা। শিক্ষক করুণা করে শিক্ষা দিলে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়ে যায়। সত্যযুগে কল্যাণ করার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং সবার আগে এইটা প্রমাণ করতে হবে যে নিরাকার জ্ঞানের সাগর শিব জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে, নাকি সত্যযুগের শরীর-ধারী

কৃষ্ণ জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে? বাম্ভারা, এটাই তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে।

তোমরা জানো যে, যতজন পয়গম্বর (ঈশ্বরের দূত বা ধর্ম স্থাপক) আসে, তারা কেউই মানুষকে পবিত্র বানায় না। দ্বাপরযুগ থেকে মায়ার রাজত্ব চলে। তাই সকলেই পতিত হয়ে যায়। তারপর যখন মানুষ নাজেহাল হয়ে যায়, তখন ফেরত যেতে চায়। যে ধর্মের স্থাপন করা হয়, সেটাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পবিত্রতার বলের দ্বারা-ই ধর্ম স্থাপন হয়। কিন্তু তারপরে অপবিত্র তো হতেই হবে। মুখ্য ৪টে ধর্ম রয়েছে। পরবর্তী কালে এইগুলো থেকেই বৃদ্ধি হয়। শাখা প্রশাখা বের হয়। শিব জয়ন্তী এবং গীতা জয়ন্তীর এই সম্পর্ক প্রমাণিত হলে বাকি শাস্ত্র গুলোর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কারণ সেগুলো সব মনুষ্য-সৃষ্ট। বাস্তবে গীতা-ই হল এই ভারতের একমাত্র শাস্ত্র। মোস্ট বিলাভেড বাবা কতই না সহজ ভাবে বোঝান। তাঁর মত হল সর্বশ্রেষ্ঠ মত। তাই তোমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে নিরাকার জ্ঞান সাগরের জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা উচিত, নাকি সত্যযুগের শরীর-ধারী শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা উচিত? এর জন্য বড় কনফারেন্স-এর আয়োজন করতে হবে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেলেই সকল পন্ডিত ব্যক্তির তোমাদের কাছে আসবে আর নিজেদের জীবনে এই লক্ষ্যকে ধারণ করবে। শিব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কিছু না কিছু তো করতেই হবে, তাই না? হিন্দু মহাসভার লোকদের বোঝাও। ওদের সংগঠন অনেক বড়। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সভা কেবল এই সঙ্গমযুগেই হয়। আর অন্য কখনো সভা হয় না। আগে তো এটাই প্রমাণ করতে হবে যে বাস্তবে এই ব্রাহ্মণদের সভা অথবা পাণ্ডবদের সভাই হলো আদি সনাতন সভা। পাণ্ডবরাই জয়ী হয়েছিল এবং স্বর্গবাসী হয়েছিল। এখন কোনো সভাকেই আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের সভা বলা যাবে না। ওদের কেবল সার্বভৌমত্ব রয়েছে। আগের কল্পের সঙ্গমেও এইরকম সভা ছিল। এদের মধ্যেই পাণ্ডবদের একটা সভা ছিল যাকে আদি সনাতন ব্রাহ্মণদের সভা বলা হয়। কেউই এইসব কথা জানে না। কৃষ্ণের নাম থেকে ব্রাহ্মণ শব্দটা আসেনি। ব্রহ্মার সাথেই ব্রাহ্মণ কুলের সম্বন্ধ রয়েছে। ব্রহ্মার নাম থেকেই তোমরা ব্রাহ্মণ সভা বলো। এইসব বিষয় যে বোঝাবে, তাকেও অনেক বুদ্ধিমান হতে হবে। এরজন্য জ্ঞানের ভিত মজবুত হতে হবে। নিরাকার শিববাবা-ই হলেন গীতা-জ্ঞান-দাতা এবং দিব্য-দৃষ্টি-বিধাতা। এইসব কথা ধারণ করতে হবে এবং তারপর কনফারেন্স-এর আয়োজন করতে হবে। যারা মনে করে যে আমি প্রমাণ করে বোঝাতে পারব, তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনা করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রেও মেজর, কমান্ডার ইত্যাদিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এখানে যারা মহারথী, তাদেরকে কমান্ডার বলা হবে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর এবং ডায়রেক্টর। তিনি স্বর্গের রচনা করেন এবং ডাইরেকশন দেন যে মহাসভা তৈরি করে এইসব বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখো। গীতার ভগবান আসলে কে? - এটা প্রমাণিত হয়ে গেলেই সবাই বুঝবে যে তাঁর সাথেই যোগযুক্ত হতে হবে। বাবা বলছেন, আমি তো গাইড রূপে এসেছি। কিন্তু তোমাকেও তো ওড়ার যোগ্য হতে হবে। ডানাগুলোকে মায়া ভেঙে দিয়েছে। যোগের দ্বারা-ই তোমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে যাবে এবং উড়তে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের অমৃতধারা দান করে সবাইকে নিরোগী বা স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করতে হবে। মানুষকে দেবতা বানাতে হবে। বাবার মতো মাস্টার দয়ার সাগর হতে হবে।

২) জ্ঞান এর পরাকাষ্ঠার দ্বারা বুদ্ধিমান হয়ে শিব জয়ন্তী-তে এটা প্রমাণ করতে হবে যে শিব জয়ন্তী-ই হলো প্রকৃত গীতা জয়ন্তী এবং গীতা জ্ঞানের দ্বারা-ই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

বরদানঃ:- দিনচর্যার প্রত্যেক কর্মে যথার্থ আর যুক্তিযুক্ত হয়ে চলা পূজা, পবিত্র আত্মা ভব পূজা, পবিত্র আত্মার লক্ষণ হলো - তার প্রত্যেক সংকল্প, বাণী, কর্ম আর স্বপ্ন যথার্থ আর যুক্তিযুক্ত হবে। প্রত্যেক সংকল্পের অর্থ থাকবে। এমন নয় যে উল্টো পাল্টা বলে দিলে, মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, করে ফেললে, হয়ে গেলো। পবিত্র আত্মা সর্বদা দিনচর্যার প্রতিটি কর্মে যথার্থ, যুক্তিযুক্ত থাকে, সেইজন্য তাদের প্রত্যেক কর্মের পূজা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিনচর্যার পূজা হয়। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত ভিন্ন-ভিন্ন কর্মের দর্শন হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ:- সূর্য বংশী হওয়ার জন্য সদা বিজয়ী আর একরস স্থিতি বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শত্রু রূপী মায়া তোমাদের সামনে রয়েছে, সেইজন্যই নিজেকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, যদি চলতে-চলতে মায়াতে ফেঁসে যাও তাহলে ভাগ্যে রেখা টেনে দেবে"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ রাজযোগী বাচ্চাদের মূখ্য কর্তব্য কোনটি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা করা আর পড়াশোনা করানো এটাই তোমাদের মূখ্য কর্তব্য। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে রয়েছে। তোমাদের কোনো জঙ্গলে যেতে হয়না। ঘর গৃহস্থে থেকে শান্তিতে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অঙ্ক (ঈশ্বর) আর বে (বাদশাহী) এই দুটো শব্দের মধ্যেই তোমাদের সম্পূর্ণ পঠন-পাঠন এসে যায়।

ওম্ শান্তি। বাবাও ব্রহ্মার দ্বারা বলতে পারেন যে বাচ্চারা ওড মর্নিং। এরপর কিন্তু বাচ্চাদেরও রেসপন্স দিতে হয়। এখানে হলো শুধুই বাবা আর বাচ্চাদের কানেকশন। নতুন যারা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিপক্ব না হবে, কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। এখানে হলো ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন, ভগবানুবাচও লেখা রয়েছে। ভগবান হলেন নিরাকার। এই বাবা খুব ভালোভাবে পাক্সা (বিচক্ষণ) করে তোলেন, কাউকে বোঝানোর জন্য। কেননা অন্যদিকে মায়ার প্রবল জোর রয়েছে। এখানে এটা নেই। বাবা তো বোঝেন যারা কল্প পূর্বে উত্তরাধিকার নিয়েছিল তারা নিজেরাই আসবে। এমন নয় যে অমুকে যাতে চলে না যায়, একে ধরে রাখো। চলে গেলে চলে যাবে। এখানে তো জীবিত থেকেও মৃত হওয়ার কথা। এখানে বাবা অ্যাডপ্ট করেন। অ্যাডপ্ট করা হয় উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বাচ্চারা মা-বাবার কাছে আসেই উত্তরাধিকারের লোভে। সাহকারের সন্তান কখনও কি গরিবের কাছে অ্যাডপ্ট হবে? এতো ধন দৌলত ইত্যাদি সব ছেড়ে কিভাবে যাবে। অ্যাডপ্ট করে বিত্তবান। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। কেন তাঁর হবে না। কোনও না কোনও জিনিসের প্রতি লোভ তো থাকেই। যত বেশি পঠন-পাঠন করবে ততই লোভ হবে। তোমরাও জানো বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন অসীমিত উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বাবাও বলেন আমি তোমাদের সবাইকে আবারও ৫ হাজার বছর আগের মতোই অ্যাডপ্ট করি। তোমরাও বল যে বাবা আমরা তোমার। ৫ হাজার বছর আগেও তোমার হয়েছিলাম। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছে। প্রজাপিতাও প্রসিদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হবে দেবতা হতে পারবে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই চক্র ঘুরতে থাকে - আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি এরপর দেবতা হতে হবে। সত্যযুগে আমরা রাজ্য করব। সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধিতে না বসলে তখন চলে যায়। কিছু বাচ্চা আছে যারা নিচে নেমে যায়, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। মায়া রূপী শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে। বাবা ক্ষণে-ক্ষণেই সাবধান করেন, মায়াতে ফেঁসে যেও না, তা না হলে নিজের ভাগ্যে রেখা টেনে দেবে। বাবাই জিজ্ঞাসা করতে পারেন আগে কখন মিলিত হয়েছে? এইকথা আর কারো জিজ্ঞাসা করার সাহসই হবে না। বাবা বলেন আমাকেই পুনরায় গীতা শোনাবার জন্য আসতে হয়। এসে রাবণের জেল থেকে তোমাদের ছাড়াতে হয়। বেহদের বাবা বেহদের কথা বুঝিয়ে বলেন। এখন হলো রাবণ রাজ্য, পতিত রাজ্য যা অর্ধেক কল্প ধরে শুরু হয়েছে। রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর ৪ ভূজা দেখানো হয়েছে। এরকম কোনো মানুষ হয়না। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানো হয়েছে। এখানে এইম অবজেক্ট আছে, বিষ্ণু দ্বারা পালনা হয়। বিষ্ণুপূরীকে কৃষ্ণপূরীও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের তো দুটো বাহুই দেখাবে তাইনা। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। বাবা প্রতিটি বিষয় বুঝিয়ে বলেন। ওসবই হলো ভক্তি মার্গ। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, তোমাদের এইম অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। এই গীতা পাঠশালা হচ্ছেই জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য। এতে ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবকে রুদ্রও বলা হয়। এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন এই জ্ঞান যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের না শিবের? শিবকে পরমাত্মা বলা হয়, শঙ্করকে দেবতা। ওরা শিব আর শঙ্করকে এক করে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন আমি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করেছি। তোমরা বাচ্চারা বলো বাপদাদা। ওরা বলে শিবশঙ্কর। জ্ঞানের সাগর তো একজনই।

এখন তোমরা জানো ব্রহ্মা জ্ঞান প্রাপ্ত করেই বিষ্ণু হন। চিত্রও তৈরি করা হয়েছে। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে। এর অর্থও কেউ বুঝবে না। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের সার কে শোনান বাবা নাকি ব্রহ্মা? ইনিও (ব্রহ্মা) মাস্টার জ্ঞানের সাগর। বাকি যত চিত্র তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো যথার্থ ভাবে তৈরি করা হয়নি। ওসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। মানুষ কখনো ৮ -১০ ভূজধারী হয়না। এটা শুধুই প্রবৃত্তি মার্গের দেখানো হয়েছে। রাবণের অর্থও বলা হয়েছে - অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ রাজ্য, রাত। অর্ধেক কল্প রামরাজ্য হলো দিন। বাবা প্রতিটি বিষয়ই বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সবাই

এক পিতার সন্তান। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণু পুরী স্থাপনা করেন এবং তোমাদের রাজযোগ শেখান। তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগেই রাজযোগ শেখাবেন। দ্বাপরে গীতা শুনিয়েছিলেন বলা, এটা ভুল হয়ে গেলো। বাবা সত্য বলেন। অনেকেরই ব্রহ্মার, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মাকে সাদা আবরণেই দেখতে পায়। শিববাবা তো হলেন বিন্দু। বিন্দুর সাক্ষাৎকার হলেও কিছু বুঝতে পারবে না। তোমরা বলা আমরা আত্মা, এখন আত্মাকে কে দেখছে, কেউ না। ওটা তো হলো বিন্দু। বুঝতে পেরেছো না ! যে যেমন ভাবনা নিয়ে যাকে পূজা করে, তার সেটাই সাক্ষাৎকার হয়। দ্বিতীয় কোনো রূপ দেখলে মুষড়ে পড়ে। হনুমানের পূজা কেউ করলে সে তাকেই দেখবে। গনেশের পূজারীও তাকেই দেখবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের এতো ধনবান বানিয়েছিলাম, তোমাদের হীরে-জহরতের মহল ছিল, অগাধ ধন সম্পদ ছিল, তোমরা সেইসব কিভাবে হারিয়েছো? এখন তোমরা কাঙাল হয়ে গেছো, ভিক্ষা চাইছো। বাবা তো বলতেই পারেন তাইনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো বাবা এসেছেন, আমরা আবারও বিশ্বের মালিক হবো। এই ড্রামা অনাদি তৈরি করা আছে। প্রত্যেকেই ড্রামাতে নিজের পার্ট প্লে করছে। কেউ এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে, এতে কাল্পনিকটি করার কি আছে। সত্যযুগে কখনও কাল্পনিকটি করে না। এখন তোমরা মোহজীত হচ্ছে। মোহজীত রাজারা এই লক্ষী-নারায়ণ আদি। ওখানে কোনো মোহ নেই। বাবা অনেক রকম বিষয়ে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা হলেন নিরাকার। মনুষ্য তো ওঁনাকে নাম-রূপ থেকেও আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু নাম-রূপ থেকে আলাদা কোনো জিনিস খোঁড়াই হয়। হে ভগবান, ও গডফাদার বলে না! তাহলে নাম-রূপ আছে না! লিপ্সকেও শিব পরমাত্মা, শিববাবা বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষেই বাবা তো আছেন না ! বাবার নিশ্চয়ই সন্তানও থাকবে। নিরাকারকে নিরাকার আত্মাই বাবা বলে। মন্দিরে গেলে ওঁনাকে বলবে শিববাবা এরপর ঘরে ফিরে বাবাকেও বলে বাবা। অর্থ তো কিছুই বোঝে না যে, আমরা ওঁনাকে শিববাবা কেন বলি। বাবা উচ্চ থেকে উচ্চতর পঠন-পাঠন দুটি শব্দে করান - অল্ক আর বে। অল্ককে স্মরণ করলে বে-বাদশাহী তোমাদের। এটা হলো অনেক বড় পরীক্ষা। মানুষ বড় পরীক্ষায় পাশ করার পরে প্রথমে করা পড়াশোনা খোঁড়াই স্মরণে থাকে। পড়তে-পড়তে শেষে সার বুদ্ধিতে এসে যায়। এখানেও ঠিক তাই। তোমরা পঠন-পাঠন করতে এসেছো। বাবা বলেন মন্মুনাভব, সুতরাং দেহের অভিমান ছিল হয়ে যাবে। এই মন্মুনাভবের অভ্যাস গড়ে উঠলে শেষে গিয়ে শুধুই বাবা আর বর্ষা স্মরণে আসবে। মুখ্য বিষয়ই হলো এই, কত সহজ। ঐ পড়াশোনায় এখন তো জানা নেই কি-কি পঠন-পাঠন করে। যেমন রাজা তেমনই ওরা নিজেদের নিয়ম চালাতে থাকে। আগে মণ, সের, পোয়া এই হিসেব চলতো (জিনিসের মাপ)। এখন কিলো ইত্যাদি কি-কি সব বেরিয়েছে। কত ভিন্ন-ভিন্ন এলাকা হয়ে গেছে। দিল্লীতে যে জিনিস এক টাকা সের, বম্বেতে পাওয়া যাবে দুই টাকা সের, কেননা এলাকা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকেই জানে আমরা আমাদের রাজ্যকে অনাহারে খোঁড়াই মারবো। কতো ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি হয়, কতোই না দ্বন্দ্ব।

ভারত কতো সলভেন্ট (সমৃদ্ধ) ছিল তারপর ৮৪ চক্র ঘুরতে ঘুরতে ইনসলভেন্ট (কাঙাল) হয়ে গেছে। বলাও হয় হীরের মতো অমূল্য জন্ম কানাকড়ির মতো বদলে হারিয়ে গেছে.... বাবা বলেন তোমরা কড়ির পিছনে কেন মরো। এখন তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও, পবিত্র হও। তোমরা আহ্বানও করো - হে পতিত-পাবন এসো, পবিত্র করে তোলো। এতে প্রমাণ হয় যে পবিত্র ছিলে, এখন নেই। এখন কলিযুগ। বাবা বলেন আমি পবিত্র দুনিয়া তৈরি করবো সুতরাং পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে, সেইজন্যই এটা হলো মহাভারতের লড়াই যা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা প্রস্ফলিত হয়েছে। ড্রামাতে এই বিনাশ হওয়া নির্ধারিত হয়ে আছে। প্রথম-প্রথম তো বাবার (ব্রহ্মা) সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন বিশাল রাজত্ব পাওয়া যায় তো তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, তারপর বিনাশের সাক্ষাৎকার করান। মন্মুনাভব, মধ্যজীভব। এটা গীতার শব্দ। কিছু-কিছু শব্দ গীতায় ঠিক আছে। বাবাও বলেন আমি তোমাদের এই জ্ঞান শোনাই, তারপর এটা প্রায় লোপ হয়ে যায়। কারো জানা নেই যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। ঐ সময় জনসংখ্যা খুব অল্প সংখ্যক থাকে, এখন কত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই চেঞ্জ হওয়া উচিত। অবশ্যই বিনাশ হওয়া উচিত। মহাভারতের লড়াইও আছে। নিশ্চয়ই ভগবানও থাকবেন। শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয় শিববাবা এসে কি করেছিলেন? সেটাও জানেনা। এখন বাবা বসে বোঝান, গীতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা রাজত্ব পেয়েছে। গীতাকে মাতা-পিতা বলা হয়, যার মাধ্যমে তোমরা আবারও দেবতা হও সেইজন্যই চিত্রে দেখানো হয়েছে - শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনাননি। শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দ্বারাই রাজযোগ শিখেছিলেন, কাল (সত্যযুগে) এরপর শ্রীকৃষ্ণ হবেন। ওরা শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। সুতরাং বাবা বুঝিয়ে বলেন, এটা নিজের ভিতরে পাচ্চা নিশ্চয় করো, কেউ যেন উল্টো-পাল্টা কথা শুনিয়ে তোমাদের নিচে নামিয়ে না দেয়। ওরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে - বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে চলবে? এটা কিভাবে হবে? আরে, তোমরা নিজেরাই বলা - ওটা ভাইসলেস দুনিয়া ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা তো তাহলে আবার বিকারের বিষয় কিভাবে হতে পারে? এখন তোমরা জানো বেহদের বাবার কাছ থেকে অসীমিত বাদশাহী পাওয়া যায়, সুতরাং এমন বাবাকে স্মরণ কেন করব না? এটা হলো পতিত দুনিয়া। কুস্ত মেলায় লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বলে ওখানে একটা গুপ্ত

নদী আছে। নদী কখনও কি গুপ্ত হতে পারে? গোমুখও তৈরি করেছে। বলে এখানে গঙ্গা আসে। আরে, গঙ্গা তো নিজের পথে সমুদ্রে যাবে নাকি এখানে তোমাদের কাছে পাহাড়ে আসবে। ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি তারপর বৈরাগ্য। এক হলো সীমিত জাগতিক বৈরাগ্য, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীরা ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে, এখানে তো সেটা নেই। তোমরা বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে থাকো। তোমরা রাজযোগী বাচ্চাদের মুখ্য কর্তব্য হলো পড়াশোনা করা আর পড়াশোনা করানো। এখন রাজযোগ কোনো জঙ্গলে খোড়াই শেখানো যায়। এটা স্কুল। ব্রাহ্ম (সেন্টার) হতেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো। শিববাবার কাছে পড়াশোনা করে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা শেখান। এক শিববাবা খোড়াই সবাইকে বসে শেখাবেন। অতএব এটা হলো পান্ডব গভর্নমেন্ট। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে আছো। এখানে তোমরা কত শান্তিতে বসে আছো, বাইরে কত হাস্যামা। বাবা বলেন ৫ বিকারকে দান করলে গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে। আমার হলে আমি তোমাদের সব কামনা পূর্ণ করবো। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা সুখধামে যাবো, দুঃখধামে আগুন লাগবে। বাচ্চারা বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছে এখন সময় খুব অল্প সেইজন্যই স্মরণের যাত্রায় থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদ পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ অধিকার নেওয়ার জন্য বেঁচে থেকেও মরতে হবে। অ্যাডপ্ট হয়ে যেতে হবে। কখনও নিজের উচ্চ ভাগ্যের উপরে রেখা টানা উচিত নয়।

২) কখনও উল্টো-পাল্টা কথা শুনে সংশয়ে আসা উচিত নয়। সামান্যতম নিশ্চয়ও যেন না সরে। এই দুঃখধামে আগুন লাগবে সেইজন্যই এর থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ সরিয়ে আনতে হবে।

বরদান:- সময় অনুসারে নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করে খুশি আর প্রাপ্তিতে পূর্ণ হওয়া স্মৃতি স্বরূপ ভব ভক্তিতে তোমরা স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদের স্মৃতিতে ভক্তরা আজও তোমাদের প্রতিটি কর্মের বিশেষত্বকে স্মরণ করে অলৌকিক অনুভবে হারিয়ে যায়, তাহলে নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে তোমরা কতোইনা অনুভব প্রাপ্ত করেছো। শুধুমাত্র যেমন সময়, যেমন কর্ম তেমনই স্বরূপের স্মৃতি ইমার্জ রূপে অনুভব করলে অনেক বিচিত্র খুশি, বিচিত্র প্রাপ্তির ভান্ডার হয়ে যাবে আর অন্তরে অন্তহীনভাবে (অনহদ) এই গীত-ই বাজবে যা পাওয়ার ছিল পেয়ে গেছি।

স্লোগান:- নম্বর ওয়ানে আসতে হলে শুধুমাত্র ব্রহ্মা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;